নিয়তি।



সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীনিরঞ্জন রায় চৌধুরী প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ)

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সন ১৩২৪ সাল]   [মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র



Printed by
Gosta Behary Dass,
THE CALCUTTA FINE ART COTTAGE,
64a, Dhurramtollah Street, Calcutta.

পরম প্রীতিভাজন—

অশেষ গুণালঙ্কৃত,

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,

সুচরিতেষু—

ভাই,

আমার প্রথম প্রয়াসের ফল, এই সামান্য নাটকখানি—তোমার, ও স্নেহের ভগ্নী শ্রীমতী অমিয়বালা দেবীর যুগল করে, প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ—উৎসর্গ করিলাম। আমার নিয়তিচক্রে তোমরা উভয়ে যেরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

বরাহনগর।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া,
১৩২৪।

তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী
শ্রীনিরঞ্জন রায় চৌধুরী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপদ ভরসা।

দক্ষ-ধীর-কানু-তরণী-ধনঞ্জয়-রাম-প্রিয়-বিকর্ত্তন-শরণী-কুশধ্বজ-শ্রীদত্ত-ভবদত্ত-কনকদণ্ডী
রঘুপতি-রমাপতি-জ্ঞানানন্দ-জয়কৃষ্ণ-দক্ষিণানাথ-শুকদেব-গৌরীদাস-নরেন্দ্রদেব-
শরণাচার্য্য-রামবল্লভ-বলভদ্র-মনোহর-উপানন্দ-রামগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ
শ্রীরাম-রাধাকান্ত-রামলোচন-উমাকান্ত-পিতা কৃষ্ণভূষণ
ইতি পিতৃলোকস্থ দ্বাত্রিংশ পিতৃপুরুষের ও
পরমারাধ্যা জননী ৺কাত্যায়নী দেবীর
পদারবিন্দবৃন্দ বন্দি আজি বিন্দ
হইল এই বিন্দু সন্তান।

—০—

ভূমিকা।

আজ নাটক লিখিয়া গ্রন্থকার হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিলাম; কি করিব, নিয়তির খতে এটুকুও লেখা ছিল! "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে," অতএব নিয়ন্তার জয় হোক। যোগ্য অযোগ্য অনেকেই নাটক লেখেন, আমিও লিখিলাম; দোষগুণের জন্য যদি কাহাকেও দায়ী করা যায়, তবে সে আমার নিয়তিকে, আমার বন্ধুবর্গকে, আর আমাদের মিত্র সম্মিলনী মিলনীকে! আশা করি, আমার প্রথম প্রয়াসের ফল, এই সামান্য সামাজিক নাটকখানিকে সহৃদয় পাঠকগণ অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়া আমায় অনুগৃহীত করিবেন।

১৩২২ সালে ৺পূজার অবকাশে "নিয়তির" জন্ম; তদবধি এ যাবত যাঁহারা তাহাকে সস্নেহে লালন করিতেছিলেন, এবং যাঁহাদের নিতান্ত নির্বন্ধে আজ "নিয়তি" প্রকাশিত হইল—একে একে তাঁহাদের কয়জনের নাম করিব, এক কথায়, তাঁহারা মিলনীর প্রায় সমস্ত সদাশয় সভ্যবৃন্দ—তাঁহাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর যে সকল সহৃদয় সুহৃদ ও স্বজন—মিলনীর সভ্য না হইলেও—আমাকে

এ বিষয়ে নানারূপে যথেষ্ট উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও নিকট আমি একান্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম। এ স্থলে মিলনীর কৃতকর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, কার্য্যবিশারদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও আমার স্বকর্ম্মী মিত্র ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অসিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

উদ্দেশ্য ;—যেমন সকলের হইয়া থাকে, আমারও তেমনই—কিছু দেখিয়া ও দেখাইয়া উভয়তঃ আনন্দ ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করা। বেশী কিছু নয় ;—তুমি আমি ও তোমার আমার মত সকলেই ন্যূনাধিক পাপপুণ্যের বশ, প্রকৃত অনুতাপে পাপের শান্তি ও পুরুষকারে পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়, এবং সকলের মূলে সেই নির্ম্মম নিয়ন্তার নিশ্চল নিয়ম কেমন প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে থাকিয়া অবাধে কার্য্য করে, সেটুকুও সঙ্গে সঙ্গে বুঝা এবং বুঝানই উদ্দেশ্য।

অগ্নিই তেজ ; অগ্নিতেই জীবের উৎপত্তি, অগ্নিতেই জীবের স্থিতি, এবং অগ্নিতেই জীবের লয়! সংসারে এই আগুনের খেলা সকলেই খেলছেন; কেউ দেহের আগুনে জ্বলে যাচ্ছেন, কেউ মনের আগুনে পুড়ে মরছেন! কেউ জঠরানলে জ্বলে পিত্তি পুড়িয়ে ছাই করে, অসময়ে হয়তো কোন বশংবদ বন্ধুর সাহায্যে, সেই ভস্মে ঘি ঢালছেন ; আবার কেউ বা প্রবল পিপাসানলে সন্তপ্ত হয়ে তরল অনল সরূপ সরস আসব সেবায় সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন! কেউবা মদনানলে মত্ত হচ্ছেন, আবার কেউবা প্রেমপাবকে পুড়িয়া পস্তাচ্ছেন! আর কত বলিব—এই রূপই নিয়তির নীতি! নিয়ন্তার এই সনাতন নিয়মে নিত্য আমাদের সমাজে যে সকল বাস্তব দৃশ্য দেখিতেছি, তদ্ব্যতীত অধিক কিছু দেখাইবার প্রয়াস পাই নাই, দেখাইবার ক্ষমতাও নাই। নিয়তির এই নিয়মটুকু দেখার মত করিয়া যিনি দেখেন, তিনিই প্রকৃত আনন্দ পান, আর যিনি

দেখাইতে পারেন, তিনিও কম আনন্দ পান না। আমি পারিয়াছি কিনা জানি না, তবে যদি দুইএকজনও এই নাটক পাঠে বা অভিনয়ে আনন্দ লাভ করেন, তবেই বুঝিব—আমার কাজ হইল।

নাটকস্থ সমস্ত পাত্র পাত্রীগণের চরিত্র জীবন্ত ভাবে চিত্রণ করিয়া দেখাইতে সক্ষম হইয়াছি, সে স্পর্দ্ধার কথা বলিয়া আমি উপহাস্য হইতে চাহি না; কিন্তু তাঁহারা সকলেই বাস্তব জগতে যে একদিন জীবিত ছিলেন, বা তন্মধ্যে কেহ কেহ যে এখনও জীবিত আছেন, তাহা প্রকৃত; মাত্র, তাঁহাদিগকে কল্পিত নামে এই নাটকে পরিচিত করিয়াছি। ভবেশ এখনও শয্যাশায়ী হইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় জীবিত আছে, নাটকে—তাহার শেষ অবস্থায়, যে দুইটী অদৃশ্য সূতা দেখিয়া সে প্রণাম করিত—দেখাইয়াছি, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য; আমি দার্শনিক নহি, সুতরাং উহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই, যথার্থ যেমন দেখিয়াছি, তাহাই দেখাইলাম; পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ বিশেষ কৌতূহলী হন, তবে কোন দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট এ তথ্যের মীমাংসা করিয়া লইবেন। ইতি, তাং ১লা অগ্রাহয়ণ, ১৩২৪।

মিলনী।
১ নঃ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

শ্রীনিরঞ্জন রায় চৌধুরী।

নাটকস্থ পাত্র পাত্রীগণ।

পুরুষগণ

হরগোবিন্দ	... কমলপুরের জমিদার।	ভট্টাচার্য্য	... দীননাথের বন্ধু।
ভবেশচন্দ্র	... ঐ পুত্র।	তারিণী	... হরগোবিন্দের দেওয়ান।
বলেন্দ্রনাথ	... ঐ ভাগিনেয়।	মাধব	... দীননাথের ভৃত্য।
রণেন্দ্রনাথ	... বলেন্দ্রের শিশুপুত্র।	সুরেশ	... বলেন্দ্রের বন্ধু।
ছুনিয়ালাল	... বলেন্দ্রের পিতৃস্বস্রীয়।	ভজগোবিন্দ	... প্রসিদ্ধ মাতাল।
দীননাথ	... জনৈক গৃহস্থ।	ছুলোবাগ্দী	... দস্যুসর্দ্দার।
		বেহারী	... ভবেশের ভৃত্য।
		মামুদ, তাহের	... গুপ্ত ঘাতকদ্বয়।

উদাসীন, ভিক্ষুক, ডাক্তার, কর্ম্মচারী, ডাকপিওন, মোটর চালক, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, কন্‌ষ্টেবল্, উকিলদ্বয়, মদ্য বিক্রেতাদ্বয়, দস্যুগণ, কৃষকগণ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, দালালগণ, মহাজনগণ, কীর্ত্তনীয়াগণ, ভবেশের ইয়ারগণ, পথিকগণ, প্রতিবাসিগণ ও জনতা।

স্ত্রীগণ

করুণাময়ী	... দীননাথের স্ত্রী।	ভিখারিণী	... বৈষ্ণবী।
লীলা	... দীননাথের কন্যা।	মালতী	... বারাঙ্গনা।
কমলা	... ছুনির ভগিনী।	বিধু	... করুণাময়ীর দাসী।

কামিনী ... লীলার পরিচারিকা।

কমলার পরিচারিকা, হানিফের মা, কাদুপিসী, বিনি, পুঁটী, লক্ষ্মীবুড়ী প্রভৃতি প্রতিবাসিনীগণ।

নিয়তি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর ; অনতি দূরে মেছোখালির গাঙ্।

সময়—ঊষা।

(হাল স্কন্ধে ও হেলে গরু লইয়া কতিপয় কৃষকের প্রবেশ ও প্রস্থান, গান করিতে করিতে ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখারিণীর গীত।

কোন্ সুদূরে বাজে বাঁশী
কোন্ গগনের কোণে।
বনে বনে বাজ্ ছে আজি
জাগ্ ছে গভীর মনে॥
কেন এমন গাইছে কালা,
রাধার প্রাণে দিচ্ছে জ্বালা,
পথ খুঁজে আসছে বুঝি
ঊষার আলোক সনে॥

[ভিখারিণীর প্রস্থান]

(দস্যুগণের লীলাকে বহন করিয়া প্রবেশ)

সর্দ্দার। ওরে, শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়, ঐযে ঐ বড় গাঙ্‌ দেখা যাচ্ছে, একটু গেলে আর আমাদের পায় কে!

২য় দস্যু। কিন্তু শালারা এসে প'ড়লো যে, উঃ ঐ ছোঁড়াটা আর ঐ চাকরটা যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটেছে! তোরা ক'জন ওকে নিয়ে খুব জোরপায়ে চোলে যা, আর দেখ্‌ (অপর কয়জনের প্রতি) তোরা ক'জন এখানে ঘাপ্‌টিমেরে থাক্‌, ঐ দুইশালা যেমন এসে প'ড়বে আর অমনি সাবাড় করবি—বুঝলি তো?

[বাহক দস্যুগণের লীলাকে লইয়া প্রস্থান]

দস্যুগণ! ঠিক ব'লেছিস—ঠিক ব'লেছিস।

সর্দ্দার। তবে আর দেরি করছিস কেন?

(কতকগুলি দস্যুর তথাকরণ)

২য় দস্যু। (সর্দ্দারের প্রতি) চল্‌—আমরা টাকা নিয়ে এগুই।

[উভয়ের প্রস্থান]

(বলেন্দ্রের লাঠি হস্তে বেগে প্রবেশ ও গুপ্তদস্যুগণ কর্ত্তৃক একযোগে চীৎকার করিয়া আক্রমণ, বলেন্দ্র ও দস্যুগণের লাঠি চালনা. লাঠির আঘাতে জনৈক দস্যুর ভূতলে পতন)

জনৈক দস্যু। (লাঠি খেলিতে খেলিতে উচ্চৈঃস্বরে) ওরে সর্দ্দার রে, গোবরা জমি নিয়েছে রে—জমি নিয়েছে—শীগ্‌গির আয়!

(মাধবের প্রবেশ ও মার মার শব্দে লাঠি ঘুরাইয়া আক্রমণ, অপর দিক হইতে সর্দ্দার ও দ্বিতীয় দস্যুর আগমন ও কৌশলে আহত দস্যুকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান)

মাধব। (লাঠি খেলিতে খেলিতে) বলেনবাবু, আমি এ কয়ডা সুম্মুন্দিরি

এ্যাহেলাই সাবাড় এত্তিছি, তুমি বাইডি, আগোয়ে যাও দিদিমনিরি সুম্মুন্দিরা গাঙের মধ্যি নিয়ে ফ্যালে!

বলেন্দ্র। মাধবদা—তুমি একলা এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ পারবে তো?

মাধব। এ সুম্মুন্দির বাইরা লাঠি ধোরতিই জানে না, তুমি বাইডি, আগোও আগোও, আর দেরি এরে না।

[বলেন্দ্রের কৌশলে প্রস্থান]

দস্যুগণ। মার শালাকে মার, ধর শালাকে ধর!

(দস্যুগণের বলেন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা, পথ অবরোধ করিয়া মাধবের লাঠি চালনা; অল্পক্ষণ পরে এক দিক হইতে কৃষকগণের ও অন্যদিক হইতে প্রতিবাসী সঙ্গিগণের প্রবেশ)

জনৈক দস্যু। ওরে আর না, অনেক লোক এসে প'ড়লো, পালা পালা!

[দস্যুগণের বেগে পলায়ন, ও সকলের মার মার শব্দ করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবন]

(ভুনির প্রবেশ)

ভুনি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ, কেমন খেলাটা সুরু ক'রেছি! কিন্তু না বাবা, আর এগোন হ'চ্চে না, কি জানি যদি ভুলো সর্দ্দার আমায় এদের দলে দেখতে পায়, শালা হয়তো একটা পয়সাও ভাগ দেবে না! বলেনটা এসেই সব মাটি ক'ল্লে! (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐয়ে! এঃ—এঃ—এইরে! পাল্লেনা—পাল্লেনা! উঃ—বলেনটার গায়ে কি জোর! এতগুলো লোকের হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নিলে! নাঃ, ভুলো শালা কোন কর্ম্মের না, যে ফন্দি এঁটে ছিলুম, তা তো দেখছি কেঁচে যায়। তাইতো—মেয়েটাকে তো নিয়ে যেতে পাল্লে না, এখন উপায়! (চিন্তা করিয়া) যাক্,——এইষা হ'য়েছে এতেই আমার কাজ হাঁশিল হবে। মেয়েটাকে বলেন ফিরিয়ে

আনছে—আনুক, কিন্তু লীলার সঙ্গে ভবেশের বিয়ে কিছুতেই হ'তে দেবো না। আজই কমলপুরে গিয়ে চৌধুরী ম'শায়কে বোলব যে, দীন চাটুয্যের মেয়েকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, তার জাত গ্যাছে——ব্যাস্ কর্ম্ম ফতে! এ বিয়ে যেমন ক'রে হোক্ ভাঙ্গ্তেই হবে। তারপর ভবেশের সঙ্গে কমলার বিয়ের চেষ্টাটা ক'রতে হবে। বিয়েটা একবার দিতে পারলে তখন আর আমায় পায় কে, তা হ'লে চাট্টি ভাতের কাঙ্গাল হয়ে বলেনের বাড়ীতে আর আমায় প'ড়ে থাকতে হবে না! (হাই তোলা ও তুড়ী দেওয়া) সকালে এক ছিলিম গাঁজাও খেতে পেলুম না! মনে করেছিলুম আসবো না, তা বলেন্‌টা কিছুতেই ছাড়্লে না; বাবা, গাঁজার মর্ম্ম তো বুঝলে না! এই দেখ না, গাঁজা যদি না খেতুম তা'হলে ঐ ডুলোসর্দ্দারকে কোথায় পেতুম! ও সব আমাদের এক কোল্কের ইয়ার—বাবা, এক কোল্কের ইয়ার! (চিন্তা করিয়া) ভবেশটা কিন্তু গাঁজায় ভিড়তে চায় না: মদ্‌টা আমার পাল্লায় প'ড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু খেতে ধরেছে। বড়লোকের ছেলে, মদ্‌টাই ওকে ভাল ক'রে ধরাতে হবে, তা'হলেই আমার রাস্তাটা একেবারে সাফ্ হয়ে যাবে! ঐ যে, ওরা সব লীলাকে নিয়ে আসছে; তাই তো এখন আমি করি কি, ওরাতো এসে প'ড়লো! এইখানটায় হোঁচোট্ খেয়ে প'ড়ে গেছি বোলে বোসে প'ড়ি। (উপবেশন ও তাড়াতাড়ি দু'হাতে নিজের পা চাপিয়া ধরা) উঃ! কি ভয়ানক হোঁচোট্ খেয়ে প'ড়ে গেছি বাবা! উঃ——

(লীলাকে বহন করিয়া প্রতিবাসিগণ ও কৃষকগণ সহ বলেন্দ্র ও মাধবের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এই যে ডুনি, তুমি এখানে ব'সে আছ?

ডুনি। ব'সে আর আছি কোথায়? উ—হু—হু! তোমাদের পেছনেই তো ছুটেছিলুম, হোঁচোট্ খেয়ে প'ড়ে গেছি বোলে উ—হু—হু—

বলেন্দ্র। (বহনকারিগণের প্রতি) এইখানেই রাখ। ওহে ভাই, তোমরা কেউ গ্রাম থেকে এক ঘটি জল চট্ ক'রে নিয়ে এস তো—আর অমনি দেখোতো কাছাকাছি যদি একটা ডুলি পাওয়া যায়। [লীলাকে ভূতলে রক্ষা, মাধবের লীলার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন, ও জনৈক কৃষকের জল আনিতে প্রস্থান]

তুনি। (স্বগত) ছোঁড়ার সকল দিকেই নজর আছে! (প্রকাশ্যে) উঃ ভাই, এই হোঁচোট্ খেয়ে যা প'ড়ে গেছি—পা'টা একেবারে মোচ্ কে গ্যাছে; একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছিলুম কিনা! কিন্তু এত দৌড়েও শেষটা তোমাদের সঙ্গে মারামারিতে যোগ দিতে পারলুম না, সে জন্যে ভারি আপশোষ হচ্চে! আমি যেতে পারলে অন্ততঃ একটারও কাছা ধ'রে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে আনতে পারতুম।

জনৈক কৃষক। আরে কি বলেন তুনিবাবু, বলেনবাবু একলা যে রকম কেরামতিটা দেখালেন আমরা তো তাজ্জব ব'নে গেছি!

তুনি। আরে আমি বুঝি তা দেখি নি? এখান থেকে ব'সে ব'সে সব দেখেছি।

জনৈক প্রবীণ প্রতিবাসী। ধন্য বলেন! ধন্য তোমার সাহস! আহা, লীলাকে আজ তার মা বাপের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের যে কত আনন্দ হবে, হারাধন ফিরে পেয়ে তাঁরা তোমায় কত আশীর্ব্বাদ ক'রবেন!

বলেন্দ্র। আমার বাহাদুরি এতে কিছুই নেই, সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা: তা' না হ'লে এই বৃদ্ধ মাধব জীর্ণ দেহে আজ কি তার যৌবনের অসীম ক্ষমতা ফিরে পায়! আর সেই সর্ব্বশক্তিমানের দয়ায় এই কৃষকেরাও উপযুক্ত সময়ে এসে না প'ড়লে যে কি হোত বলা যায় না। (কৃষকদের প্রতি) ভাই সব, তোমরা অত ভিড় করে দাঁড়িও না—একটু হাওয়া আসতে দাও। কৈ লোকটা জল নিয়ে এখনো এলো না—কতদূরে জল আন্‌তে গ্যাছে?

জনৈক কৃষক। (দূরে দেখিয়া) ও—ই যে বাবু, ঐ আসছে।

ঢুনি। (দীর্ঘ হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে) হরি হে, পার কর!

জনৈক যুবক। কি ঢুনি বাবু, মৌতাতের সময় হয়েছে নাকি?

ঢুনি। বিড়ি টিড়ি আছে নাকি? শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা একেবারে দরকচা মেরে গ্যাছে।

জনৈক যুবক। তা তোমার তো আর বিড়িতে সান্‌বে না, তুমি যে রূপচাঁদ পংখীর মাসতুতো ভাই!

ঢুনি। যাঃ যাঃ—এক ফোঁট্টা ছোকরা আবার ফোচকেমি করতে এসেছে!

(জনৈক কৃষকের ঘটি হস্তে প্রবেশ)

কৃষক। (বলেন্দ্রের প্রতি) এই জল নিন্ বাবু; আমি ডুলির বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি—এই এলো বোলে।

বলেন্দ্র। বেশ করেছ; আর একটা কাজও তোমাদের ভাই, করতে হবে। একজন এখুনি গৌরীপুরে যাও, খুব শীগ্‌গির্ হেঁটে যাবে; দীননাথ চাটুয্যের বাড়ী গিয়ে খবর দেবে যে, ডাকাতদের হাত থেকে তাঁর মেয়েকে উদ্ধার ক'রে আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কৃষক। (অপরের প্রতি) চরণ! তুই যা বাবা, খুব জোরপায়ে হেঁটে যাবি, বুঝলি তো—সব কথা যা শুনলি ব'লতে পারবি তো?

চরণ। হ্যাঁ—কেন পারবো না, এই আমি চল্লুম।

[চরণের প্রস্থান]

(ঘটি হইতে জল লইয়া বলেন্দ্রের, লীলার চোখে মুখে, ঝাপটা প্রদান)

মাধব। দিদিমণি—ও দিদিমণি—ওঠো, দ্যাখো, আর তোমারে ডাহাতি ধোরে নিয়ে যাচ্ছে না।

(ধীরে ধীরে লীলার চক্ষুরুন্মীলন)

তুনি। (স্বগত) আরে, ছুঁড়ী আবার চায় যে! আমি মনে করেছিলুম বুঝি আর চোখ খুলতে হবে না—বালাই চুকলো, এ যে বাবা কই মাছের প্রাণ!

লীলা। এঁ্যা—আমি কোথায়? তোমরা কা'রা? (বলেন্দ্রের প্রতি) তুমি কে?

মাধব। দিদিমণি, এই যেন্ আমি; উনি যেন্ আমারগে বলেন্ বাবু, চিন্তি পারতিছো না? উনিই তো ডাহাতগুনোর আতের তে তোমারে আজ বাচায়ছেন।

লীলা। (বলেন্দ্রের প্রতি) এঁ্যা—তুমি—তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ?

বলেন্দ্র। না লীলা, ভগবান্ তোমায় বাঁচিয়েছেন—আমরা নিমিত্ত মাত্র। তোমার এই মাধব দাদা আর এই কৃষকরাই ডাকাতদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছে।

লীলা। এঁ্যা—তুমি—মাধু'দা! মাধু'দা, বাবা কৈ, মা কৈ? আমি এ কোথায়?

মাধব। তেনরা বাড়িতি আছেন। এহোনি ডুলিতি এরে আমরা তোমারে সেহেনে নিয়ে যাবো। ঐ ডুলি আন্‌তেছে।

বলেন্দ্র। (লীলার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া স্বগত) আহা, প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিম আভা লীলার সুন্দর মুখে প'ড়ে আরও কত সুন্দর দেখাচ্ছে! ভগবান, এ সৌন্দর্য্য কেন তুমি আমায় দেখালে! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

(ডুলি লইয়া বাহকদের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। মাধবদা—লীলাকে ডুলিতে তোল।

(মাধবের লীলাকে ডুলিতে প্রবেশ করিতে সাহায্য)

নাও, তোমরা তোল। (বাহকদের ডুলি উত্তোলন) মাধবদা—তুমি, আর (অন্য সকলের প্রতি) তোমরা ভাই, ডুলি নিয়ে এগোও—আমি আসছি।

জনৈক প্রবীণ ভদ্রলোক। হ্যাঁ, তুমি বড় পরিশ্রান্ত হয়েছ, একটু বিশ্রাম ক'রে এস, আমরা ততক্ষণ এগোই।

[ডুলি লইয়া মাধব ও কতিপয় গ্রাম্যলোকের প্রস্থান]

হুনি। (কৃষকদের প্রতি) আচ্ছা, তোমরা ঠিক সময়ে কোত্থেকে এসে প'ড়লে বল দেখি ?

জনৈক প্রবীণ কৃষক। আমরা বাবু, যে যার ক্ষেতে কাজ কচ্ছিনু, দূর থেকে দেখি প্রায় দশ বার জন লোক দাঙ্গা ক'চ্ছে। তাই না দেখে ছুটে আসতে আসতে দেখি, আমাদের গৌরীপুরের এই বলেনবাবুকে, আর ঐ মেধোবুড়োকে সাত আট জনে মিলে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে, কিন্তু বাবুর আর ঐ বুড়োর আশ্চয্যি ক্ষেমতা—এমন নাঠি খেলার তারিফ আমার এই বয়সে কখনও দেখিনি—আমিতো বাবুর ক্ষেমতা দেখে অবাক্ হ'য়ে গেনু! তারপর আমরা পৌঁছুতেই সে ব্যাটারা ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে গিয়ে লৌকোয় উঠ্‌লো, কিন্তু তেখনো বাবু ছাড়লে না, ছুটে গিয়ে এক জনার হাত থেকে ঐ টাকার থোলেটা ছিনিয়ে নিয়ে এলো। আমরা চাষা-লোক, আমরা আর বাবুকে কি তারিফ্ দেবো, ভগবান বাবুর ভাল করবে।

হুনি। এঁ্যা, টাকাও ছিনিয়ে এনেছ নাকিহে!

বলেন্দ্র। হঁ্যা, মাত্র ঐ একটা তোড়া আন্‌তে পেরেছি, তোমরা যদি ঠিক আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারতে তাহ'লে সয়তানদের একটা কাণাকড়িও কি নিয়ে যেতে দিতুম ?

হুনি। তা তোমার সঙ্গে দৌড়ে কে পারবে বল! আমিতো তবু তোমার কাছাকাছিই ছিলুম কিন্তু হোঁচোট্ লেগে প'ড়ে গিয়েইতো মাটি করলুম, আর ছুটতে পারলুম না। এখন দেখ, আবার কতদিন এই পা নিয়ে ভুগতে হয়! (স্বগত) যাক্ বাবা, রক্ষে যে সব টাকা আন্‌তে পারেনি

দেড় হাজারের একটা খোলে এনেছে, আর সাড়ে তিন হাজার টাকা তো আছে! ভাগটা আনৃতে যেতেই হ'চ্ছে, কিন্তু শালা দিলে হয়! (প্রকাশ্যে) তা টাকার মায়া ক'র্ত্তে গেলে আর চলে না দাদা, এখন—যে মেয়েটাকে পাওয়া গ্যাছে এই যথেষ্ট,—বেলা হ'য়ে যাচ্ছে চলো।

জনৈক যুবক। হ্যাঁ, মৌতাতের সময় ব'য়ে যাচ্ছে চলো!

তুনি। আবার ফোচকেমি!

বলেন্দ্র। চলো এবার সব যাওয়া যাক্।

জনৈক যুবক। (টাকার তোড়া লইয়া উঠিয়া) এ তোড়াটা ডুলির মধ্যে দিলেই ভাল হ'তো—

বলেন্দ্র। বড় পরিশ্রান্ত হ'য়েছ, বইতে বড় কষ্ট হবে—

তুনি। (সাগ্রহে উঠিয়া) তা দাওনা—আমাকে দাওনা,—আমি নিয়ে যাচ্ছি।

জনৈক যুবক। (সহাস্যে) এর মধ্যে পায়ের ব্যথা আরাম হয়ে গেল নাকি?

তুনি। না! এই—তোমার কষ্ট হবে কিনা—তাই বলছিলুম—

বলেন্দ্র। দাও—আমাকে দাও।

[যুবকের তথাকরণ ও তুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

তুনি। (খোঁড়াইয়া চলিতে চলিতে) যাঃ শালা—পাকা ঘুঁটিটাও দেখছি শেষে কাঁচলো! আচ্ছা—কুছ্ পরোয়া নেই——

[তুনির প্রস্থান]

———

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীননাথের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ : সময়—গোধূলি।

(মাধবের প্রবেশ ও খড় কাটিতে নিযুক্ত হওয়া।)

মাধব। নাঃ, এ বিদ্ মা'গির সোঙ্গে তো আর পারে ওঠলাম না. এত এরে কলাম বুলি—যা মণি, ঘাটেত্তে এক কোল্‌সি জল বুড়োয়ে নিয়ে আয়, তা যদি কিছুতিই গ্যালো! সে দিন ডাহাত স্মুন্দিরা এই পাড়ায় যে লাঠির বাড়ি বাড়লো এ্যাহোনো সারে উঠ্‌তি পাল্লাম না. থাহে থাহে খচ্ খচ্ এরে ওঠতেছে, তাইতি তো মা'গির এত খোসামোদ এ্যারলাম তা কিছুতিই গ্যালোনা. সেই আমারেই আর না যাওয়ায়ে ছাড়লেনা! তা— খোড়া পায়ে ঘাটেতে যেমন গিছি—আর পা পিছলোয়ে এ্যাহেবারে সটান্ জলের মদ্দি!—উঃ, কি পড়ানডাই পোড়িছি! মা'গির কাজের নামে খোঁজ নেই, ইদিরি মাইনে নেবার জন্যি ছো মারে থাহেন! (বোঁটীতে বস্গিণ) উঃ—পাডা কণ্‌কণাচ্ছে! মর্ মা'গি মর্—ইচ্ছে এ্যারে তোর মুণ্ডডো এইরহোম এরে কাটি! (খড় কাটা দেখান)

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। তবেরে মুখপোড়া—কার মুণ্ডু কাটছিস?

মাধব। কার মুণ্ডু কাট্‌তিছি দেখ্‌তি পাত্তিছো না? কলাম বুলি, যা—ঘাটেথে কোলসিডে বুড়োয়ে নিয়ে আয়—তা কিছুতি গেলিনে! খোড়া পায়ে কোল্‌সি নিয়ে গিয়ে পা পিছ্‌লোয়ে এ্যাহেবারে চিৎপাৎ হয়ে জলের মোদ্দি পোড়ে গ্যালাম!

বিধু। তাই জন্যে বুঝি মুখপোড়া—আমার মুণ্ডু কাটছিস্?

মাধব। তা তোর মুণ্ডু নাতো আবার কার?

বিধু। আমার কেন—তোর আপনজনের মুণ্ডু নিপাত কর—আর সেই সঙ্গে তুইও নিপাত যা—নিপাত যা! (অঙ্গুলি মটকান)

মাধব। আরে আমার আপনার জোনের মুণ্ডু অনেক দিন নিপাত এরে আইছি! কিন্তু দ্যাখ্ বিধু, এই তোরে শেষবার কোয়ে দেলাম—তুই আমার সোঙ্গে নাগিস্ নে, ফের যদি খাব্‌রাবি তো কোন্ দিন তোরে এই এম্নি এরে টুক্‌রো টুক্‌রো অরবো—এই কিন্তু আমি কোয়ে দেলাম। তা তোর্‌ই একদিন কি আমার্‌ই একদিন! এ্যাহোনো আমার রাগ অয়নি, রাগ্‌লি কিন্তু আর রোক্ষে রাখপো না—এঁ্যাহঁ্যা—তা কিন্তু কোয়ে দেলাম্।

বিধু। ইস্! তোকে ভয় করে চলবো—কেনে গা, কিসের নেগে?

মাধব। আবার কথা কোচ্ছিস্? এহোনি কিন্তু আমার রাগ আসপে—এঁ্যা হঁ্যা—তা কিন্তু কোয়ে দিচ্ছি!

বিধু। মরণ আর কি মিন্সের! তুই রেগে আমায় কি করবিরে? ভারি রাগ দেখাচ্ছে!

মাধব। আবার—আবার কথা কচ্ছিস্—আবার আমারে রাগাচ্ছিস্? শীগ্‌গির—এহোনি—এহানথে দূর হ'—তা-না-অলি এই রাগলাম বুলে!—আয়ছে—(বুকে হাতদিয়ে দেখান) এই তাহাতি রাগ আয়ছে!

বিধু। ও পর্য্যন্ত কেনরে মিন্সে—তোর মুণ্ডু পর্য্যন্ত আসুক না!

মাধব। দ্যাখ্, যদি ভাল চাস্ তো দূর হ'—শীগ্‌গির দূর হ'—আমার এই মুখ তাহাতি রাগ আয়ছে—আর এট্টনি হোলি এ্যাহেবারে আর রক্ষে রাখপো না।

বিধু। অত রাগ হয় তো পুকুরের জলে ডুবে মর্‌গে।

মাধব। তাতো পেরায় আজ হোয়ে আইলো—যে পড়ান্‌ড়া পড়েলাম!

(করুণাময়ী ও দীপহস্তে লীলার প্রবেশ)

করুণা। এখানে দাঁড়িয়ে কি ক'চ্ছ বিধু ?—যাওনা মাছগুলো কুটে দেও গে।

বিধু। দেখ-না-গা মা, মাধব আমায় শুধু শুধু যা-না-তাই বোল্‌ছে ! এমন ক'ল্লে আমি কাজ ক'ত্তে পারব'নি—রাত দিন খিটির—খিটির !

[বিধুর প্রস্থান]

(তুলসীমঞ্চে করুণাময়ী ও লীলার দীপ-দান, প্রণাম ও পরে প্রাঙ্গণে আগমন)

করুণা। সেই দুপুর বেলা মুখে দুটী অন্ন দিয়ে যে বেরিয়েছেন আর সন্ধ্যা হয়ে এল এখন পর্য্যন্ত ফিরলেন না !

লীলা। মা ! বাবা আর ভট্‌চায্যি ম'শায় কোথায় গ্যাছেন ?

করুণা। তাঁরা মা—কমলপুরের জমিদার বাড়ী গ্যাছেন।

লীলা। (মাধবের নিকট যাইয়া) মাধু'দা—আমায় খড় কাট্‌তে দেওনা।

মাধব। না দিদিমণি, বঁটিডায় বড্ডো ধার, হাত কাটে ফ্যালবা—বুলি, জমিদারের বৌ ওতি যাচ্ছো এ্যাহোন্ কি আর তোমার পলকাটা সাজে ?

লীলা। না গো না, দেখো আমি জমিদারের বৌ কক্ষন হব না।

মাধব। তবে বুঝি তুমি ডাহাতির বৌ হবা ?

লীলা। দেখনা মা—মাধু'দা কি বলছে !

করুণা। না মাধব—লীলা আমার—ড্যাকাতের বৌ কেন হতে যাবে বাপু !

মাধব। না মা-ঠা'রোণ, ডাহাতির বৌ কেন হোতি যাবে—ডাহাত ধরার বৌ অবে—কেমন দিদিমণি ?

লীলা। যাও—তুমি ভারি দুষ্টু !—ঐ দেখ মা, বাবা আসছেন।

(দীননাথের প্রবেশ)

করুণা। লীলা—মা, হাত পা ধোবার জল আর গামছা খানা এনে দেও তো।

দীননাথ। না, ওকে আর আন্‌তে হবেনা—আমি ভিতরেই যাচ্ছি—অনেকক্ষণ হ'ল এসেছি।

করুণা। এতক্ষণ তবে কোথায় ছিলে ?

দীননাথ। একটু দাঁড়াও—জুতো জামা খুলে, হাত পা ধুয়ে, বাইরে এসে বোসে—সব বল্‌ছি। এতক্ষণ ভট্‌চায্‌দের বাড়িতেই ছিলাম।

[দীননাথের প্রস্থান]

করুণা। লীলা—মা, মাদুরখানা ওঘর থেকে এনে এই খানটায় পেতে দে।

লীলা। দি-ই মা।

[প্রস্থান]

করুণা। (স্বগত) ওঁর মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে হরগোবিন্দ চৌধুরী রাজি হয়নি,—তা এক রকম ভালই হয়েছে, আমার কিন্তু—কি জানি কেন—গোড়া থেকেই ওখানে বিয়ে দিতে মন সরছে না !

(একখানি মাদুর আনিয়া রকের উপর লীলার পাতিয়া দেওয়া, পরে দীননাথের প্রবেশ ও মাদুরে উপবেশন)

দীননাথ। হরগোবিন্দ চৌধুরীকে অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে আমি আর ভট্‌চায্‌ দুজনেই বল্লাম, কিন্তু প্রথমে তিনি বল্লেন—টাকা না হ'লে কিছুতেই হবে না—তাঁর ধনুকভাঙ্গা পণ—পাঁচ হাজার টাকা চাই। আমি কত সাধ্য সাধনা ক'রে বল্লাম যে, মেয়েটাকে তাঁর পুত্রবধু করবার জন্যে বাড়ী-ঘর, বিষয়-আসয় সমস্ত বন্ধক দিয়ে যে পাঁচহাজার টাকা ধার

করেছিলাম তা' আমার অদৃষ্টের দোষে সমস্তই ডাকাতে নিয়ে গিয়েছে, মাত্র—বলেন্দ্র যে দেড়হাজার টাকা তাদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছে—সেই দেড়হাজার টাকা আছে।

(মাধবের থড় লইয়া প্রস্থানের উপক্রম)

লীলা। (মাধবের নিকট যাইয়া) মাধুদা, চল—আমিও গরুর জাব দেব।

[মাধব ও লীলার প্রস্থান]

করুণা। তারপর ?

দীননাথ। তারপর—তারপর যা বল্লে—উঃ তাতে জীবনে কখন আর তার মুখদর্শন করতে ইচ্ছা হয় না! শুন্‌বে—কথাটা শুন্‌বে ?—তবে শোন, পাষণ্ড বলে কি না—তোমার মেয়ের জাত গ্যাছে—তাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাইতে তার জাত গ্যাছে—উঃ ভগবান! এও শুনতে হ'ল!

করুণা। (স্বগত) হায়—ঠাকুর! অদৃষ্টে আর কত দুঃখ আছে! (আঁচল দিয়া দীননাথের অসাক্ষাতে চক্ষু মুছিয়া) দেখ, তুমি তার জন্যে অত কাতর হ'চ্ছ কেন? মানুষে কি না বলে—তাই বোলে কি সে সব কথায় কান দিতে হয়?—ও ভালই হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি গোড়া থেকেই এ সম্বন্ধটায় আমার এক তিলও ইচ্ছে ছিল না।

দীননাথ। শুধু কি তাই? তারপর শোন,—পাষণ্ডের মুখে ঐ কথা শুনে, রাগে আমিও কতকগুলো কটু কথা শুনিয়েছি—তা'তে আমায় শাসিয়ে পাপিষ্ঠ কি বল্লে জান? বল্লে—সে বড়লোক, সে আমায় একঘোরে করবে; আমার মেয়ের নামে দুর্নাম রটাবে; আর যে তাকে বিয়ে করবে তা'কে শুদ্ধ একঘোরে করবে! তাই বল্‌ছিলাম, শুধুই কি কাতর হই—এখন উপায়?

করুণা। নিরুপায়ের উপায় ভগবান আছেন। তুমি ভেবো না—লীলার কপালে যদি সুখ থাকে তো হরগোবিন্দের সাধ্য কি যে সে সুখে তাকে বঞ্চিত করে। আর যদি দুঃখই থাকে, তবে হরগোবিন্দের সমস্ত ধনদৌলত পেলেও সে দুঃখ দূর হবে না। অদৃষ্টে যা' আছে তা হবেই!—যাই, মাধবের ভাতটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।

[করুণাময়ীর প্রস্থান]

(লীলার প্রবেশ)

দীননাথ। আয় মা বোস—আমার কাছে একটু বোস।

(পিতার নিকটে লীলার উপবেশন)

লীলা। বাবা—আজ কি পূর্ণিমা ?

দীননাথ। (অন্যমনস্ক ভাবে) এঁ্যা—না—মা—আজ চতুর্দ্দশী।

লীলা। দেখ বাবা দেখ—গাছের ভিতর দিয়ে কত বড় চাঁদ উঠছে—কেমন পরিষ্কার জ্যোৎস্না!

দীননাথ। (স্বগত) কিন্তু আমার মন আজ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন—আশার একটী ক্ষুদ্র তারাও সেখানে নাই!

লীলা। কিন্তু—ঐ দেখ বাবা! কোত্থেকে একখানা কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেল্লে—ঐ যাঃ—একেবারে ঢেকে ফেল্লে!

দীননাথ। মেঘখানা সোরে গেলে আবার জ্যোৎস্না উঠ্‌বে।

লীলা। ছোট মেঘ—শীগ্‌গির সোরে যাবে, না বাবা ?

দীননাথ। হ্যাঁ মা, (স্বগত) কিন্তু আমার মনের এ কালো মেঘ যে কবে অন্তর্হিত হবে কে জানে!

(করুণাময়ীর প্রবেশ)

করুণা। লীলা—চল্‌ মা—খাবি চল্‌।

লীলা। বাবা—চল—তুমিও খাবে চল।

দীননাথ। তুমি যাও খাওগে—আমি আজ একটু পরে খাব।

লীলা। তবে আমিও একটু পরে তোমার সঙ্গে খাব।

(হুকা হস্তে কলিকায় ফুৎকার দিতে দিতে মাধবের প্রবেশ)

মাধব। (দীননাথকে হুকা প্রদানান্তে) আজ কর্ত্তাবাবু—হারাণ তাঁতির বাড়ী গে'লাম।

দীননাথ। (অন্যমনস্ক ভাবে) এ্যাঁ ?

মাধব। তা সে কয় যে—পুজোর আগে খাজনার টাহা কিছুতিই দিতি পারবে না।

দীননাথ। কে—হারাণে ?

মাধব। তবে আর কার কথা কোচ্ছি ? আর কছিমদ্দি আজ এই—চারটে টাহা দেছে—বাহি টাহা চালাম, তাতে কয় যে, যেমন দিন কাল পড়েছে তাতে একসোঙ্গে সগোল টাহা দিতি পারবে না—কিন্তু তাও কলে যে—সোমবারে আরও কিছু যদি পারে তো নিয়ে আসপে।

দীননাথ। তুমি হারাণ তাঁতিকে কালকে ডেকে নিয়ে এসোতো।

মাধব। ডাকপো ত, এহন আলি অয়।

করুণা। ও শুধু তোমার হারাণে কেন,—রামবেহারী কুণ্ডু, মণি পোদ্দার, নিমাই বারুই কেউ ত এবার উপুড় হস্ত কল্লে না ! ওর চাইতে তোমার মোচনমানরা ভাল—খাজনার টাকা পারতপক্ষে বাকী ফেলে না।

দীননাথ। (করুণাময়ীর প্রতি) একটা পান এনে দাও ত।

লীলা। আমি এনে দিচ্ছি বাবা।

[লীলার প্রস্থান]

মাধব। তা বাবু, কোমলপুরির জমিদার বল্লে কি ?

দীননাথ। বল্বে আর কি মাধব—আমার মাথা আর মুণ্ডু! চশমখোর টাকা না পেলে তো বিয়ে দেবেই না, তার উপর আবার বলে কি না যে—জাত গেছে—আমাদের একঘোরে করে রাখতে চায়!

মাধব। কন্ কি কর্ত্তাবাবু! আমার সাম্‌নে যদি ওরহোম কথা কোতো তো এ্যাহে-চড়ে বাছাধোনের ঐ থোতা মুখ ভোতা এরে দেতাম!

দীননাথ। আমারও বড় রাগ হয়েছিল, আমিও রাগের মাথায় তাকে দুই এক কথা শুনিয়েছি।

মাধব। ও আপনার শুধো কি দুটো কথা শুনোলি হোলো? বেটার জী'ভে টা'নে ছিড়ে ফেল্‌তি হয়। আমার নক্কির মোতো দিদিমনিরি কিনা বেটা যা তা কয়! আচ্ছা—পরমেশ্বর আছেন, ইয়ের পির্‌তিফল বেটা পাবেই পাবে। আপনি কর্ত্তাবাবু—ভাববেন না।

দীননাথ। নাঃ—ভেবে আর কি করবো, যা অদৃষ্টে আছে তাতো হবেই।

মাধব। কর্ত্তাবাবু—এই আপনিও আছেন আর মা-ঠা'রোণও আছেন, এ্যাহোন আপনারগে আমি এ্যাট্টা কথা নিবেদোন এত্তি চাই;—আমি আপনারগে আজ এই বিশ বচ্ছোর চরণস্যাবা এত্তিছি, আমার কথাডা যদি কান দিয়ে শোনেন।

দীননাথ। কি কথা বলবে মাধব—বল না; তোমার কথা কেন শুনবো না—তোমাকে কি আমরা পর ভাবি?

মাধব। আজ্ঞে না তা কোচ্চিনে। এই কচ্ছেলাম কি যে, ঘরের দুয়োরি অমন পাত্তোর থাকতি আপনারা কিনা বোনবাদাড়ে তল্লাস এরে বেড়াচ্ছেন?

ক্ষ্যামতায় তো কুলোতো না। বলুবাবুর মোতো ছাওে আমি আর একজোনও দেহিনি, সেই রাত্তিরি আমি গেরামের সহোলেরি চিনে নিছি—ডাহাত পড়েছে শুনে কি কেউ বাড়ীর বার ওতি চায়!—আমি আর বলুবাবু এমন বাড়ী নেই যে ধন্না দি'নি, মুই সাউগড়ি সগোল মেঞার আছে. কিন্তু কাজপোলি কেউ আর আগোতি চায় না! (একটু পরে) তা—বাবু, যে কথাডা কলাম্ তা যদি হয়, তা'লি ভড়চাযিয ঠাহুররি দিয়ে কথাডা একবার বলেনবাবুর মায়ের কাছে পাড়্লি হয় না?

দীননাথ। হ্যাঁ, একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? দেখি ভগবান যদি মুখ তুলে চান।

(নেপথ্যে) বলেন্দ্র। মাধবদা—বাড়ী আছ?

মাধব। ঐ বলেনবাবু আয়ছেন! (উচ্চৈস্বরে) আ'সো গো বাবু আ'সো—

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

—এই আপনার কথাই হোচ্ছিল।

দীননাথ। বোস—বাবা—বোস।

বলেন্দ্র। (নমস্কারান্তে উপবেশন) আমার কথা কি হচ্ছিল মাধবদা?

মাধব। না—এই ঠিক আপনার কথা কিছু নয়; তবে ঐ যেন্ আপনারা পালাএরে গেরাম চৌকী দেন, সেই কথাডাই কচ্ছেলাম।

বলেন্দ্র। হাঁ, আজকাল যে রকম দিনকাল প'ড়েছে, তাতে শুধু পুলিশের উপর নির্ভর ক'রে আর থাকা চলেনা।

দীননাথ। হ্যাঁ বাবা—এ কাজটা খুব ভালই করেছ; তোমরা না থাক্লে আমি কি এখানে আর এক দণ্ডও এইভাবে থাক্তে পারতাম? তুমি আমার যে উপকার করেছ বাবা—এ জীবনে সে ঋণ শুধতে পারবো না।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে, বার বার ও কথা বোলে আমায় আর লজ্জা দেবেন না।

দীননাথ। তোমাদের বল ভরসাতেই গ্রামে টিকে আছি। সেদিন যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, এ অঞ্চলে ওরকম ডাকাতি কখনো দেখিনি—তবে হ্যাঁ—চুরিটা আসটা হোত।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে, আমিতো বরাবরই কলকাতায় মেসে থেকে পড়াশুনা করতুম, গ্রামের তত খোঁজখবর রাখতুম না। কিন্তু এখন গ্রামের দিনদিন যে রকম অবস্থা দেখছি—তাতে ক্রমশই অবাক হয়ে যাচ্ছি! এখন নিজেদের ধনপ্রাণ রক্ষার চেষ্টা যতদূর সম্ভব নিজেরা না করতে পারলে একা পুলিস কি করতে পারে বলুন! এবার গ্রামে আর সহজে চুরি ডাকাতি হতে দিচ্ছিনে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

(নেপথ্যে) বিধু। ও মাধব—ঐ দেখ্ বুঝি বকনা বাছুরটা বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটাকে আজ বুঝি বাঁধ্‌তে ভুলে গেছিস্? কাজের শ্রী দেখ'না!

মাধব। ভুলে যাব ক্যান্? দিদিমনি কিছুতেই ছাড়েনা, হাউস্ এরে বক্‌নাডারে বাঁধ্‌তি চালে—তা পারবে ক্যান্—দড়ি আলগা ছিলো খুলে গেছে। তাঁ দেহিছো—দেহিছো, ছাগোলমুহো বক্‌নাডার আক্কেল্‌ডা দেহিছো! জোছোনা রাত পা'য়ে বোনবাদাড়ে হাওয়া খাতি গ্যালেন—এট্টুনি ভয় ডর নেই!

বলেন্দ্র। (সহাস্যে) ছাগোলমুখো বক্‌না কি রকম মাধবদা?

মাধব। তা বাবু জান্‌বা ক্যাম্‌নেরে! ছালেবেলাডা তো কোল্‌কেতায় কাটালে, কহনোতো গোরু বাছুর নিয়ে নাড়াচাড়া এ্যারোনি—এই ছ্যাম্‌ড়ারগে তোমরা যেমন বাঁদোরমুহো কও, ঐ দুরোন্ত বক্‌নাডারেও আমি তেমনি ছাগোলমুহো কই। (সকলের হাস্য) ওডা বড়ো দুরোন্ত—

ভারি বজ্জাৎ—মোটেই কথা শোনে না। এই এতো এরে খায়ালাম দায়ালাম, কলাম্ বুলি—এহোন্ চুপ্ দিয়ে গোয়ালি বোসে জাগোর কাট্, তা-না—এহোন্ এই রাত্তিরি মাঠাতি গ্যালেন! যাই—দেহি আবার কোন্মুহো গ্যালো!

[মাধবের প্রস্থান]

দীননাথ। ও লীলা—লীলা ?

(নেপথ্যে) লীলা। বাবা—

দীননাথ। কই মা—পান দিলে না ?

(নেপথ্যে) লীলা। এই যে—যাই বাবা।

বলেন্দ্র। আজ আপনি আর ভট্চাযি মশায় মামার ওখানে গিয়েছিলেন বুঝি ?

দীননাথ। হ্যাঁ—গিয়েছিলাম।

বলেন্দ্র। তাঁরা সব ভাল আছেন তো ?

দীননাথ। হ্যাঁ!—তোমার মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল. ভবেশকে দেখ্তে পেলাম না ; সে বুঝি আজ কলকাতায় গ্যাছে।

(পান লইয়া লীলার প্রবেশ)

দীননাথ। (বলেন্দ্রের প্রতি) পান খাও বাবা।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে—এ—এ—এ আমার জন্যে পান আনালেন! (রেকাবী হইতে পান লইয়া লীলার প্রতি) কেমন আছ—গায় আর বেদনা নেই ?

লীলা। এঁ্যা!——না।

বলেন্দ্র। (দীননাথের প্রতি) তবে আজ আসি—নমস্কার।

দীননাথ। এর মধ্যেই চল্লে ?

বলেন্দ্র। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি চাষীলোক আসে—তাদের একটু পড়াতে হয়।

দীননাথ। আহা, সেত খুব ভাল কাজ—তবে এসো বাবা—কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একবার এদিকে এসো।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে আস্‌ব বৈকি—তাহ্‌লে এখন যাই—

[বলেন্দ্রের প্রস্থান]

দীননাথ। লীলা, চল্‌ মা, খেতে যাই। মাধব এসে হুঁকোটুকো গুলো তুল্‌বে এখন।

[উভয়ের প্রস্থান]

(পায় কাদা মাখিয়া মাধবের প্রবেশ)

মাধব। দেহিছো, ছাগোলমুহো বক্‌নাডার রহোম্'ডা দেহিছো ? আমারে দে'হে এহেবারে ন্যাজ্‌ থিয়েএরে দোড়—এহেবারে কুণ্ডুরগে বাগানে। দিত্তো ধোরে খোয়াড়ে তো টেড্‌ডা পাতেন্‌ মণি! যাই, এ্যাহোন্‌ এগুনো সব ভিতরে রাহে আবার পায়ের কাদা টাদা গুলো ধুয়ে ফেলিগে, কিন্তু ঘাটেতে এই রাত্তিরি আর যাবো না—যে পিছোল হয়ছে! (চমকাইয়া) কি রে!—পায়ের এহান্‌ডা চু'লোচ্ছে ক্যান্‌রে! (পায়ে হাতদিয়া জোঁক তুলিয়া) দেহিছো—কতো বড়ো জোঁক লাগেছে দেহিছো !—আর রক্ত খাবার মানুষ পা'লে না ?—দেহে দেহে শেষকালে আমার রক্ত মিঠে নাগ্‌লো ? রও মণি—চুন দিয়ে সুদ শুদ্ধ রক্ত বার কোরে তোমারে যোমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠাচ্ছি !

[হুঁকা, মাঁদুর ইত্যাদি লইয়া মাধবের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বলেন্দ্রের দর-দালান : সময়—সন্ধ্যা।

(একদিকে তক্তপোষের উপর বলেন্দ্র আসীন, অপরদিকে ভূমিতে কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকযুবক ও বালকগণের পুস্তক ও শ্লেট পেন্সিল লইয়া পঠন ও লিখন।)

বলেন্দ্র। তুমি কি করছ?

কৃষক। আজ্ঞে এই অঙ্কটা কোসতে পারছিনে।

বলেন্দ্র। কই, কোনটা এইদিকে নিয়ে এসতো।

(কৃষকের অঙ্ক পুস্তক ও শ্লেটপেন্সিল লইয়া গমন।

কৃষক। আজ্ঞে—এইটে।

বলেন্দ্র। কি বল্‌ছে বেশ বুঝতে পেরেছ?—বল্‌ছে যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে চব্বিশ টাকার চা'লে একটী লোকের এক বৎসরের খোরাক হোত; কিন্তু এখন বাহাত্তর টাকার চা'ল কিন্‌লে তবে তার এক বৎসর চলে। এখন জানতে চাইছে যে, যদি প্রতিমাসে এক মোন করে চা'ল কেনে, তবে এখন চা'লের দর পূর্ব্বের চাইতে কত বেশী হ'য়েছে—বুঝলে?

কৃষক। আজ্ঞে হ্যাঁ—অনেক বেশী হয়েছে, বাহাত্তুরে দর হয়েছে!

বলেন্দ্র। হ্যাঁ, এটা খুব সহজ—তুমি আর একবার চেষ্টা করে দেখ।

কৃষক। যে আজ্ঞে। (নিজস্থানে উপবেশন)

(ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ)

বলেন্দ্র। নমস্কার, (উঠিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হয়—বসুন—(একজন কৃষকের প্রতি) ওরে, তামাক নিয়ে আয়।

ভট্টাচার্য্য। না—না—আমার জন্যে অত ব্যস্ত হতে হবে না, তামাক আর আনতে হবে না—নস্য আছে, তুমি বোস বাবা—বোস। (উভয়ের উপবেশন) এ যে দেখছি তুমি দিব্যি পাঠশালা খুলে দিয়েছ!

বলেন্দ্র। আজ্ঞে, এদের সন্ধ্যার সময় বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম থাকে না, আমারও এখন সময় আছে, তাই একটু পড়াই। নিজের ঘটে যদিও তত বিদ্যা নেই—তবুও যেটুকু জানি তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করে ওদের একটু শেখাই।

ভট্টাচার্য্য। আরে সেতো ভালই কর; বাস্তবিক আমি তোমার এই ব্যাপার দেখে ভারি খুসি হয়েছি। কি জান—এখন আমরাও বেশ বুঝতে পারছি যে সাধারণের শিক্ষাটা আমাদের দেশে বড় প্রয়োজন—তা না হলে আমাদের এ পোড়া দেশের উন্নতি হবে না।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে, সে কথা খুব সত্য, তবে কি জানেন—শুধু লেক্‌চারে আর চীৎকারে ওটা হয়না, যাঁরা একটু অবসর করে নিতে পারেন—চেষ্টা ক'ল্লে অনেকেই পারেন—তাঁদের উচিত, যাঁর যতটুকু ক্ষমতা, ততটুকু ক্ষমতা দেশের কার্য্যে নিয়োগ করা।

ভট্টাচার্য্য। ঠিক বলেছ বাবাজী—তবে কিনা, দেশের দিন দিন যে প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা হচ্ছে, তাতে অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা আর বাঙ্গালীর মনে ঠাঁই পাচ্ছে না। তখন বাঙ্গালীর জীবন মধুময় ছিল—এখন সে জীবন একটা হাহাকারে পূর্ণ হয়েছে!

বলেন্দ্র। আজ্ঞে, সেতো চোখের উপর দেখতেই পাচ্ছি। প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশের অবস্থা যে কি হয়েছে তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ্ এদের ভীষণ উপদ্রবের উপর আবার দুর্ভিক্ষ প্রায় প্রতি বৎসর দেখা দিচ্ছে! বর্ষায় বন্যা

এসে দেশ ভাসিয়ে দিয়ে—কৃষকদের এত পরিশ্রমের শস্য নষ্ট করছে! লোকে যে কি খেয়ে বাঁচবে তাই ভেবে আকুল—সমস্ত জিনিষ দুর্মূল্য! এদিকে উপার্জ্জনের রাস্তাও বন্ধ হয়ে আস্‌ছে—চাকরি মেলা দায়! কুড়ি-পঁচিশ টাকার জন্যে ভদ্রলোকে বিএ এমে পাশ করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এমন কি আজকাল যে সব ছাত্র—কত দুঃখে অর্থ সংগ্রহ কোরে সুদূর আমেরিকা, বিলেত বা জাপানে গিয়ে—প্রবাসের অশেষ ক্লেশ সহ্য করেও নানা বিদ্যা শিখে—কত আশায়, কত উৎসাহে দেশে ফিরে আসছে, তারাও—দেশের গুণে আর দশের অগ্রাহ্যে—নিরাশায় ভগ্নোৎসাহ হয়ে দিন কাটাচ্ছে!—এর চাইতে দেশের আর কি দুরবস্থা হতে পারে!

ভট্টাচার্য্য। দেশের ধনবৃদ্ধি করতে হলে একমাত্র উপায়—বাণিজ্য। শাস্ত্রে বলে,—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি, তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।"

বলেন্দ্র। বাণিজ্য ব্যবসায়ের মধ্যে বাঙ্গালীর আছে একমাত্র পাট, তাও প্রকৃত বাণিজ্য হিসাবে আমরা তার কিছুই করি না—চাষারা চাষ কোরে উৎপন্ন করে, আর তাই নিয়ে মহাজনরা সাহেবদের ঘরে ফোড়েমি করেন! আমাদের পাট নিয়ে প্রকৃত বাণিজ্য করছেন সাহেবেরা—তাঁরা আমাদের উৎপন্ন পাট দশ টাকায় খরিদ কোরে, শিল্প দ্বারা তাকে নানারূপ ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত কোরে আবার আমাদেরই দশ টাকার স্থলে হাজার টাকায় বিক্রয় কচ্ছেন—একেই বলে বাণিজ্য; নতুবা আমরা যা করি সে কেবল চাষ আর ফোড়েমি। বাণিজ্য করা আমরা বহুকাল ভুলে গেছি—অথবা আমাদের বাণিজ্য করবার এখন আর সে শক্তি নাই—যাঁদের কিছু আছে, তাঁরা সাহস করে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নাবেন না, তাঁরা কেবল থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় করেই সন্তুষ্ট!

ভট্টাচার্য্য। খাঁটি কথা বলেছ বাবাজী। আমাদের দেশের জমিদাররাই হচ্ছেন দেশের এক প্রকার রাজা, কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক—শুধু খাজনাটি আদায় নিয়ে। তাদের অভাব—অভিযোগে, সুখ—দুঃখে বড় একটা কান দেন না; কি করলে তাদের চাষ-আবাদের সুবিধা হয়—কি উপায়ে তাদের শারীরিক, নৈতিক উন্নতি হয়—সে দিকে তাঁদের ভ্রুক্ষেপও নেই; তাঁরা প্রতি বৎসর দেখেন—গত সন অপেক্ষা বর্ত্তমান সনে মহালে কত টাকা বেশী বা কত টাকা কম আদায় হল—কম হলেই নায়েব গোমস্তার সর্ব্বনাশ—আর বেশী হলে নিজের পৌষমাস!

বলেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাঁরা নিজেদের বিলাসিতা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তাই এখন জমিদারি ছেড়ে প্রায় সকলেই সহরে এসে বাস কচ্ছেন—তাঁরা এসকল সৎকাজ করবার অবসর পান না; তাঁদের মনের ধারণা এই যে, সংসারে কেবল আমোদ আহ্লাদ করে সময় কাটাবার জন্যেই তাঁরা জমিদার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন!

ভট্টাচার্য্য। হ্যাঁ বাবাজী—সে কথা খুব ঠিক। দেশের ধনাঢ্য এবং ক্ষমতাবান লোকের এসব বিষয়ে দৃষ্টি প'ড়লে অনেক উপকার হয় বটে, কিন্তু আজ লোকের ঘরে অন্ন নেই—খাবে কি? পয়সা তো আর চিবিয়ে খেতে পারে না—আর তাই বা কোথায়! সেকালের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সামান্য আয় থেকেও দোল দুর্গোৎসব করে বহু পরিবার প্রতিপালন করে গেছেন, তার কারণ—দেশের অন্ন দেশেই থাকতো, এত রপ্তানী হোত না—আহার্য্যও এত দুর্ম্মূল্য ছিল না, কাজে কাজেই এত দুর্ভিক্ষও হোত না। এখন লোকে ভিখারীকে এক মুঠো চা'ল দিতে হলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে—"হবে না গো—বাড়ীতে ব্যারাম—ফিরে দেখ!"

বলেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ রকম আমি অনেক দেখেছি।

ভট্টাচার্য্য। কি জান বাবাজী—যতদিন না আমাদের রাজার এ সব বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি প'ড়বে, ততদিন আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচ্‌বে না। রাজাই হলেন ঈশ্বরের প্রতিভূ—তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর চেষ্টায় আমাদের এই শুষ্ক তরুর ন্যায় দুঃস্থ দেশ আবার নতুন ফলফুলে ডালপালায় সুশোভিত হতে কতদিন লাগে! নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে এক সময়ে ঢাকায় এক দাম্‌ড়ী ক'রে চা'লের সের—অর্থাৎ টাকায় আট মণ চা'ল হয়েছিল—এই শুভ ব্যাপারের স্মরণার্থে—শায়েস্তা খাঁ ঢাকার পশ্চিম পার্শ্বে একটী তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করিয়ে তার উপরে দিব্য দিয়ে লিখে রাখেন যে—"যে রাজার সময়ে শস্ত এমন না হবে, তিনি যেন এ দ্বার উন্মুক্ত না করেন।" তারপর একবার সরফরাজ খাঁর আমলে, যশোবন্ত রায়ের চেষ্টায়, সে দ্বার দ্বিতীয়বার উন্মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই অবধি এ পর্য্যন্ত সে দ্বার তৃতীয়বার উন্মুক্ত কোরে পুণ্য সঞ্চয় করবার অধিকারী আর কেউ হলেন না! কোথায় এক টাকায় আট মণ চা'ল—আর কোথায় আট টাকায় এক মণ চা'ল!

বলেন্দ্র। কিন্তু দেশের বড়লোকদের—

ভট্টাচার্য্য। আবার বড়লোকদের কথা কেন বল বাবাজী? তাঁরা পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্বি বোসে খাচ্চেন—আর ইয়ারকী দিয়ে, ফূর্ত্তি কোরে দিন কাটাচ্ছেন! দেশেরলোক না খেতে পেয়ে মরুক আর বাঁচুক, তাতে তাঁদের কি বল!—তাঁদের কথা ছেড়ে দেও।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—ভুগতে ভুগছে মধ্যবিৎ আর নিম্নস্তরের লোকেরা। সত্যি কথা বলতে কি, এই মধ্যবিৎ গৃহস্থদেরই হেঁটেকাঁটা উপরে কাঁটা হয়েছে—তাদের না আছে বিষয় সম্পত্তি, না পায় একটা ভাল চাকরি, আর না পারে মোট বৈতে—আবার প্রকাশ্যভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও করতে পারে না!—তার উপর এক এক জনের এক একটা প্রকাণ্ড সংসার কাঁধে ঝুলচে! এখন বলুন দেখি—এদের উপায় কি?

ভট্টাচার্য্য। শুধু কি তাই, তার উপর সমাজে কতগুলি কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে দেখ—তাদের জ্বালায় তো সমাজ জ্বলে গেল! তার মধ্যে প্রধান হচ্চে—"বরপণ"।

বলেন্দ্র। আচ্ছা—বরপণটা আমাদের মধ্যে কি করে প্রচলিত হোল আপনি জানেন্ কি?

ভট্টাচার্য্য। বরপণপ্রথা পূর্ব্বে আমাদের ব্রাহ্মণকায়স্থের মধ্যে ছিল না, তখন কুলীনের কুলমর্য্যাদা ছিল—কোথাও নয় টাকা, আর কোথাও বা বার টাকা; আর কুলীনকে যদি ভঙ্গ করতে হল, তবেই বংশজদের কন্যাকে চলনসই বিষয় সম্পত্তি দিতে হোত। এখন যতই দাও—দেহি দেহি রব ততই বাড়চে। তার উপর যার ব্রাহ্মণ্যই নেই, সেই আবার কৌলীন্যের দাবী করে! যার মাথা নেই, সেই আবার মাথায় টোপর পরতে চায়, যত সব নির্লজ্জ্য বেহায়া! আবার এরাই হল সমাজের মাথা! এই সামাজিক কুরীতির ফলে সমাজের যে কি সর্ব্বনাশটা হচ্ছে—কন্যাদায়ে কত পিতার যে বাস্তু ভিটে বিকিয়ে যাচ্ছে—দুশ্চিন্তায় কত হতভাগার যে জীবনান্ত ঘটছে—কয়জনে তা দেখছেন? এই কুপ্রথা সমাজকে সমূলে বিনাশ না করে আর যাবে না।

বলেন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) উঃ—রাত প্রায় দশটা বাজে! (কৃষকগণের প্রতি) তোমরা তাহলে এখন বাড়ি যাও। তোমার সে অঙ্কটা হয়েচে?

কৃষক। আজ্ঞে না।

বলেন্দ্র। আচ্ছা—কাল হবে, কাল তোমরা একটু সকাল সকাল আসবে, কালকের ডাকে "কৃষক সমাচার" পাব, তোমাদের প'ড়ে শোনাব।

কৃষকগণ। যে আজ্ঞে।

[উভয়কে হিন্দুদের প্রণাম ও মুসলমানদের সেলামান্তে প্রস্থান]

বলেন্দ্র। ভাল কথা—আমার মাতুলম'শায় ভবেশের বিয়ে সম্বন্ধে কি বল্লেন ?

ভট্টাচার্য্য। সে আর বুঝতে পা'চ্ছ না ? বলি—তিনিও তো একজন বাঙ্গালী জমিদার, আর সকলে যা বোলে থাকে তিনিও তাই বল্লেন ! আজকাল—"যার যত নাই, তার তত খাঁই"—সে কথা আর খাটে না, এখন—"যার যত আছে, সে তত যাচে"—বুঝলে কিনা বাবাজী ! তোমার মাতুলেরও টাকা চাই, তবে তিনি আর সকলের চেয়ে সেরা কিনা, তাই যখন দেখলেন যে, মোটে দেড় হাজার টাকার বেশী আর পাবার সম্ভাবনা নেই—তখন বল্লেন—"আমি বড়লোক, আমার ঐ এক ছেলে, তায় বি-এ পাশ করেছে—কত জায়গা থেকে দশ পনর হাজার টাকা, এমন কি বিশ হাজার টাকারও সম্বন্ধ আসচে—আমি সামান্য দেড় হাজার টাকা নিয়ে ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না। মেয়েটি সুন্দরী ছিল বলেই পাঁচ হাজারে রাজি হয়েছিলাম—তা ডাকাতে টাকা নিয়ে গিয়েছিল, আর মেয়েটাকেও তো নিয়ে গিয়েছিল—শুনচি ও মেয়ের আর এখন জাত নেই।"—বুঝলে কিনা বাবাজী ! এই শুনে—দীননাথ তাঁকে ছুই চার কথা শুনিয়ে দেয়, তাতে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে শাসিয়েছেন যে—দীননাথকে একঘোরে করবেন—তার মেয়ের নামে ছুর্নাম রটাবেন—আর তাকে কে বিয়ে করে তাও তিনি একবার দেখে নেবেন !—এখন বুঝতে পাল্লে কিনা বাবাজী, উপকার করবার ইচ্ছা নেই—কিন্তু অপকার করতে মুক্তহস্ত !

বলেন্দ্র। ছিঃ—ছিঃ ! কি নীচ প্রবৃত্তি—মানুষ এতদূর অধঃপাতে যেতে পারে !——আপনিও সেখানে গিয়েছিলেন নাকি ?

ভট্টাচার্য্য। হ্যাঁ—কিন্তু বাবাজী, আর কখন তোমার মামারবাড়ীর চৌকাটও মাড়াচ্চি না।

বলেন্দ্র। আমিও বহুকাল সে মুখো হইনি।

ভট্টাচার্য্য। উঃ—কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল—কিন্তু বাবাজী—আসল কথাটাই তোমাকে এখনও বলা হয় নি।

বলেন্দ্র। কি কথা বলুন।

ভট্টাচার্য্য। কথাটা হচ্চে এই—এখন দীননাথের কন্যার যা হয় একটা উপায় কর—যে রকম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে একটী সুপাত্র পাওয়া বড়ই দুর্ঘট! এখন তোমাকে বাবাজী—এই কার্য্যটী করতে হবে।

বলেন্দ্র। কি কার্য্য আদেশ করুন—প্রাণপণেও যদি তাঁদের সামান্য উপকার করতে পারি তাতেও আমি প্রস্তুত।

ভট্টাচার্য্য। (ঈষৎ হাস্যে) না, প্রাণপণ করতে হবে না বাবাজী, এখন তোমাকেই বরপণ গ্রহণ করতে হবে।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে—আমার এই অবস্থা—তার উপর——

ভট্টাচার্য্য। ও তার উপর টুপর এর মধ্যে নেই। তোমার অবস্থা আমরা সকলেই জানি, তুমি কি বংশের সন্তান তাও আমাদের অবিদিত নেই। আজই না হয় তোমার দুর্দ্দিন—এককালে তোমাদেরই আশ্রয়ে আমরা এ গ্রামে এসে বাস করি—যাক, সে অনেক কথা—এখন কি বল?

বলেন্দ্র। আজ্ঞে—আপনারা যা আদেশ করবেন—তবে মায়ের অনুমতি সাপেক্ষ্য।

ভট্টাচার্য্য। সে আমি কালকে তাঁকে বোলব। তোমার মত্ হলেই হোল। এখন তবে আমি চ'ল্লাম—(উঠিয়া) অনেক রাত হয়ে গেছে—আমার হারিকেন্‌টা ?— এই যে——

[হারিকেন্ লণ্ঠন লইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রস্থান]

বলেন্দ্র। এঁ্যা—লীলা কি আমার হবে?—এ সত্য না স্বপ্ন! তাইতো—ভট্ চার্য্যিম'শায়কে একটা নমস্কার করতেও ভুলে গেলুম—ছিঃ ছিঃ——

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। বড়্দা—মামিমা কখন থেকে ভাত নিয়ে রান্নাঘরে বোসে আছেন।

বলেন্দ্র। ভট্চায্যিম'শায় এসেছিলেন কিনা—সেই জন্যে এতক্ষণ যেতে পারিনি। আচ্ছা—কমলা, আজ বুঝি বিকেলে লীলাদের বাড়ী গিয়েছিলি ?

কমলা। হ্যাঁ, তুমি বড়্দা—দাদাকে বোলোনা।

বলেন্দ্র। না বোলব না। আচ্ছা—লীলার সঙ্গে তুই খেলা করিস্ বুঝি ?

কমলা। (ঘাড় নাড়িয়া) হুঁ উঁ——

বলেন্দ্র। লীলা তোকে খুব ভালবাসে ?

কমলা। হ্যাঁ, আমিও লীলাকে খুব ভালবাসি, সকলেই লীলাকে ভাল বাসে। মামিমা বল্ছিলেন বড়দা—যে——

বলেন্দ্র। যে কি ?

কমল। যে—লীলার সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হোত——

বলেন্দ্র। এঁ্যা—মা বলছিলেন—কখন বলছিলেন ?

কমলা। এই একটু আগে।

বলেন্দ্র। আচ্ছা—তাহলে তুই কি করিস্ ?

কমলা। আমার তাহলে ভারি আহ্লাদ হয়—আমি সমস্ত দিন তার সঙ্গে বেশ খেলা করি। কিন্তু বড়দা—তুমি কি লীলাকে বিয়ে করবে ?

বলেন্দ্র। কেন বল্ দেখি ?

কমলা। শুন্‌ছি, তার আর বিয়ে হবে না।

বলেন্দ্র। বিয়ে হবে না কেন রে ?

কমলা। তাকে যে ডাকাতে ধোরে নিয়ে গিয়েছিল।

বলেন্দ্র। তাতে কি হয়েছে ?

কমলা। লোকে বলছে—তার জাত নেই। হ্যাঁ বড়দা, সত্যি কি তার জাত নেই ?

বলেন্দ্র। দূর পাগলি !

কমলা। তবে তুমি তাকে বিয়ে করবে ?

বলেন্দ্র। তুই কি বলিস্ ?

কমলা। হ্যাঁ বড়দা—তুমি বিয়ে কর।

বলেন্দ্র। তুই তো বল্লি—কিন্তু সে যদি আমাকে বিয়ে না করে ?

কমলা। সে আবার করবে না কেন—সে নিশ্চয় করবে। তাহলে আমি—মামিমাকে বলি ?

বলেন্দ্র। তুই যে একেবারে খেপে গেলি ?

কমলা। না—তা হবে না—আমি মামিমাকে ঠিক বোলব।

বলেন্দ্র। কি বোলবি ?

কমলা। কেন—বোলব যে, লীলাকে বিয়ে করতে বড়দাদার মত্ আছে।

বলেন্দ্র। আমার মত্ আছে কখন তোকে বল্লুম ?

কমলা। বল্লে না ?

বলেন্দ্র। চল্—চল্—এখন খেতে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

কমলপুর,—ভবেশের বৈঠকখানা।

(ভবেশের হারমোনিয়াম বাজাইয়া গীত)

আমি—কেমনে ভুলিব সে মুখখানি,
হৃদয় পরতে আঁকা।
ওগো—সে নাম আমি কেমনে ছাড়িব,
তুইটি আখরে লেখা।
যদি—পাবনা তারে বিধি, কেন দেখালি
সে ছুটি নয়ন বাঁকা।
সেত—শুধু নয়নের নহে সে আমার
হিয়ার মাঝারে দেখা।
ওগো—সে নাম ছাড়িলে সে মুখ ভুলিলে
কি লয়ে থাকিব একা!

ভবেশ। আহা—কেমন করে সেই মুখখানি ভুলব! সে যে আমার হৃদয়ের প্রতি অণু পরমাণুতে আঁকা রয়েছে, ওঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) সেই মুখখানি, আহা কেমন করে বোলব কেমন সেই মুখখানি; সে কি মধুর—কি নয়নানন্দকর! বিধাতা—কেন তুমি তাকে এত সুন্দর করে গ'ড়েছিলে?—যদি পাবনা তবে কেন তার সেই কোমল আঁখি ছুটি আমায় দেখিয়েছিলে? না—ভুলতে পারবো না—কিছুতেই সে মুখ ভুলতে পারব না। "লীলা"—আহা নামটিও কেমন মিষ্টি! এই নাম আর

সেই মুখ ভুলতে হলে কি নিয়ে আমি থাকব—আমি যে পাগল হয়ে যাব! পণ্ডিতরা বলেন যে—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" কিন্তু তা কৈ? আমি যে তাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবছি—সে মুখখানি যে আমার চোখের সামনে দিবারাত্র—শয়নে স্বপনে—ভেসে বেড়াচ্ছে! আমার আশা—আমার আকাঙ্ক্ষা—মিটলো কৈ? উঃ—কালকে এতক্ষণ আমার আশার প্রদীপ একেবারে নিবে যাবে! আমার লীলা কালকে বলুদাদার হবে! উঃ—একথা ভাবতেও প্রাণ ফেটে যায়! তবে আছে—একটু—একটু তৃপ্তি আছে—বলুদাদার সঙ্গে বিয়ে হলে, আমি সে মুখখানি আবার দেখতে পাব—শুধু চোখের দেখা দেখতে পাব—সেই আমার যথেষ্ট—অনেক!

(দুনির প্রবেশ)

দুনি। ভবেশ—ভাই, তাড়াতাড়ি কিছুতেই আসতে পারলুম না; জানতো—কর্ত্তাম'শার কাছে একবার গিয়ে প'ড়লে আর সহজে নিস্তার নেই!—অনেক কথা হোল।

ভবেশ। নতুন কোনও কথা হোল নাকি?

দুনি। আরে রাম বল—সেই একই বুলি—তবে নতুনের মধ্যে—আজ উইলের কপি দেখালেন।

ভবেশ। উইল তৈরি হয়ে গেছে নাকি?

দুনি। হ্যাঁ খশড়া তৈরি হয়েছে, তবে রেজিষ্ট্রীর এখন দেরি আছে।

ভবেশ। উইলে কি দেখলে?

দুনি। ঐ সেই কথাই—যে, তুমি যদি বিয়ে না কর, তবে সমস্ত সম্পত্তি—দেবত্র, তুমি মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাত্র হাত খরচ পাবে!

ভবেশ। সে সব যাক—তুমি সে কথাটা বলেছিলে কি?

দুনি। কোন কথাটা?

ভবেশ। বাঃ! তাহলে তুমি আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছ বুঝি?

ঢুনি। ওঃ—সেই কথা? আমি ভুলে যাবার ছেলেই বটে! বল্লুম বই কি—বল্লুম যে, এখনও তো লীলার বিয়ে হয় নি—ভবেশ তো বিয়ে করতে অমত করছে না, তবে সে লীলাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না—তারই সঙ্গে দিন না।

ভবেশ। (সাগ্রহে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাতে বাবা কি বল্লেন?

ঢুনি। তিনি বল্লেন যে, সে হতেই পারে না—দীনচাটুয্যে তাঁকে অনেক গালাগালি দিয়েছে—সে কিছুতেই হবে না; আর আজ বাদে কাল সে মেয়ের তো বিয়ে হয়েই যাচ্ছে: তা ছাড়াও তিনি বল্লেন যে—যদি তুমি তাঁর অমতে সেই মেয়েকে বিয়ে কর—তবে ঐ পঞ্চাশটি টাকাও আর তুমি পাবে না।

ভবেশ। চাইনে আমি টাকা। (একটু পরে) ঢুনিদা—ভাই, তুমি আজকে আবার চাটুয্যে ম'শায়ের কাছে এখুনি যাও, তাঁকে ভাল করে বল গিয়ে যে, ভবেশ—তার পিতার অমতেও—লীলাকেও বিয়ে কর্ত্তে প্রস্তুত—বুঝলে? বলবে যে—সে লীলাকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না।

ঢুনি। আচ্ছা ভবেশ—তুমি কি পাগল হলে? সেদিনও তোমার কথা মত একবার গেলুম—কিন্তু এ কথা পেড়ে আমায় অপমান হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে: আজ তার গায়হলুদ—কাল বলেনের সঙ্গে বিয়ে, আর এখন আমি সেখানে গিয়ে বলি যে—ভবেশের সঙ্গে বিয়ে দিন—তাহলে এবার আমাকে ঢু'ঘা মেরেই বোসবে!

ভবেশ। (হতাশ ভাবে) এ্যাঁ—ঢুনিদা, তবে কি হবে? তবে তো লীলা আমার হল না!

ডুনি। তুমি যে ভাই—আমার কথাই শোন না—তা আর আমি কি করব বল! গোড়া থেকে যদি আমার কথামত কাজ কত্তে, তা হলে কি এমনটা হোত! এখনও যদি আমার কথামত কাজ কর, তবে এখনও আমি বলছি—লীলাকে আমি পাইয়ে দিতে পারি। অবশ্য তাকে বিয়ে করতে আর পারবে না—বিয়ে তো কাল হয়েই যাচ্ছে।

ভবেশ। বিয়ে করতে পারবো না—অথচ লীলাকে পাইয়ে দেবে—এ কি কথা বোলছ ভাই ?

ডুনি। এটাও বুঝ্‌তে পাল্লে না? বলি—তোমার তো লীলাকে পাওয়া নিয়ে কথা ?

ভবেশ। ও বুঝেছি—ছিঃ ডুনিদা, তুমি আমায় এতই নীচ ঠাওরালে ?

ডুনি। না না, ওটা ভাই, ভুলে বলে ফেলেছি—তুমি কিছু মনে করনা, তবে কি না এই বল্‌ছিলুম যে, এও না ওও না তবে কি করব বল? দাঁড়াও—আমি ওঘর থেকে আসছি।

[ডুনির প্রস্থান]

ভবেশ। হায়—এত টাকা থাকৃতে, বাবা তাঁর একটী মাত্র পুত্রের সুখের জন্য—ঐ সামান্য পাঁচ হাজার টাকার লোভ ছাড়্‌তে পাল্লেন না!

(গেলাসে মদ্য লইয়া ডুনির প্রবেশ)

ডুনি। এই নাও ভবেশ, খাও—এইটে ঢক্ করে খেয়ে ফেল দেখি।

ভবেশ। না ডুনিদা—মদ আর খাবনা, ওর Reactionটা বড় সাঙ্ঘাতিক—Unbearable—আমার বড় ভয় করে!

ডুনি। আরে খেয়ে ফেল তো—এত কষ্ট করে নিয়ে এলুম—নাও ঢক্‌করে খানিকটা গিলে ফেল—একবার পেটে গেলে—প্রাণের জ্বালা সব জুড়িয়ে যাবে।

ভবেশ। আচ্ছা—কৈ দাও—আজকে খাব, কিন্তু আর কখনও খাব না, আর আমায় Request কর না।

(গেলাস লইয়া ভবেশের অল্প মদ্যপান)।

ডুনি। (স্বগত) না বাবা, দিনকতক বাদে আর আমায় খাও খাও করে খোশামোদ করতে হবে না, তখন ওই আমায় দাও দাও করে বিরক্ত করবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ভবেশ, তুমি নেহাত নির্ব্বোধের মত কাজ করছ কেন ভাই—লীলাকে তো আর পাচ্ছ না— সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের বিষয় সম্পত্তিও হারাচ্ছ কেন ?

ভবেশ। তা আমি আর কি করব বল। বাবা আমার উপর অন্যায়রূপে নির্দ্দয় হচ্ছেন! উঃ—ডুনিদা, আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন—তাহলে কি বাবা আমার উপর এতটা নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারতেন ? ডুনিদা—যার মা নেই—জগতে তার কিছুই নেই! (ক্রন্দন)

ডুনি। ভাই—কেঁদনা। দেখ, আমারও তো মা নেই—তোমার তো তবু বাপ আছেন—আমার যে ভাই, তাও নেই—জগতে নিজের বলতে কেউ বা কিছুই নেই—থাকবার মধ্যে আছে ঐ এক অভাগিনী ভগ্নী, আমায় তার ভাবনা যদি ভাবতে না হোত—তবে এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে কোন পর্ব্বত গুহায় চলে যেতুম।

ভবেশ। (সাগ্রহে) ডুনিদা—যাবে ?—সন্ন্যাসী হবে ?

ডুনি। (স্বগত) এই রে! আবার সন্ন্যাসীর কথাটা কেন বল্লুম! (প্রকাশ্যে) তুমি ভাই—কি দুঃখে যাবে ? তোমার এত বিষয় সম্পত্তি, তুমি কি দুঃখে সন্ন্যাসী হবে ?

ভবেশ। বিষয় সম্পত্তিতে সুখ-শান্তি কোথায় ডুনিদা!—আর সেও তো ব্যবস্থা হয়ে গেছে—মাসে পঞ্চাশটা টাকা মাত্র! (মদ্যপান)

ভুনি। কিন্তু সে তো তোমার নিজের হাতে। ভবেশ—ভাই, আমি বলছি তুমি বিয়ে কর—আমার কথা রাখ ভাই।

ভবেশ। কি—বিষয় সম্পত্তির লোভে বিয়ে করব ?

ভুনি। আচ্ছা—বিষয় সম্পত্তির জন্যে বিয়ে না কর—অন্ততঃ পরোপকারের জন্য বিয়েটা করে ফেল।

ভবেশ। পরোপকারের জন্য বিয়ে করব—সে কি রকম ?

ভুনি। যদি ভাই, গরীবের কথা রাখ—তবে বলি।

ভবেশ। কি কথাটাই শুনি না।

ভুনি। তুমি বল যে—রাখবে ?

ভবেশ। আচ্ছা—যদি রাখবার মত হয়—তবে নিশ্চয় রাখব।

ভুনি। ভাই—একটী মাত্র ভগ্নী ব্যতীত ত্রিসংসারে আমার আপনার বলবার কেউ নেই—সেই অভাগিনীর একটা কিনারা করতে পারলে, ব্যাস—আমার ছুটী ; তাই বলছিলুম ভাই, অন্ততঃ আমার উপকারের জন্যে তুমি আমার ভগ্নী কমলাকে বিবাহ কর।

(ভবেশের নিরুত্তরে মদ্যপান)

ভুনি। ভবেশ—কি ভাবছ ? আমার কথার জবাব দাও, আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি ভাই—আমায় ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার কর। আমার কিছু নাই—আমি সুপাত্র কোথায় পাব ? আমি কখন তোমার কাছে কিছু চাইনি,—এই আমার প্রথম অনুরোধ—প্রথম ভিক্ষা।

ভবেশ। ভুনিদা—ওঠ, ভাল হয়ে বোস। (ভুনির তথাকরণ) শোন ভুনিদা—জীবনে কখনও কোন ব্যক্তিকে, তার প্রার্থিত জিনিষ না দিয়ে প্রত্যাহার করেছি বলে মনে পড়ে না। কি জানি কেন—আমার কি রকম দুর্ব্বলতা—আমি কাকেও 'না' বলতে পারি না।

তুনি। (স্বগত) কি বাপের—কি ছেলে!

ভবেশ। কিন্তু তুনিদা—তুমি সমস্তই জান—আমার মনের অবস্থা তোমার অবিদিত নাই; আমার সঙ্গে কমলার বিয়ে দিলে তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হবে—চির জীবনটা তাকে কষ্ট পেয়ে কাটাতে হবে! তাই বলছি তুনিদা—আমায় ক্ষমা কর।

তুনি। তোমার হাতে আমার আদরের কমলকে দিলে—সে যদি কষ্ট পায়—পা'ক্! কষ্টের মধ্যেও সে সুখ খুঁজে নেবে, তার অদৃষ্টে যদি কষ্ট থাকে তবে কেউ তা খণ্ডন করতে পারবে না। তুমি আমায় প্রত্যাহার কোর না—বড় আশা করে আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি।

(নিঃশেষ করিয়া ভবেশের মদ্যপান)

কি ভাবছ ভাই? আমার কথাটার একটা জবাব দাও। আর দেখ—লীলাকে তো আর পাচ্ছ না—আবার, বিয়ে না করলে বিষয় সম্পত্তিও হারাচ্ছ—তার চেয়ে ভাই, যদি কমলকে বিয়ে কর—তবে তোমার এই গরীব তুনিদাও উদ্ধার হয়ে যায়। ভবেশ—আর আমাকে সংশয়ে রেখ না—গরীবের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ভবেশ। (স্বগত) একটা অবলম্বন চাই—নতুবা প্রাণের এই অদম্য কামনা কেমন করে দমন করব! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা—তুনিদা—তবে তাই হবে—আমি তোমার অনুরোধ প্রত্যাহার করতে পারলুম না। আমি আজকে এখনি কল্‌কাতায় যাবার বন্দোবস্ত করতে চল্লুম, তুমি বাবাকে সমস্ত বলে আমায় চিঠি লিখলেই—আমি এসে তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করব।

[প্রস্থান]

ভুনি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাবা—কোন্ মন্ত্রে কি সাপ বশ হয়, ভুনি তা খুব ভাল জানে। অমন করে কাঁদুনি না গাইলে—আর অমন লাল পানি না ঢাল্‌লে কি ভবেশের মন ভেজে! যাক্—মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে! আমি এক একবার মনে কচ্ছিলুম—বলি যাঃ—বুঝি গেল—সব ফোস্‌কে গেল—এত চট্‌পট্ কথাটা পেড়ে ভাল কল্লুম না, কিন্তু এত সহজে রাজি হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি, দেখছি ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন! রাস্তা ক্রমশই সাফ্ হয়ে আসছে, বাবা—ভুনির দৌলতের রাস্তা ক্রমশই সাফ্ হয়ে আসছে! মাছে টোপ গিলেছে—এখন খেলিয়ে তুলতে পাল্লেই হল। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু—বুড়োর পাল্লায় প'ড়ে কালকে বলেনের বিয়ে ভাঙ্গার ফন্দিটা করে বড় ভাল করি নি। বুড়োকে এত বল্লুম যে—কাজ নেই, কিন্তু বুড়োর যে কেমন গোঁ বলে—আমি এত বড় জমিদার—আমি যখন মুখে শাসিয়েছি—তখন কাজেও করা চাই। কি করি—বুড়োর মন রাখবার জন্যে তাইতো হাজীগঞ্জ থেকে দুই চারজন মুসলমান প্রজা ডাকিয়ে এনেছি। যাই—প্রজাগুলোকে সব বেশ করে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখিগে। বুড়ো আমার জন্যে হাঁ করে বোসে আছে। এবারে যা মৎলব এঁটেছি—তাতে দীনচাটুয্যের চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ! (দাঁড়াইয়া গালে হাত দিয়া) উঃ—এখনও ব্যাথা আছে, ভুলোবাগ্দী শালা আচ্ছা টাকার ভাগ দিয়েছে—শালার ঠ্যাঙ্গাড়ে হাত কি শক্তরে বাবা—যেন লোহা! সেই হাতে একেবারে বিরাশি সিক্কে ওজনে এক চড়! না বাবা—সকলের সঙ্গে পারা যায়—কিন্তু এই গোঁয়ার ছোটলোকগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠবার যো নেই!

[ভুনির প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

দীননাথের বাটী—বিবাহ প্রাঙ্গন।

(নিমন্ত্রিত ভদ্রাভদ্র ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সমাবেশ। হুঁকা হস্তে ভট্টাচার্য্যের কার্য্য পরিদর্শন, নূতন রঙ্গীন বস্ত্র পরিয়া মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) ঠাহুর, আমি বর আগোয়ে আনতি চল্লাম।

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা যাও। (অন্যকে) মাধবের আর বিলম্ব সইচে না।

জনৈক যুবক। ও মাধব—আজ যে তোমার ভারি বাহার!

মাধব। আরে—তুমি কি রহম নোক, পাছে ডাহ ক্যান?

ভট্টাচার্য্য। ওকে এখন কেউ ডেক না বাপু—তুমি যাও মাধব, দুর্গানাম করে বেরিয়ে পড়—কোনও চিন্তা নেই।

মাধব। (উর্দ্ধকরে প্রণামান্তে) দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! ভাইডি, বাহার দেবার কথা কোচ্ছিলে?—তা বাহার দেব না ক্যান? আজ আমার দিদিমণির বিয়ে, আজইতো বাহার দেবার দিন!

(নৃত্য ভঙ্গীতে মাধবের গীত)

আজ—বাহার দেবার দিনরে আমার
বাহার দেবার দিন।
আজ—আমার দিদিমণির বিয়ে হবে
তাগ্ ধিনা ধিন্ ধিন্॥

সকলে। বাঃ মাধব—বেশ—বেশ! (সকলের হাসা)

[মাধবের প্রস্থান]

ভট্টাচার্য্য। আরে এই যে—দেওয়ানজী! বেশ—আজ তুমি সমস্ত দিন ছিলে কোথায় ?

(তারিণীর প্রবেশ)

তারিণী। একটা জরুরী মোকদ্দমার জন্যে একবার জেলায় যেতে হয়েছিল—সেইজন্যে ও বেলায় আসতে পারি নাই।

ভট্টাচার্য্য। আমরা মনে কল্লাম, (জনান্তিকে) তোমার মনিব হরগোবিন্দ চৌধুরী বুঝি তোমায় আসতে দিলে না।

তারিণী। আরে না নাঃ! আর এখানে আসতে আমি তার বারণই বা শুনবো কেন ? তার চাকরি করি বলে সেতো আর আমার মাথা কিনে রাখেনি। কৈ—তোমরা যে আশঙ্কা করছিলে সেরকমটা তো কিছুই দেখছি না ?

ভট্টাচার্য্য। না—সকলেই তো দেখছি উপস্থিত হয়েছেন। (উচ্চৈস্বরে) ওরে—তামাক নিয়ে আয়, এদিকে দেওয়ানজীকে তামাক দে। বোস খুড় বোস।

তারিণী। বসছি—কৈ দীননাথ কোথায় ?

ভট্টাচার্য্য। সে একবার অন্দরের দিকে গেল, বেচারা সমস্ত দিন উপবাস করে যে রকম পরিশ্রমটা কচ্ছে—আশ্চর্য্য!

তারিণী। আহা—তা করবে না! একটী মাত্র মেয়ে—আর মেয়েও তো নয় যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা! হ্যাঁ—তা লগ্ন ক'টার সময় ?

ভট্টাচার্য্য। একটা লগ্ন আছে রাত সাড়ে নয়টা থেকে এগারটার মধ্যে—এই লগ্নেই বিবাহ হবে, আর একটা আছে রাত তিনটের পর—সেইটেই অতি উত্তম সময়, কিন্তু বড় বেশী রাত হয়ে যাবে বলে সেটাতে এরা কেউ মত করলে না।

তারিণী। তা ভালই হয়েছে। বর আসবে কখন ?

ভট্টাচার্য্য। এই এসে পড়লো বলে, বাড়ী থেকে অনেকক্ষণ যাত্রা করেছে। (নেপথ্যে নানাবিধ মুসলমানি বাদ্য নির্ঘোষ) ঐ আসছে বুঝি—না না—ও আবার কি, ও বাজনা কিসের ?

তারিণী। ও মুসলমানদের বর যাচ্ছে। আসবার সময় দেখি, হাজীগঞ্জ থেকে বিস্তর মুসলমান বরযাত্রী—ভারি ধূম করে বর নিয়ে এই দিক দিয়ে নওগাঁয় যাচ্ছে।

সকলে। আরে বর আসছে—বর আসছে ! (সকলের বহির্গমনোপক্রম)

ভট্টাচার্য্য। আরে না না—ও আমাদের বর নয়—ও হাজীগঞ্জের মুসলমানদের বর যাচ্ছে।

একজন। ওরে ভারি ঘটা করে যাচ্ছে—চল্ চল্।

[অনেকের প্রস্থান]

(দীননাথের প্রবেশ)

দীননাথ। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) ও কিসের বাজনা ?

ভট্টাচার্য্য। ও হাজীগঞ্জের মুসলমানদের বর যাচ্ছে।

দীননাথ। এই যে—দেওয়ানজী !—এত দেরি ?

ভট্টাচার্য্য। ওঁর জরুরী মোকদ্দমা ছিল বলে জেলায় গিয়েছিলেন।

দীননাথ। আমরা তো অন্য রকম মনে করেছিলাম।

ভট্টাচার্য্য। না না—সে সব কিছু নয়।

দীননাথ। তা দেওয়ানজী—এ তোমারই ঘর বাড়ী—একটু দেখে শুনে যাতে কার্য্যটা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়——

তারিণী। সেজন্য তোমায় অত করে বলতে হবে না—দীননাথ।

দীননাথ। কৈ—ওরা যে বড় দেরি করছে !

ভট্টাচার্য্য। অত ব্যস্ত হও কেন—এখনি আসবে।

দীননাথ। ওকি—ওরা অত ব্যস্ত হয়ে আসছে কেন ?

(ব্যস্ত হইয়া দুইজন লোকের প্রবেশ)

দীননাথ। কি হয়েছে—ব্যাপার কি ?

১ম ব্যক্তি। মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের ভয়ানক দাঙ্গা বেধেছে।

দীননাথ। কি রকম—কি নিয়ে দাঙ্গা বাধলো ?

২য় ব্যক্তি। আমরা বর নিয়ে আসছি আর——

১ম ব্যক্তি। আর ওরাও এদিক থেকে বর নিয়ে যাচ্ছে—এই তারপর রাস্তা নিয়ে ঝগড়া——

২য় ব্যক্তি। তুনিবাবু তাদের কিছুতেই রাস্তা ছেড়ে দেবে না—কথায় কথায় হাতাহাতি—দেখতে দেখতে লাঠালাঠি !

১ম ব্যক্তি। তারা লোক অনেক ছিল—তাদের মধ্যে অনেকেই হাজীগঞ্জের বাছা বাছা লেঠেল—আমাদের এরা সব পারবে কেন ? আমাদের বরকে শুদ্ধ মারতে লাগলো—তাই না দেখে মাধব——

দীননাথ। এঁ্যা—বরকে মেরেছে ?

২য় ব্যক্তি। আজ্ঞে হঁ্যা—দেখলুম—তাদের যত ঝোঁক ঐ বরের উপর।

ভট্টাচার্য্য। কি সর্ব্বনাশ !

দীননাথ। ভট্চায—তুমি এদিক দেখো—আমি একবার যাই।

ভট্টাচার্য্য। পাগল নাকি—তুমি এ সময় কোথায় যাবে ? দেখ কি হয়——

দীননাথ। দেখব আর কি, ব্যাপার বুঝতে পারছ না ?—এ সমস্তই হরগোবিন্দ চৌধুরীর চক্রান্ত।

ভট্টাচার্য্য। তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তা তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে ?—মাধব গেছে, বলেনও নির্ব্বোধ নয়, এদিক ফেলে এখন কোনক্রমে তোমার যাওয়া সঙ্গত নয়।

তারিণী। তোমাদের কারও যাবার আবশ্যক নাই—আমি যাচ্ছি। হাজীগঞ্জের প্রজারা আমার বিশেষ বাধ্য—আমি সহজেই তাদের নিরস্ত করতে পারব।

ভট্টাচার্য্য। হ্যাঁ—তাও তো বটে! তাহলে তুমি যাও দেওয়ানজী—শীগ্‌গির যাও—দেরি কোর না।

[তারিণীর দ্রুত প্রস্থান]

(জনৈক আগন্তুকের বেগে প্রবেশ)

আগন্তুক। জল—শীগ্‌গির এক ঘটী জল নিয়ে আসুন—মাধবের মাথা ফেটে গেছে——

দীননাথ। এ্যাঁ! মাধবের—মাধবের মাথা ফেটে গেছে—কোথায় সে?

আগন্তুক। ঐ যে—তাকে দুজনে ধরে এদিকে আনছে।

দীননাথ। মাধব—মাধব——

(দুই ব্যক্তির আহত মাধবকে ধরিয়া প্রবেশ)

মাধব। কত্তাবাবু—আমি আর পাল্লাম না—(পতন)

ভট্টাচার্য্য। জল, জল নিয়ে এস—তোমরা ওর মাথায় জল দিয়ে—ঘাস থেঁতো করে তাই দিয়ে মাথাটা বেঁধে দেও—রক্তপড়া বন্ধ হবে।

(এক ব্যক্তির জল ও ঘাস থেতো করিয়া আনয়ন ও মাধবের শুশ্রূষা)

দীননাথ। ভট্‌চায—এযে গুরুতর ব্যাপার!—বলেনের সংবাদ কি?

১ম ব্যক্তি। বলেনবাবুও জখম হয়েছেন।

২য় ব্যক্তি। তাঁকে ভুনিবাবু ধরে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বিস্তর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি কোনমতেই গেলেন না।

দীননাথ। এ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!

ভট্টাচার্য্য। হরগোবিন্দ চৌধুরীতো স্পষ্টই বলেছিল যে—লীলার বিয়ে সে কিছুতেই হতে দেবে না—তোমায় একঘোরে কোরবে তবে

তার সুনিদ্রা হবে—তুমি কিনা তারপর তারি আপন ভাগ্নের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে, এতে যদি নিজের ভাগ্নেকে জন্মের মত শমনভবনে পাঠাতে হয়—তাতেও পাপিষ্ঠ একটুও কাতর নয়! যাক্ সে সব কথা, (১ম আগন্তুকের প্রতি) হ্যাঁরে—তোরা বলেনকে কি রকম দেখে এলি, আসতে পারবেতো?

১ম ব্যক্তি। আজ্ঞে—অবস্থা ভাল না—এসে যে আবার বিয়ে কত্তে পারেন—এমনতো মনে হয় না।

দীননাথ। ভট্‌চায্—এখন উপায়?

জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাইত দীননাথ, বলি—এখন কি করবে স্থির কচ্ছ?—লগ্নতো হয়ে এলো।

দীননাথ। আজ্ঞে—শুনলেনতো বর এখন আহত অবস্থায়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ—তা শুনেছি বৈকি, সেই কারণেই তো বলছি যে, লগ্নতো হয়ে এলো—আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, আভ্যুদয়িক হয়ে গেলে কন্যাকে সেই রাত্রেই সম্প্রদান করতে হয়, তা এখন কন্যাকে পাত্রস্থ করবার কি ক'চ্ছ বল?

দীননাথ। এখন অন্য পাত্র আর কোথা পাই?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। যেরূপে হোক এখনি সংগ্রহ কর।

দীননাথ। এই রাত্রে পাত্র আর কোথা পাব?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। পাত্রের অভাব কি—অনুসন্ধান করলেই পাবে।

ভট্টাচার্য্য। তর্কালঙ্কার ঠাকুর—পাত্র যদি ঘটী, বাটী, থালা গেলাসের মত কিছু একটা হোত তবে খুঁজে বার করা কঠিন হোত না—তুমিই একটা খুঁজে দেও না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কেন—ঐ বলেনের মামাত ভাই ভুনির সঙ্গেই দিয়ে দেও না——

দীননাথ। কখনই না—আমাকে যদি একঘোরেও হতে হয় সেও ভাল—তবুও ও নেশাখোরটার সঙ্গে কখনই আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কি—তুমি আমায় নিমন্ত্রণ করে এনে অপমান করলে ?

ভট্টাচার্য্য। বলি তর্কালঙ্কার ঠাকুর—চটো কেন, এতে আর তোমার অপমানটা কয়া হোল কিসে ? আর এখন পাত্র পাত্র করেই বা উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন ?—আগে বলেনের অবস্থাটা কি দেখ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হ্যা—অবস্থাটা কি ! আমি বলেনের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেছি—আর আমি জানি না ? দীননাথের কন্যার খুব বরাত জোর—তাই লগ্নের দুদণ্ডের পূর্ব্বেই হয়ে গেল।

(আহত বলেন্দ্রকে লইয়া তারিণী, দুনি ও অন্যান্যের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। দুনি—আরতো চলতে পারছি না—আমায় শুইয়ে দেও।

ভট্টাচার্য্য। ওখানে নয়—ওখানে নয়, দেও—এই খানটায় শুইয়ে দেও। ওরে—একটা বালিশ নিয়ে আয়। দীননাথ—অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—শীগ্‌গির খানিকটা ন্যাকড়া আর জল নিয়ে এস।

জনৈক লোক। আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

ভট্টাচার্য্য। তোমরা এখানে ভিড় করে কি দেখছ ? এখান থেকে সব সরে যাও—একটু হাওয়া আসতে দাও।

(জনৈক লোকের ন্যাকড়া, জল ও পাখা লইয়া প্রবেশ, ভট্টাচার্য্যের বলেনের মস্তকে জল সিঞ্চন ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—অপরের শুশ্রূষা করণ)

দীননাথ। ভট্‌চায্—রক্ত যে থামে না—অজ্ঞান হয়ে গেল যে—হা অদৃষ্ট—ভগবান এ কি করলে !

ভট্টাচার্য্য। থাম দীননাথ—স্থির হও—দেখবে ঈশ্বর ইচ্ছায় সত্বরই বলেন সুস্থ হবে। একে সমস্ত দিন উপবাস, তার উপর এই কাণ্ড—খানিক পরেই জ্ঞান হবে। আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। (একান্তে) হ্যাঁ—জ্ঞান আর হয়েছে, ঐ যে চোক বুজেছে ও চোক জন্মের মত আর মেলতে হবে না। (প্রকাশ্যে) বলি দীননাথ—এখন উপায় কি স্থির করছ ?—লগ্নতো প্রায় শেষ হয়।

ভট্টাচার্য্য। আরে তুমিতো ঠাকুর—বড় জ্বালাতন করতে লাগলে ?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বটে ! তোমাদের ভালর জন্যেই বলি—তা না শোন—বেশ——

অপর ব্রাহ্মণ। কেন উনিতো ঠিক কথাই বলছেন—এতে আপনারা রাগ করছেন কেন ? আভ্যুদয়িক হয়ে গেছে—এখন কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবেতো ? আপনারা এদিকেই ব্যস্ত আছেন—কিন্তু আজকের কর্ত্তব্যটা ভুলে যাচ্ছেন——

দীননাথ। এঁ্যা—কর্ত্তব্য ! এটা বুঝি কর্ত্তব্য নয় ?

অপর ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে—সে কথাতো আমি বলছি না—বেশত এদিকে কয়েকজন থাকুন—আর সকলে গিয়ে ওদিকের ব্যবস্থা করুন।

ভট্টাচার্য্য। বলি ভায়া—বল্লেই তো হবে না—যার বিয়ে সেই যে এখানে আহত হয়ে প'ড়ে আছে।

অপর ব্রাহ্মণ। তাই বলে কি কনেকে আজ পাত্রস্থ করবেন না ? তাহলে যে একঘোরে হতে হবে।

দীননাথ। এঁ্যা—একঘোরে হতে হবে—কনেকে আজই পাত্রস্থ করতে হবে ?

ঢুনি। আজ্ঞে—শাস্ত্র মানতে হলে তা করতে হবে বৈকি। তা এ অবস্থায় আমরাও আর আপনাকে কিছু বলতে পারি না। অবশ্য বলুদার এরকমটা যদি না হতো তাহলে তো কোন কথাই ছিল না—কিন্তু তিনিতো এখন অচৈতন্য, সুতরাং আপনাদের শুভলগ্নে যাকে ইচ্ছা কন্যাদান করতে পারেন—তাতে আমাদের কোন আপত্তিই হতে পারে না।

তারিণী। তুমিতো বাপু—এক নিশ্বাসে বল্লে আপত্তি নাই—কিন্তু বলেনের মনের ভাবটা বুঝে কথাটা বলা হয়েছে কি? তুমি যখন তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তখন সে কি বল্লে মনে আছেতো?

দীননাথ। কি বলেছে—দেওয়ানজী?

তারিণী। বল্লে—"আমায় বাড়ী নিয়ে যেও না—আমি মাকে বলে এসেছি যে তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি—আমায় বিবাহস্থানে নিয়ে চল।"

দীননাথ। আহা—

ভুনি। হ্যাঁ—তাতো বলেছিল—কিন্তু এ অবস্থায় ওঁকে মেয়ে সম্প্রদান করতে আমিই বা কোন মুখে বলি?

২য় ব্রাহ্মণ। ভুনিবাবু ঠিক কথাই বলেছেন—আপনারা এখনি একটী অপর পাত্র মনোনীত করে কার্য্য সম্পন্ন করুন।

ভট্টাচার্য্য। আবার পাত্র পাত্র—এখন পাত্র পাওয়া যায় কোথায়? আকাশ থেকেতো আর পাত্র পড়বে না—আর ভুঁই ফুড়েও পাত্র গজাবে না।

২য় ব্রাহ্মণ। কেন, এইতো সাম্‌নে একটী পাত্র আছে—এই ভুনিবাবুর সঙ্গেই দিন না, এঁরাও তো বংশ মর্য্যাদায় কম নন—বলেন বাবুর সাক্ষাৎ পিসতুত ভাই। কেমন হে ভুনিবাবু—যাতে ভদ্রলোকের জাত রক্ষা হয়—এমন কাজ করতে বোধ হয় তোমার অমত হবে না?

ভুনি। আজ্ঞে আমায় একথা কেন বলছেন—সেটা কি ঠিক হবে? তবে কিনা—যদি পরের উপকারটা——

দীননাথ। দেখুন—আপনারা অনর্থক বাকবিতণ্ডা করবেন না—আমি যা করবো তা স্থির করে ফেলেছি।

২য় ব্রাহ্মণ। কি স্থির করেছেন—তুনিবাবুকেই কন্যা সম্প্রদান করবেন তো?

দীননাথ। না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তবে কি আজ কন্যা সম্প্রদান করবেই না?

দীননাথ। করবো।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাকে?

দীননাথ। এই বলেনকেই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এ্যাঁ—সে কি কথা দীননাথ! এমন কার্য্য করোনা—আমি বলেনের কুষ্ঠি প্রস্তুত করেছি—আজ যদি ওকে কন্যা দান কর তবে সে কন্যা আজ থেকেই—বুঝলে কি না——

দীননাথ। বিধবা?—বেশ, আমার কন্যার ভাগ্যে যদি চির-বৈধব্যই লেখা থাকে তবে তাই হবে। ভট্‌চায—যাও, লীলাকে নিয়ে এস—আমি এখনি সম্প্রদান করি।

কেহ কেহ। না না না—এমন কাজ করবেন না—এমন কাজ করবেন না—জেনে শুনে মেয়েটাকে——

দীননাথ। আমি কোনও কথা শুনব না—কেউ আমায় বাধা দেবেন না। হিন্দু আমি, ব্রাহ্মণ আমি—বাকদান করে প্রতিশ্রুত হয়েছি—জীবন থাকতে কথনও অন্যপাত্রে কন্যাদান করতে পারব না। কে আছ?—যাও এখনি লীলাকে আমার কাছে নিয়ে এস—

তুনি। আপনি কি পাগল হলেন—কি কচ্ছেন?

দীননাথ। চুপ কর—আমায় কোন কথা বলো না। লগ্ন বয়ে যায়—হিন্দু আমি আভ্যুদয়িক হয়ে গেছে—লগ্ন বয়ে যায়—জাত যায়—এরা আমায় একঘোরে করবে! লীলা—লীলা—মা আমার? (লীলার প্রবেশ) আয় মা—আয়—শীগ্‌গির আয়—শুভ লগ্ন বয়ে যায়!

পিতা হয়ে আমি তোকে সম্প্রদান করতে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ছাখ্ মা ছাখ্—পতি তোর জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে! এরই হাতে আমি তোকে সম্প্রদান করছি, কেন করছি জানিস্ ?—আমি প্রতিশ্রুত—আভ্যুদয়িক হয়ে গেছে তাই আজই—এখনই তোকে সম্প্রদান করতে হবে—সমাজ আমায় একদিনেরও সময় দেবে না! আয় মা আয়—নইলে আমায় জাতিচ্যুত হতে হবে—সকলে আমায় একঘোরে করবে! নিষ্ঠুর—নির্ম্মম কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আমি পাষাণ—তাই পিতা হয়ে কন্যাকে, সংসারে প্রবেশের প্রথম মূহুর্ত্তেই, জীবন সংগ্রামের সব চাইতে কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি—মা, যদি এই সংগ্রামে জয়ী হতে পারিস্—যদি সত্যযুগের সেই সতীসাধ্বি সাবিত্রীর মত কালের কোল থেকে তোর এই মুমূর্ষু পতির অমূল্য জীবন ফিরিয়ে আনতে পারিস্—তবেই সধবার সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী হয়ে সংসারে সুখের হাসি হাসতে পারবি। আর যদি তা না হয়—তাহলে—তাহলে জানিস মা—আজ থেকে—আজ এই বিবাহের রাত থেকেই তুই—বিধবা!

ভট্টাচার্য্য। (উল্লাসে) চুপ কর—চুপ কর—চিন্তা নাই—বলেন চোক মেলেছে——

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বল কি—বল কি—চোক চেয়েছে ?

দীননাথ। আয় মা আয়—এই সুযোগ—এই অবসর—(লীলা ও বলেনের হস্ত এক করিয়া) বলেন চোক মেলেছে—তুইও চোক চা—শুভলগ্নে তোদের শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হোক।



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

হরগোবিন্দ চৌধুরীর বৈঠকখানা।

(আলবোলায় হরগোবিন্দের তামাকু সেবন, নিকটে ছুনি আসীন)

হরগোবিন্দ। তা দেখ ছুনি, বৌমা আমার বেশ মনের মতন হয়েছেন—দীনচাটুয্যের কন্যা অপেক্ষা তোমার ভগ্নী রূপে কোন অংশে কম নন। আর গুণের কথা কি বলবো—এত অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে যে রকম যত্ন করছেন—মায়ের মৃত্যুর পর সে যত্ন আর কারো কাছে পাই নি। আহা—আমাদের এই কমলপুরে যেন সাক্ষাৎ কমলার আবির্ভাব হয়েছে, মা আমার নামেও কমলা কাজেও কমলা! তবে ভবেশ যেন কি এক রকম হয়ে গেছে, ওর সেই দীনচাটুয্যের মেয়েকেই পছন্দ হয়েছিল—সেইজন্যে বোধ হয় বউমাকে ভাল রকম আদর যত্ন করে না।

ছুনি। আজ্ঞে—যে ভবেশ মোটে বিয়েই করতে চাইছিল না—অনেক বুঝে সুঝে যখন রাজি হয়ে বিয়ে করেছে—তখন স্ত্রীকে ক্রমশঃই আদর যত্ন করবে।

হরগোবিন্দ। হ্যাঁ—তা করবে বইকি, কিন্তু ভবেশ যে এত সহজে বিবাহ করবে তা আমি কখন ভাবি নি।

ছুনি। আজ্ঞে—বিস্তর বুঝিয়েছিলুম কিনা—তাই রাজি হলো।

হরগোবিন্দ। কিন্তু—যাই বল, আমি যদি ওকে—সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করবো বলে ভয়টা না দেখাতুম, তাহলে এত শীগ্‌গির বিয়ে করতে রাজি হতো না।

হুনি। আজ্ঞে—নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে!

হরগোবিন্দ। দেখেছ বাবা, টাকা জিনিষটা বড় মজার জিনিষ—পাগলেও ও বস্তুর মর্ম্ম বোঝে! ভবেশের এই রকম সুমতি দেখে আমি ভারি সুখী হয়েছি। কিন্তু হুনি, একটা কথা আজ আমি তোমার কাছে জানতে চাই—ভবেশ না কি মদ খায়?

হুনি। মদ! কৈ, আমি তো কখন দেখিনি—এ আপনাকে কে বল্লে?

হরগোবিন্দ। আমি নিজে তার মুখে মদের গন্ধ পেয়েছি।

হুনি। ওঃ—সে মদ নয়, ডাক্তার তাকে পোর্ট খেতে দিয়েছে—তারই গন্ধ হয়তো আপনি পেয়েছেন।

হরগোবিন্দ। তা হবে। ভাল কথা—একবার ডাক্তারকে আসতে ব'লো তো,—আজ ক'দিন ধরে বুকের সেই ব্যাথাটা, আর ধড়্‌ফড়াণিটা আবার টের পাচ্ছি।

হুনি। যে আজ্ঞে—আমি এখুনি যাচ্ছি। (গমনোপক্রম)

হরগোবিন্দ। না না, এখন যেতে হবে না—এখন আমার কাছে বসে একটু গল্প কর—আজকাল আর কেউই আসে না।

হুনি। (স্বগত) আঃ—বুড়োর কাছে বসলে সহজে আর নিষ্কৃতি নেই, এক ছিলিম্ না খেয়েও তো আর পাচ্ছিনা বাবা!

হরগোবিন্দ। হ্যাঁ, তা দেখ—বলেনের বিয়েটা তাহলে সেই রাত্রেই তিনটের লগ্নে হয়ে গেল?

হুনি। (স্বগত) কতবার যে ছাই ঐ এক কথাই বলতে হবে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই বলেনের বিয়ের কথা! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ—তা হয়ে গেল বৈকি।

হরগোবিন্দ। একেবারে অজ্ঞান অবস্থাতেই বিয়ে হল?

দুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই হলো বলতে হবে—তবে তার পরে জ্ঞান হয়েছিল ; প্রথম লগ্নটায় আর হলো না—তাই দ্বিতীয় লগ্নটায় বিবাহ হলো।

হরগোবিন্দ। বামুনপণ্ডিতগুল নাকি খুব রাগ করে চলে এসেছিল—পুরুত ঠাকুরও নাকি মন্ত্র পড়ায়নি ?

দুনি। আজ্ঞে—তারা সকলেই খুব রাগারাগি করে চলে যায়, তারা শাসিয়ে গ্যাছে যে তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে অপমান করা হয়েছে—তারা দীনচাটুয্যেকে একঘোরে করবে ; তাতে দীনচাটুয্যে বলেন যে—তাঁরতো আর সন্তানাদি নেই—থাকবার মধ্যে ঐ একটী মেয়ে—তার বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি আর একঘোরে হতে ভয় করেন না।

হরগোবিন্দ। বটে—বটে—এতদূর আস্পর্দ্ধা ! ওর বাড়ীতে মানুষ মরবে না—দেখে নেব তখন ওর বাড়ী মড়া বইতে যায় কে ? যাক সে সব কথা, হ্যাঁ—তারপরে পুরহিত মন্ত্র পড়ালেন না, তবে পৌরহিত্য করলেন কে ?

দুনি। আজ্ঞে ঐ যদু ভট্‌চায্যি।

হরগোবিন্দ। হুঁ—তাহলে বিয়েটা হয়ে গেল ?

দুনি। আজ্ঞে—তা আর কি করে বলি—হলো না ?

হরগোবিন্দ। না, তাই বলছিলেম—তাই বলছিলেম। তা দেখ—আজকালকার ছোঁড়াগুলোর সব হলো কি ! ছোঁড়াগুলোরই বা শুধু বলি কেন—আনন্দময়ীরও আক্কেল্‌টা একবার দেখ—আমি বলেনের আপনার মামা—তা আমায় একটা সংবাদও দিলে না ! তাহলেই বোঝ না—আমাকে প্রকাশ্য ভাবেই অপমানটা করা হলো !

দুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ—হলো বৈকি—মামিমার এটা বড়ই অন্যায় হয়েছে।

হরগোবিন্দ। সেইজন্যে ভবেশের বিয়েতেও আমি আনন্দময়ীর বাড়ী গেলেম না—তা না হলে একবার যেতেম। দেখ, ওরা আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করছে—অথচ বলেনের বাপ আমাদের ঘরেই বিয়ে করে—আমদেরই খেয়েপ'রে মানুষ। আমার বাপ—আমার ভগ্নী আনন্দময়ীকে ঐ গৌরীপুরের বাড়ী আর দুখানা খারিজা তালুক জীবনস্বত্ব দিয়ে যান।

দুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার পিতা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁর মেয়েকে ঐ বাড়ী আর তালুক জীবনস্বত্ব দিয়ে যাবেন সে আর আশ্চর্যের বিষয় কি—সে সবই জানি। আজ্ঞে—তবে এখন যাই—আমার একটু কাজ ছিল— (গমনোদ্যম)

হরগোবিন্দ। আহা না না বোস না—এর মধ্যে কোথায় যাবে—কথাটা শুনে যাও। তা বলেনের বাপটা ছিল একটা গাধা—সে সমস্ত রাখতে পারলে কৈ? খাসপুরের তালুকখানা গিরীশ পোদ্দারের কাছে বিস্তর সুদে মর্টগেজ রাখলে, তারপরে যখন সব যায় যায়, তখন আনন্দময়ী আমার কাছে এসে বল্লেন—"দাদা আমাদের রক্ষে কর"—কি করি—ভগ্নীর অনুরোধে টাকা দিয়ে গিরীশের কাছ থেকে সম্পত্তিটা—নাম মাত্র সুদে—রেখে দিলেম; তার কিছুদিন পরেই বলেনের বাপ মারা গেল, এদিকে সুদ যখন আসলও ছাপিয়ে উঠ্‌লো, তখন বাধ্য হয়ে নালিশ দিয়ে সম্পত্তি নিলাম করাতে হলো। পৈতৃক সম্পত্তি—অন্যের হাতে যাওয়াতো আর সহ্য হয় না—কাজেই নিজেকে ডেকে নিতে হলো। এখন থাকবার মধ্যে ঐ ভাঙ্গা বাড়ী—আর রতনমণি মুদাফতি খারিজা তালুকখানি।

দুনি। (স্বগত) হুঁ—বুড়ো আমায় ভারি বোকা মনে করেছে দেখ্‌ছি—আমি যেন আর কিছু জানিনে! মামিমার জীবনস্বত্ব থাকলে

ঐ বিষয়—অতটাকা দিয়ে—অত কাণ্ড করে কিনে নিতে যাওয়া কেন বাবা! দেখি—বাড়ীটার কথা কি বলে, বোধ হয় ওদের ভিটেছাড়া করাবার মতলব। (প্রকাশ্যে) কিন্তু বাড়ীটা তো বাঁড়ুয্যেদেরই বরাবর?

হরগোবিন্দ। আরে না না—তোমরা ছেলে মানুষ কিছুইতো জান না——

ভুনি। আজ্ঞে—তা বটেইতো—তা বটেইতো——

হরগোবিন্দ। ওর মধ্যে অনেক গোল আছে——

ভুনি। আজ্ঞে—তা আছে বৈ কি——

হরগোবিন্দ। তবে শোন——

ভুনি। (স্বগত) এই রে! বুড়ো মহাভারত সুরু কল্লে দেখছি!

হরগোবিন্দ। বাঁড়ুয্যেরা পূর্ব্বে এ দিগরের জমিদার ছিল বটে—কিন্তু বলেনের প্রপিতামহ—হলধর বাঁড়ুয্যে—বিষয় সম্পত্তি অনেক নষ্ট করেন।

ভুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা করেন।

হরগোবিন্দ। তারপর বলেনের পিতামহ—দুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যে—সমস্তই খোয়ালেন।

ভুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্তই খোয়ালেন—দাঁড়াবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত রইল না।

হরগোবিন্দ। এই যে—তুমি অনেকটা জান দেখছি। হ্যাঁ—দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি, মায় বাস্তু ভিটে পর্য্যন্ত বিক্রি হলো। আমার পিতামহ তখনও জীবিত, তিনিই সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন। কিন্তু বাঁড়ুয্যেরা মান্তুল জমিদার ব'লে—তাদের বাস্তু ভিটে থেকে একেবারে উচ্ছেদ না করে, তিনি নিজের পৌত্রীর সঙ্গে বলেনের বাপের বিয়ে দিয়ে পৌত্রীকে কতকাংশ জীবনস্বত্ব দান করে যান—বুঝলেতো?

ডুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা আর বুঝলুম না! কিন্তু আপনার পিতা দান করেন, কি আপনার পিতামহ দান করে যান, সেটা ঠিক বুঝতে পাল্লুম না। (স্বগত) বুড় প্রথমে বলে গেছে তার বাবা দান করেন, এখন বল্‌ছে ঠাকুরদা দান করেন, দেখি—এইবার বুড় কি জবাব দেয়!

হরগোবিন্দ। (ক্ষণেক চিন্তার পর) আমার বাবার অনুরোধেই ঠাকুরদা' আনন্দময়ীকে সম্পত্তি দিয়ে যান।

ডুনি। (স্বগত) বাবা! এ বুড়ো "ওল্ড ডভ্‌"—আচ্ছা সামলে নিয়েছে!

হরগোবিন্দ। তাই বলছিলেম ডুনি—যে, আমারি খেয়ে ওরা মানুষ—আর একবার আক্কেলটা দেখ! আজ কাল আর লোকের ভাল করতে নেই।

ডুনি। আজ্ঞে হ্যাঁ—ভাল কারো করতেই নেই। (স্বগত) যা ভেবেছি তাই—আর রক্ষে নেই। তা মন্দ কি—একটু জব্দ হোক।

হরগোবিন্দ। তা দেখ ডুনি—তোমার সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে একটু পরামর্শ আছে।

ডুনি। আজ্ঞে—আমি বিষয় কর্ম্মের কি বুঝি—

হরগোবিন্দ। নাহে—দেখছি এ সব বিষয়ে তোমার বেশ এলেম্ আছে।

(ভবেশের প্রবেশ)

হরগোবিন্দ। এই যে—ভবেশ! এস বাবা——বোস।

ডুনি। (স্বগত) আ—বাঁচলুম, এইবার বোধ হয় বুড়োর হাত থেকে রেহাই পাব।

ভবেশ। (তফাতে উপবেশন করিয়া) বাবা—আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে।

হরগোবিন্দ। এ্যাঁ—টাকা! টাকা কি হবে—কত টাকা?

ভবেশ। এক হাজার হলেই হবে।

হরগোবিন্দ। এ্যা—ক—হা—জার টাকা! অত টাকা নিয়ে কি করবে?

ভবেশ। আমার দরকার আছে।

হরগোবিন্দ। দরকার আছে তা বুঝেছি, কিন্তু কি বাবদে খরচটা করবে?

ভবেশ। এ্যাঁ—এই—এই—— (মাথা চুলকান)

তুনি। (স্বগত) আচ্ছা গণ্ডমূর্খ—আগে জবাবটা তৈরী করে আনতে হয়—তা না এখন মাথা চুলকনো হচ্ছে! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, ও বলছিল যে, কলকাতায় হ্যামিল্টনের বাড়ী কি একখানা ভাল গয়না দেখে ওর ভারি পছন্দ হয়েছে—সেই গয়নাখানা কিনে কমলাকে দেবে, তাই লজ্জায় বলতে পারছে না।

হরগোবিন্দ। বেশতো—গহনা দেবে তা এতে আর লজ্জা কি—কিন্তু ও বিলিতি দোকানগুলোর গহনা কেন—ও গুলি কেনবার সময় যে দর দিতে হয়, বেচ্‌তে গেলে তার অর্দ্ধেকও দর পাওয়া যায় না। তার চাইতে আমাদের বেহারী স্তাকরাকে ডাকি সেই রকম গহনার ফরমাশ দাও না, সে যা তৈরী করে দেবে—জিনিষটা খুব খাঁটি হবে। বেহারী কারিকর নিন্দের নয়।

ভবেশ। না, সে বেহারী—টেহারীর দ্বারা হবে না।

তুনি। হ্যাঁ—কি জানেন—তাতে দামি দামি ভাল ভাল পাথর বসান—সে সব জড়োয়া সচরাচর দেখা যায় না।

হরগোবিন্দ। আচ্ছা দেখি—আগে ত'বিলে কত টাকা আছে।

ভবেশ। না বাবা, আমার কালকে সকালেই টাকাটা চাই।

হরগোবিন্দ। কাল সকালে ?

ভবেশ। হ্যাঁ—কাল সকাল দশটার ট্রেণে আমি কল্‌কাতায় যাব।

ভুনি। আজ্ঞে, ও সব ভাল ভাল জিনিষ দোকানে বেশীক্ষণ প'ড়ে থাকে না।

হরগোবিন্দ। আচ্ছা, তবে কাল সকালে দাওয়ানজীকে আসতে ব'লো। কিন্তু বাপু—ঐ বিলিতি গয়নাগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

ভবেশ। (উঠিয়া) এস ভুনিদা—দাবা খেলবে ?

ভুনি। চল। (উঠিয়া স্বগত) আঃ—বাঁচলুম ! ভবেশটা আজ একেবারে মজিয়েছিল আর কি—কি ভাগ্যি আমি ছিলুম !

[ভবেশ ও ভুনির প্রস্থান]

হরগোবিন্দ। বাবাজী আমার হাজার টাকার গহনা কিনছেন বটে কিন্তু বেচ্‌লে ও গহনার দাম পাঁচশ টাকা হয় কিনা সন্দেহ ! টাকা আমি দিতেম না, কিন্তু না দিলে ভুনিটা কি মনে করতো, আর যখন ভবেশ আমার কথা রেখে বিয়েটা করেছে, তখন ওকেও আর চটান ভাল না। আর বৌমাকে আদর যত্ন করবার যে একটা ইচ্ছা হয়েছে সেটাও ভাল। কিন্তু এত করে বল্লেম যে—বলরামপুরের গাঙ্গুলীদের মেয়েকে বিয়ে কর, তা করবে কেন—তাদের কাছ থেকে যে নগদ দশ হাজার টাকা পাওয়া যেত ! তাহলে তা থেকে তুই এক হাজার কেন—পাঁচ হাজার খরচ কর না—তা নয় "টাকা নিয়ে বিয়ে করবোনা," আজকালকার ছেলেদের মুখে ঐ এক কি ধূয়ো হয়েছে। উঃ—কাল সকালে নগদ একটা হাজার টাকা বের করে দিতে হবে ! ভবেশটা ভারি খোরচে—দেখছি ও' হতেই বিষয় সম্পত্তি সব যাবে ! (তামাকু সেবন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরগোবিন্দের অন্তঃপুর সংলগ্ন রাধাগোবিন্দজীউর ঠাকুরবাড়ী।

(কমলার প্রবেশ ও ঠাকুর প্রণাম, পরে করযোড়ে দাঁড়াইয়া)

কমলা। ঠাকুর—যা চেয়েছিলুম তোমার দয়ায় তা সব পেয়েছি—কিন্তু—পেয়েও পেলুম কৈ? যাঁকে দিয়েছ ঠাকুর—তিনি যে তোমারই ঐ পাষাণ মূর্ত্তির মত প্রাণহীন। তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার এত ইচ্ছা—কিন্তু কৈ, তিনিতো একবার ফিরেও চান না! ঠাকুর—তোমায় একটুও দয়া নেই—তুমি বড় নিষ্ঠুর! কিন্তু আর আমায় কষ্ট দিও না—দাও ঠাকুর—আমার স্বামীকে আমার করে দাও।

(কমলার পুনরায় প্রণাম, ইত্যবসরে গান গাহিতে গাহিতে ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখারিণীর—গীত।

"চণ্ডিদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
পীরিতি না কয় কথা।
পীরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা॥"

(ঠাকুর প্রণামান্তে ভিখারিণী ও কমলার পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন)

কমলা। তুমি কে গা?

ভিখা। আমি ভিখারিণী।

কমলা। তুমি ও কি গান গাই'ছিলে?

ভিখা। ও চণ্ডিদাসের গান।

কমলা। কৈ আবার গাও না শুনি।

ভিখারিণীর—গীত।

"পীরিতি পীরিতি,　　কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে,　　পীরিতি না ছাড়ে
পীরিতি গড়ল কে ?
পীরিতি বলিয়া,　　এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি কণ্টক,　　হিয়ায় ফুটিল,
পরাণ পুতলি যথা॥
পীরিতি পীরিতি,　　পীরিতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল,　　নিবাইল নহে,
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডিদাস বাণী,　　শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কয় কথা।
পীরিতি লাগিয়া,　　পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা॥"

কমলা। বাঃ—চমৎকার গান, তুমি ভাই এ সব কার কাছে শিখলে ?

ভিখা। (গানের সুরে)—

বিনা সেই শ্যামরায়,　　পীরিতি কি শিখা যায়,
পীরিতির কিবা জানি মর্ম্ম।
পীরিতি পরাণে দিয়া,　　কোথা গেল কাঁদাইয়া,
বঁধুয়ার একি রীতি ধর্ম্ম॥

কমলা। এস ভাই—আমরা এইখানটায় বসি। (উপবেশন) তোমার নাম কি ভাই ?

ভিখা। আমার নাম ভিখারিণী।

কমলা। তাও কি হয়—তুমিতো আর চিরকাল ভিখারিণী নও ?

ভিখা। আমি ভাই—আজন্ম ভিখারিণী।

কমলা। সে কি ! তোমার বাপ-মা, বাড়ী-ঘর কিছুই কি ছিল না ?

ভিখা। ঈশ্বর জানেন—আমার তো মনে পড়ে না। এক একবার ভাবি—আমি বোধ হয় আকাশ থেকে পড়ে থাকব।

কমলা। তোমার ভাই—বিয়ে হয়েছিল ?

ভিখা। জানিনে।

কমলা। সেকি—তোমার স্বামী নেই ?

ভিখা। হ্যাঁ।

কমলা। তবে বল্লে বিয়ে হয়েছে কিনা জাননা ?

ভিখা। বিয়ে না হলে কি স্বামী থাকতে নেই ?

কমলা। সে আবার কেমন ?

ভিখারিণীর—গীত।

যে দিন দেখিনু সই যমুনারি তীরে
বাঁশরী বাজায় কালা ধীরে ধীরে ধীরে,
মোহিত পরাণ মোর তখনি সমর্পিনু,
ভিজানু চরণ তার, নয়নেরি নীরে।
ওহি দিন হতে সৈ, শ্যামরূপ হেরই,
প্রেমময় রূপ কিবা অন্তরে বাহিরে।
তখনি জানিনু সৈ, ওহি শ্যাম-সুন্দর,
মমসম দুঃখিনীর পরাণ পতি রে॥

কমলা। বাঃ—তোমার যে ভাই কথায় কথায় গান!

ভিখা। কেন, ভাল লাগে না?—তবে আর গাইব না।

কমলা। না ভাই—আমি ভাল লাগেনা বল্লুম? আমার খুব ভাল লাগে, আমি এত ভাল গান কখনো শুনিনি, তোমার গলা বেশ মিষ্টি।

ভিখা। কি রকম মিষ্টি ভাই—মধুর মতন?

কমলা। না ভাই—ঠাট্টা নয়—খুব মিষ্টি। তুমি ভাই, আমার কাছে এইখানে বরাবর থাক না—বেশ তোমার গান শুনবো।

ভিখা। না ভাই—আমি থাকতে পারবো না—আমিতো থাকতে পারিনে। তবে যতদিন এদিকে থাকবো—বলতো রোজ তোমার কাছে আসবো।

কমলা। কেন ভাই—তোমার যখন কেউ নেই—তখন থাকতে পারবে না কেন? আমারও ভাই, কেউ নেই—বেশ দুজনে থাকব।

ভিখা। সে কি—তোমার কেউ নেই? (দূরে ভবেশকে আসিতে দেখিয়া) উনি কে ভাই—এদিকে আসছেন?

কমলা। এঁ্যা—এঁ্যা—উনি? উনি আমার স্বামী।

ভিখা। তবে যে বল্লে—তোমার কেউ নেই?

কমলা। আমার ভাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) থেকেও নেই।

ভিখা। ও বুঝেছি। তবে ভাই, আজকে আমি চল্লুম—উনি এদিকেই আসছেন—আবার কালকে আসবো।

কমলা। এস ভাই—কালকে নিশ্চয়ই এস—আসবে?

ভিখা। আসবো।

[ভিখারিণীর প্রস্থান]

কমলা। এঁ্যা—একি—উনি যে এদিকেই আসছেন! আমায় দেখলে বিরক্ত হন—তাই আমি দূরে সরে সরে থাকি। কিন্তু উনি তো কোনদিন

ঠাকুরবাড়ীর দিকে আসেন না—বোধ হয় বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়েছেন—ঐখান থেকেই চলে যাবেন। (একটু পরে) না—এই দিকেই তো আসছেন—এখন আমি করি কি? যাই—পালিয়ে যাই।

(কমলার গমনোপক্রম)

(ভবেশের প্রবেশ)

ভবেশ। দাঁড়াও—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। (ঠাকুর প্রণাম)

কমলা। (স্বগত) ঠাকুর! তবে কি আজ তোমার দয়া হয়েছে?

ভবেশ। (প্রণামান্তে) দেখ, তোমাকে আমি কতকগুলি কথা বলবো বলবো করেও এতদিন বল্‌তে পারি নি, আজ বলবো; শোন—তোমাকে বিবাহ করেছি—তুমি আমার স্ত্রী, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও তোমাকে আমি আদর যত্ন করি নি—কখনও করতে পারব কি না তাও জানি না। কেন—করি না জান? শোন—আমি কিছুই গোপন করবো না, আমি তোমার অযোগ্য—আমাতে আর আমি নেই—আমি আর একজনকে ভালবাসি; আমি বড় স্বার্থপর—তাই বিয়ে না করলে বিষয় সম্পত্তি বাবা আমাকে দিতেন না বলে, বিষয়ের লোভে—তোমার দাদার কথামত—আমি তোমাকে বিয়ে করেছি! উঃ আমার মত পাপিষ্ঠ জগতে আর আছে কিনা জানি না—তাই, সকল কথা বলে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। বল—তুমি আমায় ক্ষমা করলে? (কমলা নিরুত্তর) জানি এ পাপের ক্ষমা নেই—তবুও বল—তুমি আমায় ক্ষমা করলে?

কমলা। (স্বগত) এঁ্যা—এ কি হলো! ঠাকুর—এ কথার আমি কি উত্তর দেব? আর যে সহ্য হয় না! উনি আর একজনকে ভালবাসেন—সম্পত্তির লোভে আমায় বিয়ে করেছেন—ঠাকুর—তুমি আমায়

এ সকল কি নিষ্ঠুর কথা শোনাচ্ছ ? উঃ—একি—বুকের ভিতর এমন কচ্ছে কেন—মাথা ঘুরছে—পড়ে যাব ! না, আর দাঁড়াতে পারছি না—এখান থেকে চলে যাই।

[ধীরে ধীরে কমলার প্রস্থান]

ভবেশ। একি—চলে গেল ! আমি এত করে ক্ষমা চাইলুম, একটা কথাও কইলে না—এর মানে কি ! তবে কি আমাকে উপেক্ষা করে চলে গেল—আমাকে ঘৃণা করে চলে গেল ! আচ্ছা—দেখা যাবে, আমিও আর এ পথের ধার দিয়েও যাচ্ছি না। মনে করেছিলুম—কমলাকে অবলম্বন করে জীবনের এই পাপমুখী প্রবল স্রোতের গতি ফেরাব—কিন্তু আর কেন—আর কার জন্যে—কি সুখের আশায় জীবন স্রোত ফেরাব ! পর্ব্বতের নির্ঝর যেমন ভালমন্দ স্থান বিচার না করে অনায়াসলব্ধ নিম্নগামী পথ দিয়ে তর তর করে বয়ে যায়—আমিও তেমনি ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ভালমন্দ বিচার না করে যে পথে সুখ পাব—যে পথে আমোদ পাব—যে পথে স্ফূর্ত্তি পাব—জীবনের সেই সহজ সোজা পথটায় হুহুশব্দে ঝড়ের মত বয়ে যাব, তখন কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না। না—আর না, আর কখনো কমলার সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করবো না—এই প্রথম—এই শেষ !

(ঠাকুরের প্রতি চাহিয়া)

ঠাকুর—শুনেছি তুমি ঐ পাষাণমূর্ত্তির মধ্যে আছ, যদি থাক—তবে শোন ঠাকুর, তুমি বড় নিষ্ঠুর—বড় নির্ম্মম, আমার এই অশান্ত প্রাণে তুমি এক নিমিষের জন্যেও শান্তি দেবে না ? ঠাকুর—তোমার দেহখানি তো পাষাণের, কিন্তু তোমার হৃদয়খানি কিসের ?—সে যে আরো কঠিন।

[ভবেশের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌরীপুর ;—বলেন্দ্রের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(লীলার নবজাত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া মাধবের সহিত প্রবেশ)

লীলা। মাধুদা—মা কি করছেন ?

মাধব। তিনি পৈতে কাটতেলেন, কলেন যে—যা কোদারে নিয়ে আয়গে।

লীলা। খোকাতো খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো।

মাধব। তা পড়ুক মোনে—তুমি দেও আমি নিয়ে যাই—আবার এহোনি নিয়ে আসপানে। (লীলার পুত্র প্রদান) আহা, দেহিছো—কোদার আমার কেমন চাঁদের মতো মুখখান!—বড় হোলি ঠিক আমারগে জামাই বাবুর মতো হবে।

লীলা। ওঁকে এখন বেশ চিনতে পারে—দেখলেই কেমন হাসতে থাকে। খোকার হাসি দেখলে উনি অনেকটা ভুলে থাকেন।

মাধব। তা আর ভোলবেন না—এমন মুহির হাসি দেখলি ভোলেনা খেডা!

লীলা। আহা, মা যদি আর ক'টা দিন বেঁচে থাকতেন—তাহলে খোকার অন্নপ্রাশনটা দেখে যেতে পারতেন!

মাধব। তা দিদিমনি—বুড়ঠা'রোন তোমারগে রাহে—নাতির মুখ দেহে—বেশ গেছেন।

লীলা। কিন্তু, মা গিয়ে অবধি উনি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন।

মাধব। তা আর হবে না! মা মলি কষ্ট হয় না কার—তাতে আবার আমারগে জামাই বাবুর মতো ছল্!

লীলা। তারপর আবার বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে—সেই এক মহা ভাবনা!

মাধব। এঁ্যা হঁ্যা—বাড়ী ছাড়তি যাবা ক্যান? হরোগোবিন্দ নুটিশ দেছে—তা দিগ্‌গে মোনে—তোমরা বাড়ী ছাড়ে না—দেহি কার ক্ষ্যামতায় তোমারগে বাড়ী ছাড়া করে!

লীলা। তা কি হয় মাধুদা—আমাদের বোধ হয় যেতেই হবে।

মাধব। এঁ্যা হঁ্যা—তোমারগে ঐ এক কি রহমের কথা! হোতো যদি আমারগে যশোর খুলনে—তা'লি বাছাধন টেরডা পাতেন! ভিটেছাড়া করা কি মুহির কথা!

লীলা। আহা—খোকা বড় হয়ে তার জন্মস্থান আর দেখতে পাবে না!

মাধব। পাবে নাতো কি? যার জিনিষ পর্‌মেশ্বর তারে দেবেনই দেবেন—তুমি ভাবে না।

লীলা। দেখ—দেখ, খোকা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেমন হাসছে!

মাধব। ও দ্যা'লা কর্‌তেছে—মা ষষ্ঠির সোঙ্গে খেলাচ্ছে। আমি এ্যাহোন তবে যাই দিদিমনি।

লীলা। ওকে সন্ধ্যার আগে দিয়ে যেও মাধুদা।

মাধব। আচ্ছা।

[মাধবের প্রস্থান]

(পত্রহস্তে বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। একটা সুখবর আছে।

লীলা। কি—আবার কি?

বলেন্দ্র। না গো—এ ভিটে ছাড়বার নোটিসের মত কিছু নয়, এ সেদিন কোলকাতায় Mantle কোম্পানীর কাছে যে application করেছিলুম—তারই appointment letter.

লীলা। সে আবার কি—হলো না বুঝি?

বলেন্দ্র। না গো—সাহেব চাকরি দিয়েছে। তবে ছ'মাসের কড়ারে। এর মধ্যে যদি তাঁর ভালরকম মনস্তুষ্টি করে কাজ করতে পারি, তবে বরাবর রাখলেও রাখতে পারেন।

লীলা। মাইনে কত দেবে?

বলেন্দ্র। আপাতত পঁয়ত্রিশ টাকা—পরে বাড়িয়ে দিতে পারে।

লীলা। মোটে পঁয়ত্রিশ টাকা—তাও ছ'মাসের জন্যে?

বলেন্দ্র। এই যা এখন পেয়েছি—এই আমার মত কেউ পায় কি না সন্দেহ! তাহলে পরশুদিনই আমাদের কোলকাতায় যাবার বন্দোবস্ত কর। কাপড়চোপড়, জিনিষপত্র সব গোছাতে আরম্ভ করে দেও। কালকের মধ্যে সব গুছিয়ে ফেলা চাই।

লীলা। তুমি যে কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না—কালকের মধ্যে কখনো সমস্ত সংসারটা গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়?

বলেন্দ্র। তা কি করবো বল—যেতেই হবে, পরশুদিন ইংরিজী মাস কাবার হবে—তার পর দিন পয়লা আমাকে আফিসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, তার উপর মামাও বাড়ী ছেড়ে দিতে যে রকম তাগিদ্ করছেন——

লীলা। বলি—যাও বল্লেই তো মানুষ যেতে পারে না, আর যাই বল্লেই যাওয়া হয় না—আগে কোলকেতায় গিয়ে কোথায় থাকবে সে সব ঠিক কর।

বলেন্দ্র। সে একরকম ঠিক করেছি ; সুরেশ ব’লে কোলকাতায় আমার একজন ছেলেবেলার বন্ধু আছে, তাকে বাসা ভাড়া করতে লিখেছিলুম—তার চিঠিও আজ এই পেলুম—সে জোড়াসাঁকোয় একটা বাড়ীতে তের টাকা দিয়ে দুখানা ঘর আমাদের জন্যে নিয়েছে।

লীলা। দুখানা ঘর ? একটা ঘরে রাঁধতে হবে- আর একটা ঘরে থাকতে হবে ?

বলেন্দ্র। না না তা কেন—শুধু থাকবার আর রাঁধবার ঘর হবে কেন—তা ছাড়া বৈঠকখানা, তোশাখানা, হাওয়াখানা, স্নানঘর, পোষাকঘর—এমন কি তোমার জন্যে একটা গোসাঘরও থাকবে।

লীলা। না যাও—এখন ঠাট্টা ভাল লাগে না। তবে পরশু দিনই যাচ্ছ ? দিনটা কি রকম একবার পাঁজিখানা দেখনা।

বলেন্দ্র। দিন ভালই হোক আর মন্দই হোক, পরশু দিন সকালের ট্রেণে যেতেই হবে।

লীলা। না—তুমি একবার দ্যাখ।

বলেন্দ্র। ও পাঁজি দেখে আর কি হবে—আমাকে যখন পরশুদিন যেতেই হচ্ছে তখন মিছে দিন দেখে লাভ কি ?

লীলা। না, তবুও তুমি একবার দেখনা।

বলেন্দ্র। তুমি যেটা ধরবে সেটা না করিয়ে আর ছাড়বে না, পাঁজি দেখছি বটে, কিন্তু দিন খারাপ টারাপ থাকলে—আমি সে সব মানবো না।

[বলেন্দ্রের প্রস্থান]

লীলা। হা ভগবান—আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ছেড়ে যেতে হবে—আমার জন্মভূমি, আমার স্বর্গের মত জন্মভূমি, যেখানকার গাছ-পালা, পশু-পক্ষীটী পর্য্যন্ত আমার কত প্রিয়, হায় সেই

জন্মস্থান ছেড়ে যেতে হবে! (দীর্ঘ নিশ্বাস) আর এই বাড়ী—যেখানে আমার খোকা হয়েছে—যেখানে আমার স্নেহময়ী শ্বাশুড়ীর স্মরণ চিহ্নগুলি দেখে এখনও আমি ভাবতে পারি না যে, তিনি নেই; যেখানে দুটী বছর আমি কত সুখে ছিলুম—এখন সেই বাস্তুভিটে, সেই সুখের স্থান চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে যেতে হবে—আর কখন দেখতে পাব না! উঃ—এ কথা মনে হলে—বুক ফেটে যায়! কোলকেতায় কোথায় থাকবো—সে কি রকম জায়গা কিছুই জানিনা, ঘরের মধ্যে সেখানে নাকি দিনরাত বন্ধ থাকতে হয়। কিন্তু, তা ছাড়াও তো আর অন্য উপায় নেই। হায়, চিরদিন সমান যায় না! তা কষ্ট হয়—হোক্, উনি যেখানে যে অবস্থায় থাকবেন সেই আমার স্বর্গ।

(বলেন্দ্রের পঞ্জিকা হস্তে প্রবেশ)

বলেন্দ্র। পাঁজি দেখলুম—দিনটা শুভ। সকাল ন'টা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত মাহেন্দ্রক্ষণ। ঠিকই হয়েছে—আমরা এখান থেকে সাড়ে-ন'টার মধ্যে যাত্রা করে বেরিয়ে পড়বো—এগারটার সময় ট্রেণ।

লীলা। সবই তো বুঝলুম, কিন্তু জিনিষপত্র এই অল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নেওয়া যাবে কি?

বলেন্দ্র। জিনিষপত্র সবই বুঝি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে মনে করেছ? যেগুল নেহাৎ না নিলে নয়, সেই গুল নেবে, আর সব একটা ফর্দ্দ করে আলাদা রেখে দেবে—মাধব সেগুল তোমাদের ওখানে নিয়ে রাখবে। আর যেগুল বিশেষ দরকার নেই বুঝবে—সে সব বিলিয়ে দিও। (কিছুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ)

লীলা। হ্যাঁ—দেখ, আজ বড় সিন্ধুকের ভিতরের সেই হাত বাক্সটা খুলে ঘাঁটছিলুম, তার ভিতর থেকে মায়ের একখানা ছবি পেয়েছি।

বলেন্দ্র। এঁ্যা! মায়ের ছবিখানা পেয়েছ—কৈ দেখি? (নেপথ্য হইতে লীলার ছবি আনয়ন ও প্রদান) এ খানা এমন জায়গা নেই যে খুঁজিনি—যাক্, এত দিন পরে ছবিখানা আজ তুমি খুঁজে পেয়েছ, তুমি আমার লক্ষ্মী! কোলকাতায় গিয়েই এখানা বাঁধিয়ে রাখতে হবে। (একদৃষ্টে ছবির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) মাগো! যতদিন তোমার কোলে ছিলুম—একদিনের জন্যেও মা—কষ্ট পাই নি, আর তুমি যেমন আমায় ছেড়ে চলে গেলে মা, অমনি আমার দুর্দ্দশার একশেষ! কৈ মা—তুমিও তো কখন বলনি যে, বাড়ীটা তোমার জীবনস্বত্ব—নিশ্চয় তুমিও তা জানতে না। মাগো—তুমি আজ কোথায়, দেখে যাও মা—তোমার বড় আদরের বলুর অবস্থাটা একবার দেখে যাও—তোমার অভাবে আজ তাকে চিরদিনের মত দেশত্যাগী হতে হচ্ছে! (চক্ষু মার্জ্জনা)

লীলা। সন্ধ্যা হয়ে এলো—মাধুদা'তো খোকাকে আনলে না?

বলেন্দ্র। মাধবদা কি তাকে নিয়ে গেছে?

লীলা। হঁ্যা—তুমি আসবার আগেই নিয়ে গেল।

বলেন্দ্র। তা ভাবছ কেন—আনবে এখন।

লীলা। চল—কিছু খাবে চল।

বলেন্দ্র। চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

হরগোবিন্দের দরদালান।

(হরগোবিন্দের প্রবেশ)

হরগোবিন্দ। তাইতো—ছেলেটা বড়ই ভাবিয়ে তুল্লে! কোলকাতা ছেড়ে দুদিন বাড়ী থাকতে চায় না। এমন সুন্দর বৌ আনলেম, তা—কৈ তার প্রতিও তো আদর যত্ন দেখতে পাই না! জিজ্ঞাসা করলে বলে—আইনের পরীক্ষা বড়ই কঠিন, এখানে থাকলে পড়ার ক্ষতি হয়। টাকাও অজস্র নিচ্ছে—কিছুত বুঝতে পারছি না! শুনি বলে—পড়াশুনা ভাল রকমই করছে—যাক, আরো কিছুদিন দেখি। (তারিণীর প্রবেশ) এই যে তারিণী—এ সময়ে কি মনে করে?

তারিণী। কিছু বলবার ছিল।

হরগোবিন্দ। বেশতো—এইখানেই বল।

তারিণী। আমার আর এখানে থাকা হয় না।

হরগোবিন্দ। সে কি! কেন—কোথায় যাবে?

তারিণী। এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ আপনার চাকরি করছি, আপনার ভালমন্দ আমি নিজের ভালমন্দ জ্ঞান করেই এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছি, কিন্তু——

হরগোবিন্দ। এ সকল কথা কেন বলছো তারিণী? তুমি আমার কতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী সে সব কি আমি জানি না? কি হয়েছে, বিষয়টা কি—তাই খুলে বল।

তারিণী। অনেক বয়েস হয়েছে, আর খাটতে পারি না—আমায় বিদায় দিন। এখন কোন তীর্থস্থানে গিয়ে জীবনের বাকি দিন ক'টা কাটিয়ে দি।

হরগোবিন্দ। সে কি! আমার চেয়েতো তুমি ছোট বৈ বড় নও, শরীরও ভাল, এখুনি তুমি তীর্থবাসী হতে চাও? এ কথার কোন অর্থ নেই—নিশ্চয় কোন অন্য কারণ আছে। ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি—কি জন্যে আমায় ত্যাগ করে যেতে চাও?

তারিণী। সত্য কথা বলতে কি—এস্থানে চাকরি করতে পূর্ব্বের মত আর আমার উৎসাহ বা উদ্যম কিছুই নেই। এতদিন আপনি ছাড়েন নাই—তাই এ সংসারে ছিলাম—কিন্তু আর আমার থাকা হয় না।

হরগোবিন্দ। কারণটা স্পষ্ট করে বল—তারিণী।

তারিণী। কারণটা স্পষ্ট করে বলা—আমার মুখে শোভা পায়না, কিন্তু না বলাটাও আর সঙ্গত বিবেচনা হয় না।

হরগোবিন্দ। বেশতো—বল না।

তারিণী। দিন দিন এখানে যে রকম ব্যাপার দেখছি—তাতে এর মধ্যে আর জড়িয়ে থাকতে প্রবৃত্তি হয় না। আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনা—কিন্তু তুনির এ বাড়ীতে প্রবেশের পর থেকে—আপনার আর ভবেশবাবুর তুজনারই প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

হরগোবিন্দ। কেন—কিসে তোমার এ ধারণা হলো?

তারিণী। তাও কি আমায় খুলে বলতে হবে?

হরগোবিন্দ। নিশ্চয়।

তারিণী। বেশ—বলতে বলেন যদি তবে বলি ;—ভবেশবাবুর কথা ছেড়ে দিন—ছেলে মানুষ, অনেক সময়ে নিজের বিবেচনার দোষে—দুনির পরামর্শে প'ড়ে—প্রলোভন এড়াতে না পেরে—উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্ছেন। কিন্তু আপনি প্রবীন, জ্ঞানী—আপনি দুনির পরামর্শে আজ এই দু'বৎসর যাবত্ যে সমুদয় কার্য্য করে আসছেন—সে সকল করা কি আপনার মত লোকের উপযুক্ত হয়েছে ?

হরগোবিন্দ। দুনির পরামর্শে আমি কি করেছি ? এসব কথা তুমি কোথায় পেলে ?

তারিণী। আমার অজ্ঞাত কিছুই নেই। আমার কেন—বোধ হয় এ অঞ্চলের কারও জানতে বাকি নেই। আপনি মনে ভাবেন—যা কচ্ছেন কেউ তা জানতে পায় না—কিন্তু ভগবানের বিধানে সব উল্‌টে যায়। বলেনের বিবাহ রাত্রের কাণ্ডটাই ধরুন না—সে কাজটা করা কি আপনার ন্যায় ব্যক্তির ভাল হয়েছিল ? তাতে কি আপনার দুর্নাম রটে নি ?

হরগোবিন্দ। তারিণী—তুমি কি বলছো ? বলেনের বিয়ের রাত্রের ঘটনা নিয়ে লোকে আমার দুর্নাম করে ? আমার সঙ্গে সে ঘটনার সংস্রব কি ?

তারিণী। হাজীগঞ্জের প্রজাদের অনেকেই সে কথা প্রকাশ করেছে। আপনার হুকুমেই তো তারা——

হরগোবিন্দ। মিথ্যা কথা, আমার হুকুমে কি বলছো তারিণী ? তোমারও সে কথা বিশ্বাস হয় ? আপন ভাগ্নে—তার বিয়ে আমি নষ্ট করবো ?

তারিণী। শুধু তার বিবাহ নষ্ট কেন—সেদিন বোধ হয় বলেন্দ্রকে খুন করাই তাদের উপর হুকুম ছিল।

হরগোবিন্দ। তারিণী—তুমি এ সব কি বলছো ? বৃদ্ধাবস্থায় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

তারিণী। মাথা খারাপ হলে—তা আমার হয়নি——

হরগোবিন্দ। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো জান ?

তারিণী। খুব জানি—এতদিন জানি নি—আজ জেনেছি। ত্রিশ বছর ধরে যাঁকে চিনতে পারি নাই—এই দুবছরে তাঁর কার্য্য দেখে—তাঁকে বেশ চিনেছি।

হরগোবিন্দ। তারিণী—সংযত হয়ে কথা বল। হাজীগঞ্জের প্রজাদের দিয়ে বলেনের সঙ্গে দাঙ্গা করানই যদি আমার মতলব থাকতো, তা হলে কি সেই প্রজাদের আমি আবার জরিপানা করি ?

তারিণী। সে জরিপানার টাকা কে দিয়েছে তাও কারো অজানা নেই।

হরগোবিন্দ। তারিণী—তুমি তোমার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে কথা বলছো, মনে রেখ—আমারও সহ্যের সীমা আছে। বেশ—আমি যদি নিজের স্বার্থ, নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্যে কোন অপ্রিয় কাজ করেই থাকি—তুমি সে সমস্ত, তোমার মনিবের কার্য্য জেনেও, প্রতি হাতে কেন বাধা দিয়ে এসেছ ? এতদিন আমি তোমার এরূপ গর্হিত ব্যবহার অম্লান বদনে সহ্য করে আসছি—আর আজ তুমি আমার প্রকৃতির একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ করে—সেটা আর সহ্য করতে পারছ না ?

তারিণী। সহ্য—সহ্য যথেষ্ট করেছি। যখন গরীব ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদের একঘোরে করলেন—নীরব হয়ে সহ্য করলাম ; যখন নিজের ভাগ্নেকে তার বিবাহ রাত্রে লোক দিয়ে প্রায় হত্যা করে ফেলিয়েছিলেন—কোন কথা

কইনি; যখন আপন সহোদরা ভগ্নীর অন্ত্যেষ্টি সৎকারে সাধ্যমত বাধা দিলেন—তাও সহ্য করলাম; পূণ্যবতীকে কোনমতে আমারা তিন চার জনে দাহ ক'রে ফিরে এসে যখন দেখলাম—বলেনের বাড়ীর সম্মুখে আপনার পাইক বরকন্দাজ—আদালতের পেয়াদার সাহায্যে—ঢোল বাজিয়ে বেচারির পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুখানি দখল নিচ্ছে—সে বাড়ীতে বলেনকে আর প্রবেশ করতে দেয় না—তার স্ত্রী পুত্রকে পর্য্যন্ত রাস্তায় বা'র করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে—বলুন দেখি—তখন কোন ভদ্রলোকের সহ্য হয়?

হরগোবিন্দ। সহ্য না হয়—কি করতে চাও শুনি!

তারিণী। আপনি যাতে ওদের ঐ বাড়ীখানি আর অবশিষ্ট ঐ তালুকখানির প্রতি দৃষ্টি না করেন—আমি তাই চাই।

হরগোবিন্দ। তারিণী—তুমি এতকাল আমারি নেমক খেয়ে—এখন শত্রুর পক্ষ হয়ে আমাকেই ধমকে কথা বলতে এসেছ?

তারিণী। আপনার নেমক খেয়েছি সত্য—কিন্তু চৌধুরী মশায়, তাই বলে আমার মনুষ্যত্ব আপনার কাছে বিক্রি করি নি। আমি আমার শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাকে সৎযুক্তি দেব; বলেন্দ্র আপনার শত্রু নয়, আপনার শত্রু—তুমি। আপনার পরম সৌভাগ্য—তাই বলেনের মত ভাগ্নে পেয়েছিলেন। আমার কথা শুনুন—আপনার মঙ্গল হবে, ওদের কখন ভিটে ছাড়া ক'রে দেশত্যাগী করবেন না।

হরগোবিন্দ। অসম্ভব! তারিণী—তা আমি কখনই পারব না। ওদের ঝাড় গুষ্টিকে আর আমি এ অঞ্চলে রাখতে চাই না। ওদের ভিটেয় ঘুঘু চরাব—তবে আমার নাম হরগোবিন্দ চৌধুরী।

তারিণী। তবে আমিও বলি—এই তারিণী চক্রবর্ত্তী জীবিত থাকতে তা কিছুতেই পারবেন না।

হরগোবিন্দ। কি—কি বল্লে তারিণী? তোমার এত আস্পর্দ্ধা——

তারিণী। দেখুন—আপনার সমস্ত দলীলগুলি আদালতে জাল বলে প্রমাণ করতে আমায় একটুও কষ্ট পেতে হবে না—কিন্তু এই বুড় বয়েসে জেলে গিয়ে আপনাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করতে হবে।

হরগোবিন্দ। বটে—আমাকে ভয় দেখাতে এসেছো? নিমকহারাম, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে—এই কে আছিস্?

তারিণী। না—কাউকে ডাকতে হবে না—আমি নিজেই যাচ্ছি, কিন্তু মনে থাকে যেন—ধর্ম্মে সইবে না।

[তারিণীর প্রস্থান]

(ছুনির প্রবেশ)

হরগোবিন্দ। এই যে ছুনি—এসেছো! তারিণী আজ আমায় শাসিয়ে গেল।

ছুনি। আজ্ঞে—আমি আড়াল থেকে সমস্তই শুনেছি। আপনাকে তো বরাবর বলে এসেছি—যে, ও বুড়ো বড় সাংঘাতিক লোক।

হরগোবিন্দ। হঁ্যা, তা বলেছ বটে—কিন্তু, ওকে যে আমার সহজে ত্যাগ করবার উপায় নেই—ষোল আনা আমি ওর হাতের মধ্যে আছি। ও যা বলে গেল, কাজেও তা কত্তে ওর একটুও আটকাবে না—আমায় জেল খাটাতে পারে—ছুনি, ও আমায় জেল খাটাবে বলে গেল!

ছুনি। আজ্ঞে, তা মিছে নয়—ও বুড়ো বড় শয়তান।

হরগোবিন্দ। এখন উপায়? ছুনি—এখন এর একটা উপায় ঠাওরাও বাবা।

ছুনি। উপায়ের ভাবনা কি—হাজার খানেক টাকা খরচ করুন, আজই রাত্রে ওর মাথাটা এনে দিচ্ছি।

হরগোবিন্দ। এঁ্যা—একেবারে অতটা করতে হবে?

তুনি। তা ছাড়া আর অন্য উপায় কি?

হরগোবিন্দ। কিন্তু আমার প্রজাদের মধ্যে কারও দ্বারা এ কাজ হবে না—তারা সকলেই ওর বিশেষ বাধ্য। দেখলে তো—হাজীগঞ্জের লেঠেলগুলো বলেনকে যখন মারতে লাগলো—তারিণী গিয়ে একটা কথা বলতেই তখনি তারা নিরস্ত হলো!

তুনি। আজ্ঞে—তা আমার বেশ দেখা আছে। যখন আদালতের পেয়াদা বরকন্দাজ নিয়ে বলেনের বাড়ী দখল করতে গেলুম—আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখতে লাগলুম—প্রথমে তারা কাজটা বেশ বাগিয়ে আনলে—যেমন যেমন বলে দিয়েছিলুম ঠিক করতে লাগলো—কিন্তু যেমন ঐ বুড়োটা এসে তাদের একটা কথা বল্লে—আর অমনি তারা দ্বিতীয় বাক্য না বলে চলে এলো! ও বুড়ো এ তল্লাটের লোককে হাত করেছে! সেই জন্যেই তো বলছি যে, হাজার খানেক টাকা খরচ করতে হবে।

হরগোবিন্দ। তাহলে কাকে দিয়ে এ কাজ করাবে স্থির কল্লে?

তুনি। সে যাকে দিয়েই হোক না—আপনি টাকাটা দিন তো।

হরগোবিন্দ। হাজার টাকা পারব না, পাঁচশ’ দিলে হয় কিনা বল।

তুনি। আজ্ঞে—তবে হলো না। আমার নিজের দ্বারা তো হবে না, যে লোক লাগাবো—সে এর কমে একাজে হাত দেয় না।

হরগোবিন্দ। আচ্ছা, তবে তাই দিচ্ছি—কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই খুব সাবধানে কাজ হাঁসিল করা চাই, যেন কাকপক্ষীটাও টের না পায়—বিলম্ব হলে সমস্তই গণ্ডগোল হয়ে যাবে—চল টাকা দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

পল্লী পথ।

(অন্ধকার রাত্রি ; লণ্ঠন হস্তে তারিণী)

তারিণী। মনে আমার বড় অহঙ্কার হয়েছিল—বড় সাহস করে হরগোবিন্দ চৌধুরীকে বলেনের সঙ্গে বিবাদ মেটাবার জন্যে বলতে গিয়েছিলাম! ভরসা ছিল—আমি তার দেওয়ান—আমার কথা সে অগ্রাহ্য করবে না ; কিন্তু হরগোবিন্দ আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে—আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করেছে !—বেশ হয়েছে! দর্পহারি মধুসূদন দর্পচূর্ণ করে আমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন! বলেনের ভিটে বজায় রাখবার জন্যে আমার এত জেদ হয়েছিল কেন? সেতো তার মামার সঙ্গে বিবাদ করতে চায় না—কথাটাও সে ঠিকই বলেছে—দেশত্যাগী হয়ে চলে যাবে তাও স্বীকার, তবুও মাম্‌লা করবে না। আর কতকালই বা মামার বিরুদ্ধে মাম্‌লা চালাবে! নিজে সে মোকর্দ্দমা করতে চায় না—তবে আমি কেন তাকে মোকর্দ্দমা করতে উত্তেজিত করি! হরগোবিন্দ জালিয়াৎ, প্রবঞ্চক, অত্যাচারী হোক না—তাতে আমার কি? আমি তাকে শাস্তি দেবার কে? যিনি সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তিনিই তার বিচার করবেন। আজ আমি বড় অহঙ্কার করে হরগোবিন্দ চৌধুরীকে বলে এসেছিলাম—তারিণী চক্রবর্ত্তী জীবিত থাকতে বলেন্দ্রকে কিছুতেই ভিটে ছাড়া করতে পারবে না—আরে মূঢ় মন—তোর সে অহঙ্কার রইল কোথায়? চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল না?

তবে আর কেন বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে সংসারে থেকে পাপের বোঝা ভারি করিস্? আর কেন সংসারের মায়ায় জড়িয়ে থাকিস্? আমি না থাকলে সংসার চলবে না?—আজতো আর চাকরি নেই—তবে আর কেন সে অহঙ্কার! যাঁর সংসার—যিনি আজ পর্য্যন্ত চালিয়েছেন—তিনিই চালাবেন। বলেন্দ্র তার মামার অত্যাচারে—আর পেয়াদার তাড়নায়—পূর্ব্বপুরুষের এতকালের বাস্তুভিটে নির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারছে, আর জগদীশ—আমি এই ষড়রিপুর অত্যাচার হতে কবে এ সংসারের মায়াকাটিয়ে পরিত্রাণ পাব—কবে পেয়াদা পাঠিয়ে আমার মায়ারবাঁধন ছিঁড়ে দেবে প্রভু?

(গমনোপক্রম)

(মামুদ ও তাহেরের অস্ত্রহাতে প্রবেশ)

মামুদ। দাওয়ানজি—দাঁড়িয়ে যাও।

তারিণী। কে ও—মামুদ?

মামুদ। হ্যাঁ—সেলাম।

তারিণী। এত রাত্রে কি মনে করে?

মামুদ। তোমারি সন্ধানে।

তারিণী। কেন বল দেখি?

মামুদ। তোমার মাথাটা নিয়ে যাবার হুকুম আছে।

তারিণী। এ্যাঁ আমার মাথা!—ও বুঝেছি; হরগোবিন্দ—তুমি ঠিকই বুঝেছ—তারিণী চক্রবর্ত্তী জীবিত থাকতে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে না! কিন্তু একটু পূর্ব্বে যে তারিণী ছিল, এখন আমি আর সে তারিণী নেই—তোমার মারবার আগেই সে মরেছে—তোমার এ বৃথা আয়োজন! আমার মাথার দামটা কত পেয়েছ মামুদ?

মামুদ। পাঁচশো টাকা—আড়াইশো পেয়েছি, বাকি কাল দেবে।

তারিণী। মামুদ—সামান্য টাকার লোভে তোমরা মানুষ খুন কর?

মামুদ। নইলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পেট চলে কৈ?

তারিণী। আমারও যে সংসারে কাচ্চাবাচ্চা আছে, আমায় মেরেফেল্লে তাদের পেট চলবে কি করে—মামুদ?

তাহের। মরাবাঁচার কথা কি কেউ বলতে পারে? আজ যদি আমাদের হাতে না মরে তুমি রোগে ভুগেই মর্‌তে?

মামুদ। তাহের ঠিক বলেছে—তাহলে কি তোমার সংসার চল্‌তো না?

তারিণী। তা তোমরাও যদি পয়সার লোভে এ কাজ না কর—তা হলে কি তোমাদের পেট চলবে না?

মামুদ। পেট চলবার কথা বলছো? আজ দুদিন উনুনে হাঁড়ি চড়াই নি, আমাদের মাসের মধ্যে দশদিন উপোসী থাকতে হয়!

তারিণী। এ কাজ করেও যখন উপোসী থাকতে হয়, তখন এ কাজ না করাই তো ভাল—মিছে কেন পাপের বোঝা বাড়াও?

মামুদ। বলেছো ঠিক কথা—কিন্তু একবার যে এ কাজ করেছে, আর কি তার নিস্তার আছে?

তাহের। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে নাহাক কথাকাটাকাটি কচ্ছো কেন? যে কাম কত্তে এয়েছ—তাড়াতাড়ি কামবাজিয়ে চলো সরে পড়ি।

তারিণী। মামুদ—তবে আর বিলম্ব কেন? আমার এই মাথাটা দিলে যদি তোমাদের সম্বৎসরের খোরাকের সংস্থান হয়, সে আমার পরম সৌভাগ্য! মরবার ভয় আমার ঘুচে গেছে মামুদ, যখন জন্মেছি তখন একদিন না একদিন তো মরতেই হবে। সংসার থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবার সময় রক্তমাংসের পিণ্ড এই তুচ্ছ দেহটার দ্বারা তোমাদের সামন্য উপকারও করে যেতে

পারলাম জেনে, আনন্দে মরতে পারছি ! নেও মামুদ—তবে আর বিলম্ব করোনা—আমার ভবযন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেও—তোমাদের কাজ শেষ কর।

মামুদ। মরবার আগে তোমার আর কিছু বলবার নেই ?

তারিণী। কি আর বলবো—কাকে বলবো ?

মামুদ। কেন—বাড়ীতে তোমার বেটাবেটী, নাতিনাতনী—

তারিণী। তোমরা আমায় না জানিয়ে যদি হটাৎ মেরে ফেলতে, কিম্বা বজ্রাঘাতে বা অন্য কোন রকমে অকস্মাৎ যদি আমার মৃত্যু হতো—আমি কাউকে কিছু বলতে পারতাম ? কাকেও কিছু বলবার আমার সাধ নেই—মামুদ। আমি সার বুঝেছি—যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জগৎ চরাচর চলছে—তাঁর ইচ্ছার নিকটে কার ইচ্ছা কাজ করে ?—আমার বলা নাবলা দুই সমান—তিনিই সব করেন—আমরা কে ? যা হবে আমাদের ভাব্‌বার বহুপূর্ব্বে তিনি তা ঠিককরে রেখেছেন। আজ তোমরা আমায় খুন করতে এসেছ—এও তাঁরই ইচ্ছায়—তবে আর আমার দুঃখ কি ?

মামুদ। বেশ—তাহলে তুমি মরবার জন্যে তৈরী ?

তারিণী। হ্যাঁ—তোমরা বিলম্ব করো না—যন্ত্রণার শেষ কর।

তাহের। তাহলে—— (অস্ত্র উত্তোলন)

মামুদ। (তাহেরের হাত ধরিয়া) থাম্ থাম্—কি করিস্ ?

তাহের। কেন ?

তারিণী। কেন মামুদ—অনর্থক বিলম্ব কেন ?—শেষ কর।

মামুদ। তাও কি হয় দাওয়ানজি ? চুরিডাকাতি, খুনজখম অনেক করেছি বটে—আমি ইতর ছোটলোক তাও মানি—কিন্তু দাওয়ানজি—আমি বেইমান নই। সে আজ দশ বছরের কথা—মনে পড়ে

দাওয়ানজি? মা-মরা কচি মেয়েটাকে একলা ফেলে—চুরির দায়ে দুবছরের জন্যে জেলে গিয়ে, তার ভাবনায় দিনরাত চোখেরপানি ফেলেছি। জানতাম—চোরেরমেয়েকে কেউ খেতে দেবে না, না খেতে পেয়ে খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে বাছা আমার কোন্ পথের ধারে মরে পড়ে থাকবে—উঃ সে কি ভাবনা! হয়েও ছিল ঠিক তাই, সকলে তাকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু যখন খালাস হয়ে এসে দেখি—তুমি—তুমি দাওয়ানজি, এই চোর, বদমায়েস্ মুসলমানের মেয়েকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে নিজের মেয়ের মত বুকে করে আছ—তখন—তখন্ বুঝলাম দাওয়ানজি—তুমি মানুষ নও! সেদিনকার কথা ভুলে যাব—আমি কি এমনি বেইমান? তাহের—দাওয়ানজি কে চিনতে পারলি?—সেলাম কর্। (তাহেরের তথাকরণ) দাওয়ানজি তোমার কথাশুনে সেইদিন থেকেই মামুদের কাজের গতিক ফিরে গেছে। সেইদিন থেকে চুরি, ডাকাতি, বদমাইসি আর করি না। কোন রকমে মজুর খেটে দিন গুজরাণ করি। আজ ছয়মাস তোমার সেই মুন্নাকে এই তাহেরের সঙ্গে সাদি দিয়েছি—এতদিন তোমায় জামাই দেখাতে পারিনি—আজ তাই তাহেরকে তোমায় দেখাতে নিয়ে এলুম। তোমার মাথা নিতে আসিনি দাওয়ানজি—দরকার হলে—তোমার কাজে মামুদ হাসতে হাসতে নিজের মাথা দিতে পারে।

তারিণী। না মামুদ—আমার এমন কোন কাজ নেই যার জন্যে তোমার মাথা দিতে হবে।

মামুদ। তা কি বলা যায় দাওয়ানজি? চৌধুরীমশায় দুনিকে দিয়ে তোমার মাথার জন্যে আমায় টাকা খাইয়েছে—তোমার মাথা না পেলে আমার মাথাটা সে কি না নিয়ে ছাড়বে?

তারিণী। তবে টাকা নিলে কেন?

মামুদ। আমি না নিলে আর কেউ নিতো—তখন তো দাওয়ানজি, তোমায় বাঁচান বড় শক্ত হতো।

তারিণী। বুঝেছি মামুদ—আজ আমার জন্যে তুমি তোমার নিজের জীবন সংশয়াপন্ন করলে। কিন্তু তা হবে না, তুমি তোমার হুকুম তামিল কর।

মামুদ। কার হুকুম?

তারিণী। কেন—জমিদার হরগোবিন্দ চৌধুরীর হুকুম।

মামুদ। আমি তার এলেকায় থাকি না—কস্মিনকালে তাকে খাজনাও দিই না—সে আমার কিসের জমিদার?

তারিণী। কিন্তু তুমি তার টাকা খেয়েছ।

মামুদ। অনেক কুকাজ করেছি—নাহয় আর একটা কোল্লুম।

তারিণী। হরগোবিন্দ চৌধুরীর টাকা খেয়ে, তার হুকুম তামিল করবে না?

মামুদ। না।

তারিণী। তবে আমার হুকুম—তুমি এখনি তোমার ঐ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার মাথাটা দেহ থেকে পৃথক করে—যার টাকা খেয়েছ তাকে উপহার দেওগে।

মামুদ। দাওয়ানজি—মাপ কর—এ কাজ আমা হতে হবে না।

তারিণী। তবে উপায়?

মামুদ। উপায় আর কি—আড়াইশো টাকা পেয়েছি এই নিয়ে মেয়ে-জামাইএর সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যাই।

তারিণী। না মামুদ—তুমি গরীব মানুষ—তুমি দেশ ছেড়ে কোথায় যাবে? যেতে হলে আমাকেই যেতে হবে।

মামুদ। তবে দাওয়ানজি—তুমিই যাও। তুমি ধড়ে মাথা রেখে একদিনও এদেশে তিষ্ঠতে পারবে না, অন্য কাউকে দিয়ে নিশ্চয় তোমায় খুন করাবে। অপঘাত মরার চেয়ে—তুমি তের্থে তের্থে গিয়ে খোদার নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াও। তাতে আমাদেরও সবদিক বজায় থাকে—আর তোমারও দাওয়ানজি—পরকালের পথ হয়।

তারিণী। তবে তাই হোক। মামুদ—তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-বান্ধব এপর্য্যন্ত আমার যে উপকার করেনি—কখন করতোও না—তুমিই আজ আমার সেই মহা উপকার করলে। সংসারে পুত্র পরিবার আমায় মায়ায় জড়িয়ে রেখে, আমার পরকালের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল, আজ সেই মায়ারবাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে তুমি আমায় মুক্ত করে দিলে! ধন্য দয়াময়—যা চেয়েছি তাইতো তুমি হাতে হাতে পাঠিয়ে দিলে! করুণাময়—কোথা দিয়ে কোন মুহুর্ত্তে কি উপায়ে তুমি তোমার করুণা বর্ষণ কর—ক্ষুদ্র মানুষ আমি—কি করে তা বুঝবো! মামুদ—ভাই, তোমার এ ঋণ কবে শোধ করতে পারবো জানি না, তুমিই আমার পরম সুহৃদ—নীচ হয়েও আমার কাছে তুমি অনেক উচ্চে। এস ভাই—এস বন্ধু—এস খোদারপেয়াদা—আমার পথপ্রদর্শক গুরু, তোমাকে আলিঙ্গন করে ধন্য হই! আশীর্ব্বাদ কর—যেন আর আমায় এ সংসার কারাগারে ফিরতে না হয়। (আলিঙ্গন)

মামুদ। ছিঃ—অমন কথা বলো না দাওয়ানজি! দেশের মানুষ তুমি—দুদিন পরে গোলমাল মিটে গেলে আবার দেশে ফিরে আসবে। ওকি দাওয়ানজি—ও কি কত্তে নেগেছ?

তারিণী। এই জামা, জুতো আর ঐ লণ্ঠনটা তুমি নিয়ে যাও, তোমরা ব্যবহার করো—আমি চল্লাম। (গমনোপক্রম)

মামুদ। দাওয়ানজি?

তারিণী। পেছু ডেকো না মামুদ—আমি যাত্রা করেছি।

মামুদ। রাহাখরচা না নিয়ে কি করে যাবে?—আমার কাছে এই টাকা আছে—নিয়ে যাও দাওয়ানজি।

তারিণী। ছি মামুদ, গুরু তুমি—তোমার মুখে এ কথা সাজে না! যে ফকির হয় তার কি টাকা পয়সা ছুঁতে আছে?

[তারিণীর প্রস্থান]

মামুদ। এ কি মানুষ—না পীর—না খোদার পয়গম্বর! তাহের—আমার যে কান্না পাচ্ছে!

তাহের। চল এখন ঘরে যাই—যে কাণ্ড করলে—চেপে রাখতে না পারলে মুস্কিল হবে!

[উভয়ের প্রস্থান]

(জনৈক উদাসীনের প্রবেশ)

উদাসীনের—গীত।

"আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু, তুমি দুঃখ বলে সুখ দিয়েছ॥
হৃদয় যাহার শত খানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে।
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে॥
সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে, কত দিকে কত খোঁজালে।
তুমি যে আমার কত আপনার, এবার সে কথা বুঝালে॥
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে, কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখি নয়ন মেলিয়া, এনেছ তোমারি দুয়ারে॥"

[উদাসীনের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গৌরীপুর ; বলেন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

(মাধবের গায়ে হাতদিয়া উপবেশন, প্রতিবাসিগণের নিকটে অবস্থান ও কৃষকগণের জিনিষপত্র বহিষ্করণ।)

১ম প্রতি। উঃ—ব্যাটা কি পাষণ্ড—একেবারে দয়া মায়া নেই!

২য় প্রতি। আপনার ভাগ্নে, তাকে কিনা ভিটেছাড়া কল্লে হে! ব্যাটার নরকেও স্থান হবে না।

৩য় প্রতি। আরে বাড়ীটা যে বলেনের মায়ের জীবনস্বত্ব ছিল তা কে জানতো! বলেন সেদিন বলছিল যে, তার মাও কোনদিন সে কথা তাকে বলেন নি—কিছু তো বুঝতে পাল্লুম না।

৪র্থ প্রতি। এটা আর বুঝতে পাল্লে না?—নিশ্চয়ই ব্যাটা জালটাল কিছু করেছে।

২য় প্রতি। না—অতটা নাও হতে পারে। জাল করা কি মুখের কথা।

১ম প্রতি। আরে তুমি জান না—ওর নাম হরগোবিন্দ চৌধুরী—ও ও বুড়ো সব করতে পারে—এহেন কর্ম্ম নেই যা ওর দ্বারা হয় না।

৩য় প্রতি। দেখ দেখি একবার নিতাইয়ের কথা—বলে কিনা জাল করা কি মুখের কথা! আরে ওর মত জমিদাররা জাল করা কেন—খুন কত্তেও ভয় পায় না; তারিণী চক্রবর্ত্তীর অকস্মাৎ অন্তর্ধানটাও আমার মনে হয় ঐ বেটারই কারসাজি।

১ম প্রতি। নিশ্চয়—তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ আছে!

৪র্থ প্রতি। ওহে—ঐযে ওঁরা সব আসছেন ; আহা—এ দৃশ্য দেখলে বুক ফেটে যায়!—এস আমরা একটু তফাতে দাঁড়াই।

[প্রতিবাসিগণের প্রস্থান]

(ভট্টাচার্য্য, দীননাথ, বলেন্দ্র, লীলা, শিশুক্রোড়ে করুণাময়ী ও কতকগুলি প্রতিবাসিনীর একে একে প্রবেশ)

ভট্টাচার্য্য। এস সব—আর বিলম্ব করো না—এদিকে যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

দীননাথ। বলেন—বাবা, সময় কত হলো ?

বলেন্দ্র। (ঘড়ী দেখিয়া) দশটা বাজতে দশ মিনিট।

দীননাথ। তবে আর দেরি নয়—আমি বাইরে গিয়ে জিনিষ পত্রগুলো রওনা করিগে।

[দীননাথের প্রস্থান]

ভট্টাচার্য্য। (লীলার প্রতি) মা আর দেরি নয়—শীগ্‌গির কথাবার্ত্তা সব সেরে নেও।

(নিকটস্থ নানাবিধ দ্রব্য কৃষকরমণী ও দুঃস্থ প্রতিবাসিনীদিগকে লীলার বিতরণ)

লীলা। হানিফের মা—এই নাও বাছা—তোমার হানিফকে এই কাপড়গুল দিও। সেদিন সে আমার কাছে চেয়েছিল। (বস্ত্র প্রদান)

হানিফের মা। মা—তুমি রাজরাজেশ্বরী হয়ে আবার যেন এখানে ফিরে এস।

লীলা। কাদুপিসী—মায়ের এই থান কাপড়গুল তুমি নেও, এগুল আর কাকে দেব—মা তোমায় বড় ভালবাসতেন—তুমিই নেও। (বস্ত্র প্রদান)

কাদু। বেঁচে থাক মা—সুখে থাক—হাতের নো, সিঁথের সিন্দুর অক্ষয় হোক।

লীলা। বিনি—এদিকে আয়—এই নে, এই গেলাসটায় জল খাস।

বিনি। না মাসিমা, ও খোকার গেলাস—খোকা বড় হয়ে ওতে জল খাবে।

লীলা। তুই নেতো—খোকা বেঁচে থাক—খোকার আবার হবে। (গেলাস প্রদান) পুঁটী—তুই এই বাটিটা নে বাছা। (বাটি প্রদান) ও লক্ষ্মী—লক্ষ্মী (লাঠিতে ভর দিয়া এক বৃদ্ধার অগ্রসর) এই নাও বাছা—এই দুখানা কাপড় আর এই কলাইকরা বড় বাটিটা—ওতে এক বাটী চাল আছে।

লক্ষ্মী। আহা মা—তোমরা দয়া করে দুটো খেতে দিতে বলে আজও লক্ষ্মীবুড়ী বেঁচে আছে, তোমরা চলে গেলে বুড়ী কি আর বাঁচবে! (ক্রন্দন) খেতে না পেয়ে বুড়ী মরে যাবে। ওরে—স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা দেশছাড়া হলো রে!

(লীলার এবম্প্রকার নানাবিধ দ্রব্য বিতরণ)

বলেন্দ্র। ভট্চায্যি ম'শাই, আমরা তো চল্লুম—জিনিষ পত্র যা কিছু রইলো, তার মধ্যে যেগুলো দরকারি বুঝবেন সেগুলো আমার শ্বশুর-বাড়ীতে মাধবকে দিয়ে রাখিয়ে দেবেন।

ভট্টাচার্য্য। সে সব আমি ঠিক করে রাখবো—তুমি ভেবো না।

বলেন্দ্র। কিন্তু—ঐ বড়ঘরে যে বড় সিন্দুকটা আছে—ওটা আপনাকে নিতে হবে, আর কোণেরঘরের ছোট তক্তাপোষখানা হৃদয়কে দেবেন। হ্যাঁ—বাইরে যে টেবিল-চেয়ার আছে, সেগুলো কালাচাঁদকে দেবেন—তার পড়বার সুবিধে হবে, আর সেই যে ভাঙ্গা আল্মারিটা, সেটা নিতাইকে দেবেন—সে মেরামত করে নেবে। ভাল কথা—পাখী দুটো মাধবদাকে দেবেন।

ভট্টাচার্য্য। গরুগুলোর কি ব্যবস্থা করলে?

বলেন্দ্র। হ্যাঁ—ঐ দেখুন, তাড়াতাড়িতে আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলুম। বড়গরুটা আপনি নিজে নেবেন, লক্ষ্মীটাকে মাধবদার কাছে রেখে দেবেন, আর বাছুরটাকে করিমকে দেবেন—সে চেয়েছিল—তার একটা হেলেগরু মারা গ্যাছে।

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা—বাবাজী, আর যা যা কত্তে হবে কোলকেতায় পৌঁছে আমায় পত্রে জানাবে, এখন সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়—তোমরা তুলসীতলায় প্রণাম করে চল—পূর্ণকুম্ভ আর মৎস্য দরজায় আছে দেখে পাল্কীতে লীলাকে আর খোকাকে উঠিয়ে দেবে চল—বাবা।

বলেন্দ্র। (লীলার প্রতি) ওগো—এস, তুলসীতলায় প্রণাম করবে এস। (বলেন্দ্র ও লীলার তুলসী প্রণাম)

বলেন্দ্র। (প্রণতাবস্থায়) বাস্তুদেব—আজ বিদায় দাও, জন্মশোধ তুমি এই শেষ প্রণাম গ্রহণ কর, আর—যদি তুমি কখনও দিন দাও, যদি কখনও প্রচুর অর্থ দাও—যদি আবার এই হতভাগ্য সন্তানদের দেখতে ইচ্ছা হয়—তবে আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর—এইখানে জন্মেছি—যেন আবার এইখানে এসে তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি। (প্রণাম ও উত্থান)

লীলা। (প্রণতাবস্থায়) মা গো! আজ আমাদের—জন্মের মত বিদায় দিচ্ছ কেন মা? আমরা চলে গেলে—কে আর তোমার স্থান পরিষ্কার করবে—কে আর তোমায় জল দেবে—কে আর তোমায় সন্ধ্যায় প্রদীপ দেবে? মা গো! আমার এই বড় সাধের বাস্তু ছেড়ে যেতে যে বুক ফেটে যাচ্ছে—আরতো সহ্য হয় না মা—কিন্তু, শুধু আজকের মত—আজকের মত আমায় বল দাও—জন্মশোধ প্রণাম করে চলে যাবার ক্ষমতা দাও মা।

ভট্টাচার্য্য। (রুদ্ধ কণ্ঠে) বলেন—বাবা, আর দেরি কি?

বলেন্দ্র। না—উনি প্রণাম কোচ্ছেন।

লীলা। মা গো! আরতো সময় নেই মা—আমার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। (প্রণামান্তে) যেখানেই যাই মা—যে ভাবেই থাকি—ওঁকে আর খোকাকে সুখে রেখ মা—এ কষ্টের উপর আর কষ্ট দিও না মা; (উঠিয়া) চল।

বলেন্দ্র। (লীলার প্রতি) দেও—এ দরজাটায় তালা চাবি লাগিয়ে দেও। (লীলার চক্ষু অশ্রুময় থাকায় তালায় চাবি লাগাইবার বৃথা চেষ্টা)

কানু। (অগ্রসর হইয়া) দেও মা, আমাকে চাবিটা দেও—আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আহা—বাছা চোখের জলে কিছুই দেখতে পাচ্চে না।

(কানুপিসির চাবি লইয়া তালা বন্ধ করা)

বলেন্দ্র। (কানুপিসির প্রতি) দিন—চাবিগুলো দিন। (চাবি লইয়া মাধবের নিকট অগ্রসর হইয়া) মাধবদা—এই চাবি নিয়ে রাখ, কাল পরশুর মধ্যে ভট্চায্যি ম'শাই যে যে জিনিষ দেখিয়ে দেবেন—সেগুলো সব তোমাদের ওখানে নিয়ে রেখে দিও।

মাধব। ও কাজ আমায় দিয়ে হবে না। তোমরা বাড়ী ছাড়ে গেলি আমি আর কিছুতিই এ ভিটে মুহো হোতি পারবো না—আমার হাত পা সব কালায়ে যাচ্ছে।

বলেন্দ্র। তবে ভটচায্যি ম'শায়—চাবির গোছাটা আপনার কাছেই রাখুন——

ভট্টাচার্য্য। দেও। (চাবি গ্রহণ)

বলেন্দ্র। মাধবদাকে দিয়ে এখন কোন কাজই হবে না—ওর প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে—আমার যদি আজ ক্ষমতা থাকত তবে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম। তখন থেকে দেখছি—ঐখানে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

ভট্টাচার্য্য। আহা—মাধবের সরল প্রাণ আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

মাধব। আমি আর এহেনে থাকৃপো না—কিছুতিই থাকৃপো না—থাকৃতি পারবো না ; যে দেশে মানুষ নেই—সে দেশে কি থাহা যায় ? তোমারগে কাছে যদি থাকতি দ্যাও তো তোমারগে সোঙ্গে যাতি পারি।

বলেন্দ্র। মাধবদা, তোমায় নিয়ে যাব সে ক্ষমতা তো এখন আমার নেই।

মাধব। (দাঁড়াইয়া) তা নেবানা জানি—উঃ দিদিমণিরে তোরে না দেহে আমি কেমন করে এহানে থাকপো—(ক্রন্দন)

লীলা। (অঞ্চলপ্রান্তে অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে মাধবের নিকট গিয়া) মাধুদা—তুমি বাবার কাছে থাক—ভগবান যদি কখনো দিন দেন তবে তোমায় নিয়ে যাব—আর তুমি গেলে মায়ের চলবে কি করে—তাঁদের যে বড় কষ্ট হবে—তুমি কেঁদ না।

মাধব। ওরে—আমার সব মরে ছাড়ে গ্যালো আর এই দেখ্‌তি কি পরমেশ্বর আমারে বাচায়ে রাহিলো ! দিদিমণিরে, তোর বিয়ের রাত্তিরি মোছলমানরা যে ঠ্যাঙ্গান্‌ডা ঠ্যাঙ্গাইলো—ওরে তাইতি আমার পেরাণডা বার ওয়ে গ্যালো না ক্যানো—তা হোলিতো তুরগে এই আবস্থা আর দেখতি হোতো না ! (ক্রন্দন)

ভট্টাচার্য্য। ছি—মাধব, যাত্রার সময় কাঁদছো কেন ?

মাধব। ঠাহুর—আজ কাঁদবো না—তবে আর কাঁদবো কোন দিন ? পেরাণডা যে বার ওয়ে গ্যালো !

ভট্টাচার্য্য। বলেন—বাবা, আর বিলম্ব নয়—এইবার বারবাড়ী চল।

(সকলের বহির্ব্বাটী গমনোপক্রম)

ওঁ দুর্গা দুর্গা দুর্গা—সিদ্ধিদাতা গণেশ—মাধব—ওঁ শ্রীহরি শ্রীহরি।

[মাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

মাধব। চলে গ্যালো—পুরী আঁধার কোরে চলে গেল! ওরে—ও আনন্দ ঠা'রোণ—এগ্‌বার চায়ে স্থাহো—স্বগ্‌গেত্তে এগ্‌বার চায়ে স্থাহো—তোমার সোণার পুরী—আজ অন্ধোকার! ওরে—ওঁ হরোগোবিন্দ—ও জমিদার—ও বড়নোক, দেহে যা—দেহে যা—তোর কীর্ত্তিডে এগ্‌বার দেহে যা—সোণার সোংসারডা তুই কি করিছিস এগবার দেহে যা! তোর শহুনির মতো চোখ দুডো সার্থক হবেরে—সার্থক হবে! পুরীতো শ্মশান অয়ছে—তবে আর দেরি কত্তিছিস ক্যানো—এইবার আয়, বুনির ভিটে দহোল নিতি একবার এই শ্মশানপুরীর মদ্দি আয়, ঐ দেখ্—আনন্দ-ঠারোণের চিতে আবার জ্বলে ওঠেছে—আয়, তোরে ঐ চিতের আগুনির মদ্দি জ্যাস্তো ঠাসে পোড়ায়ে মারি!



তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

মালতীর কক্ষ।

(মালতীর সহিত ভবেশের গেলাস হস্তে প্রবেশ)

মালতী। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি—আমার উপর আর তোমার সে টান নেই, তুমি যেন কি একরকম হয়ে যাচ্ছ! আচ্ছা—ভাই, আমার গাছুঁয়ে বল দেখি—তুমি কি আমায় ভালবাস?

ভবেশ। মালতি—তোমার জন্যে আমি এত টাকা খরচ কচ্ছি, তবুও তুমি এ কথা বল?

মালতী। টাকা খরচ কল্লেই কি ভালবাসা দেখান হয়? আমি টাকা পয়সা কিছুই চাইনে—আমি তোমাকে চাই।

ভবেশ। (পানান্তে) বটে! তা বেশ—আমাকেও তো পেয়েছ।

মালতী। তোমাকে পেয়েছি সত্যি, কিন্তু—ভাই, তোমার মন এখনও পেলুম না।

ভবেশ। মালতি—এ সব কথা ছেড়ে দাও—আমার ভাল লাগ্‌ছে না—আমাকে আর একটু এনে দাও।

মালতী। তা ভাল লাগবে কেন?

ভবেশ। রাগ করলে নাকি?

মালতী। রাগ আর কার উপর করবো?

ভবেশ। তবে কি—দুঃখু হল?

মালতী। যাও!

ভবেশ। দেখ ভাই—সত্যি বল্‌ছি—তোমার এই অভিমানের অভিনয়টা এখন আমার মোটেই ভাল লাগছে না—আপততঃ ডিকেণ্টারটা এখানে আনতে বল দেখি।

মালতী। এই দেখ—তুমি আমার কথা শুনছো না—বল্লুমতো এখন আর দেব না।

ভবেশ। আমি তোমার কথা শুনছি নে—না তুমি আমার কথা শুনছো না? দেবেনা বল্লেই কি পার পাবে—তোমাকে দিতেই হবে—তুমি বেহারীকে আনতে বল।

মালতী। তোমার ও আহ্লাদে চাকরকে আমি বলতে পারবো না—বলতে হয় তুমি বল।

ভবেশ। আহ্লাদে চাকর—হাঃ—হাঃ—হাঃ! তুমি জাননা—ব্যাটা ভারি ওস্তাদ, আচ্ছা আমিই ডাকছি—(সুর করিয়া) বেহারি—ই-ই-ই—

(নেপথ্যে) বেহারী। আজ্ঞে এঁ—এঁ—এঁ—

ভবেশ। বেহারি—ই—ই।

(নেপথ্যে) বেহারী। আজ্ঞে—এ—এ—

ভবেশ। বেহারিঃ?

বেহারী। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞেঃ।

মালতী। মরণ আর কি—বেটার রকম দেখ না!

ভবেশ। ওরে—ডিকেণ্টারটা নিয়ে আয়তো।

বেহারী। যে আজ্ঞে।

[মালতীর পশ্চাতে বিদ্রূপভঙ্গী করিয়া বেহারীর প্রস্থান]

ভবেশ। তুনিদা তাদের আনতে গেল—তা অনেকক্ষণ তো হলো—কৈ এখনও এলোনা?

মালতী। হুঁ—অনেকক্ষণ গেছে, এখনিই আসবে বোধ হয়।

(বিকৃত ভঙ্গী করিয়া ডিকেণ্টার ইত্যাদি সহ বেহারীর প্রবেশ ও ভবেশের নিকট তৎসমুদয় স্থাপন)

মালতী। আ-হা-হা—রকম দেখনা! পোড়ারমুখো আব্দার পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে—দূর হ আমার সামনে থেকে।

[অন্তরালে বিকট মুখভঙ্গী করিতে করিতে বেহারীর প্রস্থান]

(গেলাসে মদ্য ঢালিয়া ভবেশের পান)

মালতী। দেখ—অতটা করে একবারে খেওনা।

ভবেশ। আচ্ছা মালতি—তোমার মদ খেতে ইচ্ছে করে না?

মালতী। একটুও না।

ভবেশ। সে আমি বারণ করি বলে—তা না হলে, এতদিনে তুমি আমাকেও ছাপিয়ে উঠতে!

মালতী। আ-হা-হা—আমি বুঝি তোমার বারণের জন্যে খাইনে? আমার ও খেতে ইচ্ছেই করে না—ওর গন্ধে আমার ন্যাকার উঠে আসে। (পায়ের শব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি ওরা সব এলো; দেখ—তুমি আজ বেশী খেয়ে মাতাল হয়ে প'ড়োনা।

ভবেশ। তুমি রোজই আমাকে মাতাল দেখ!

(নেপথ্যে) ভজা-মাতাল। সাধু সাবধান—চোর যাচ্ছে!

মালতী। (সভয়ে) ওগো—আমি ওঘরে চল্লুম—ভজা-মাতালটা আসছে!

ভবেশ। কেন—ভয় কি?—বোস না।

(পিঞ্জরে কুক্কুট হস্তে ভজগোবিন্দের প্রবেশ)

ভজ। পড় রাধাকৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ—কৃষ্ণকৃষ্ণ—রামরাম বল—পড় বাবা—আত্মারাম! (চুমকুড়ী)

ভবেশ। কি ভজগোবিন্দ—হাতে ও কি পাখী?

ভজ। রামপাখী বাবা—রামপাখী। (মালতীর প্রতি) কিরে বেটী—আমায় দেখে ভয় পাচ্ছিস্ ? দেখ্ দেখি—কেমন পাখী পড়াচ্ছি ; পড় রাধাকৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ—কৃষ্ণকৃষ্ণ—রামরাম বল।

ভবেশ। তা ভজগোবিন্দ—মুরগী কি কখন রাধাকৃষ্ণ পড়তে পারে ?

ভজ। কেন পারবে না বাবা ? তোমরা শিখিয়ে পড়িয়ে যদি এই সব এক এক রাইকিশোরীর শ্রীমুখ দিয়ে পবিত্র প্রেমেরবুলি ফোটাতে পার—আর তাই শুনে একেবারে আনন্দে স্বর্গসুখ পাও—তবে আমি রামপাখীর ঐ শ্রীঠোঁট দিয়ে রাধাকৃষ্ণবুলি কেন ফোটাতে পারবো না বাবা ?—আর তাই শুনে একেবারে মোক্ষ প্রাপ্তিটাও আমার কেন হবে না বলতো ? (মালতীর প্রতি) কৈরে বেটী—তোর মা কোথায় ?

মালতী। ও ঘরে আছে—দেখ গে।

ভজ। বেটী তাড়াতে পাল্লে বাঁচে। (নৃত ভঙ্গীতে পাখীর প্রতি) পড় রাধাকৃষ্ণ—কৃষ্ণরাধা—রাধারাধা—কৃষ্ণকৃষ্ণ !

[ভজগোবিন্দের প্রস্থান]

মালতী। দেখ ভাই—ওকে আমার বড় ভয় করে।

ভবেশ। হুঁ—তাতো করবেই, খাঁটী কথা বলে কিনা ! মুরগীকে রাধাকৃষ্ণ পড়ানর মানেটা বুঝতে পাল্লে কি ?

(একজন বৃদ্ধ ও চারজন যুবক বন্ধুর উজ্জ্বলবেশে চুনির সহিত প্রবেশ)

১ম যুবক। হে—হৈ ! কি বাবা—আর একটু ত্বর সইল না— এর মধ্যেই একলাটি আরম্ভ করে দিয়েছ—দিব্বি ঢুকু ঢুকু খাচ্ছ ?

ভবেশ। আরে খাচ্চি কৈ—খেয়েছিতো সেই প্রথম দিন— তারপর থেকে এতো খোঁয়াড়িই ভাঙ্গছি !

২য় যুবক। আপনার খোঁয়াড়ি ভাঙ্গা আর শেষ হচ্চে না দেখছি !

৩য় যুবক। আরে—তুই ও রসে বঞ্চিত—তুই ওর মর্ম্ম জানবি কি করে ?

(ভবেশের ও মালতীর উঠিয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা করন ও অনেকের উপবেশন)

ছুনি। নেও ভাই—সব সুরু করে দেও—আমি খাবারদাবার ব্যবস্থা করে আসি।

৪র্থ যুবক। বলি—খাবারদাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে যাচ্ছ—না ওদিকে—(গাঁজা টেপার সঙ্কেত)

ছুনি। আরে—গাঁজা হলো নেশার রাজা—বাবা, ত্বরিতানন্দ !—তুই তার কি জানবি বল্ ?

৪র্থ যুবক। আরে—বাবা, ও এক পয়সার শুকনো নেশা—না জানাই ভাল।

ছুনি। (বৃদ্ধের প্রতি) ঠাকুর্দা—দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বোস না।

[ছুনির প্রস্থান]

ভবেশ। মালতি—আর কেন—সবাইকে দাও—খাতির কর।

১ম যুবক। হ্যাঁ বিবিসাহেব, একটু মেহেরবানি কর, অনেকদূর থেকে আসছি—গলাটা শুকিয়ে একবারে যে কাঠ হয়ে গেল !

(দ্বিতীয় যুবক ব্যতীত সকলকে মদ্য প্রদান ও সকলের পান)

১ম যুবক। এইবার বিবিজানের একটা গান টান হোক—

মালতী। আজকে আমার গলাটা ধরে গেছে—আজ আপনার একখানা হোক। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কে আছিস—হারমোনিয়ামটা আর বাঁয়াতবলা জোড়া ওঘর থেকে নিয়ে আয়।

(নেপথ্যে) বেহারী। আজ্ঞে যাই।

১ম যুবক। না—আমার গান টান আজকে হবে না, ভবেশ—ভাই, তোমার জিনিষ—তুমি বল।

ভবেশ। আরে গাইবে এখন—ব্যস্ত হচ্চ কেন ? (সকলকে সিগারেট-প্লেট অগ্রসর করিয়া দিয়া) নেও ভাইসব—সিগারেট ধরাও। (বেহারীর বিকৃত ভঙ্গীতে হারমোনিয়ম ও বাঁয়া তবলা আনয়ন)

বৃদ্ধ। বাঃ—ভবেশ ! এ জীবটী দেখছি তোমার নিত্যি নতুন !

[বাদ্য ইত্যাদি রাখিয়া বেঁহারীর প্রস্থান]

ভবেশ। (মালতীর প্রতি) নেও ভাই—এইবার একখানা গান সুরু কর।

মালতী। বাঃ—এ মন্দ নয় ! (হারমোনিয়ম গ্রহণ)

৩য় যুবক। কৈ—বাঁয়া-তবলা জোড়া এদিকে দাও না—(বাঁয়া তবলা গ্রহণ ; মালতীর হারমোনিয়মে কীর্ত্তনের সুর বাজান)

৪র্থ যুবক। এ্যাঃ—কীর্ত্তন ! ফূর্ত্তি কত্তে এসে বাবা—হরিনাম শুনতে হবে ? একটা নিধুবাবুর কি সরিমিঞার টপ্পাটুপ্পি ছাড়—তবেতো আসর জমবে।

৩য় যুবক। নিদেন একখানা থিয়েটারের গানই ধর—ও কীর্ত্তনের সঙ্গে বাঁয়াতবলায় সঙ্গত ভাল হবে না।

২য় যুবক। না হয়—ঠাকুর্দা আছেন খোল ধরবেন এখন।

মালতী। আমি কীর্ত্তন ছাড়াতো অন্য গান ভাল জানি না।

১ম যুবক। ভবেশ কীর্ত্তন ভালবাসে বলে ওকে শুধু তাই শিখিয়েছে।

২য় যুবব। আহা—কীর্ত্তনের তুল্য কি আর সুর আছে ! যদি বাঙ্গালীর সঙ্গীত রাজ্যে নিজস্ব কিছু থাকে তবে সে কীর্ত্তন ; আহা—সে কি সুন্দর—কি মধুর—কি করুণ !——আপনি ধরুণ।

৪র্থ যুবক। তোমার যে দেখছি, শুনতে না শুনতেই ভাব লেগে গেল !

২য় যুবক। কি জান—তোমরা যেমন ছিপিটা খুল্লেই আনন্দে মাতোয়ারা হও—আমিও তেমনি কীর্ত্তনের সুর শুনলেই ভাবে বিভোর হই—সেই জন্যেই তোমাদের সঙ্গে এখানে আসা।

১ম যুবক। বেশ বাবা—বেশ! আর কিছুদিন এই আমাদের মত সজ্জনের সঙ্গতি কল্লে, দুস্তর ভবসাগর একেবারে এক ঝিকের পার হয়ে যাবে! তোমার কৈবল্য প্রাপ্তির আর বড় বেশী দেরি নেই!

৩য় যুবক। আঃ—তোমরা সব আরম্ভ করলে কি—থাম না! নেও ভাই, তোমার যা প্রাণে আসে গাও—আমোদ করা নিয়ে বিষয়।

মালতীর—গীত।

"প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমল মধু পানম্॥
বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্ত রুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্॥
স্ফুরদধর সীধবে, তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন চকোরম্॥
ত্বমসি মম ভূষণম্, ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্॥
ভবতু ভবতীহময়ি, সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নম্॥
স্মর গরল খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ পল্লবমুদারম্॥
জ্বলতিময়ি দারুণো মদন কদনানলো
হরতু তদুপাহিত বিকারম্॥"

২য় যুবক। বাঃ বাঃ—অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! আহা—জয়দেব গান লিখে সমস্ত বাঙ্গালীর প্রাণ জয় করে গেছেন!

১ম যুবক। তা যান—(মালতীর প্রতি) বিবিসাহেব, মুখকমলমধু আমরা চাইতে পারি না, কিন্তু আমাদের এখন—(ঐ গানের সুরে)

পিপাসা প্রবলানল   দহতি গলা দারুণম্।

দেহি বোতলকমল মধু পানম্॥

(দ্বিতীয় ব্যতীত সকলের হাস্য, ঈষৎ হাস্যে মালতীর গেলাসপূর্ণ করা)

ভবেশ। বাহবা শৈলেন—বাহবা কি বাহবা—বেশ বলেছ—সুন্দর বলেছ !

২য় যুবক। না ভাই—অমন করে গানটাকে খারাপ করা উচিত নয়।

ভবেশ। আরে—তুমি তো বোতলকমলমধু কখনো পান করনি—তুমি সে রস বুঝবে কি করে ?

১ম যুবক। হ্যাঁ বাবা—তাহলে তুমি বুঝতে—যে, গানটাকে খারাপ কল্লুম—না—আরও ভাল কল্লুম। কিন্তু ভবেশ, এবার ও দেবং ভাষাং রেখেং একটা সহজ বাংলায় গাইতে বলং—ও বাবা, বুঝেং ওঠাং বড় কঠিং !

৪র্থ যুবক। হ্যাঁ বিবিজান—একখানা বাংলা ধর।

(তুনির প্রবেশ ও সকলের আনন্দে চীৎকার ও তুনির উপবেশন)

৩য় যুবক। আরে এতক্ষণ কোথায় ছিলে—তুমিদা ?

(মালতীর হস্ত হইতে পূর্ণগেলাসশোভিত টিটার লইয়া তুনির মধ্যস্থলে স্থাপন)

তুনি। আরে আমি না থাকায় তোমাদের ফূর্ত্তির তো কিছু কমতি দেখছি নে ! এখন নেও—যে যার গেলাস নেও ভাই।

(দ্বিতীয় ব্যতীত সকলের মদ্যপান)

ভবেশ। এঃ—এ যে একেবারে জল ! আর একটু এতে ঢাল।

(ভবেশের পাত্রে তুনির আরও মদ্য প্রদান)

মালতী। কি কচ্ছো ?—সেই বিকেল থেকে মদ খাচ্ছে !

ভবেশ। (গানান্তে) থাক্—তোমার আর অত আধিক্যেতা জানিয়ে কাজ কি?—এখন একটা বাংলা ধর দেখি।

মালতী। আমার শরীরটা ভাল নেই—তোমরা কেউ গাও না।

ভবেশ। সে শুনছি নে—ষাঁড়ের চীৎকার ঢের শুনেছি, তোমাকে গাইতেই হবে—আসর ফাঁক দিলে চলছে না—ফূর্ত্তি কর—ফূর্ত্তি কর!

মালতী। তবে তুমিই একটা গাও না।

ভবেশ। না—তোমাকেই গাইতে হবে। ফূর্ত্তি কর—আসর ফাঁক না যায়—ফূর্ত্তি কর।

১ম যুবক। কি জান, শাস্ত্রে বলে—ফূর্ত্তিনাং নরানাং প্রাণাঃ, অতএব—

সকলে। ফূর্ত্তি কর—ফূর্ত্তি কর—ফূর্ত্তি কর—

বৃদ্ধ। তোমরা একটু চুপ কর—স্থির হয়ে গানটা শোন—

মালতীর—গীত।

"সুখের লাগিয়া পীরিতি করিনু—শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুঃখ হবে বলে কোন অভাগিনী জানে॥
সই! পীরিতি বিষম মানি—
এত সুখে এত দুঃখ হবে বলে স্বপনে নাহিক জানি॥
সেহেন কালিয়া নিঠুর হইল, কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে, সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডিদাস কহে, শুন বিনোদিনী, মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন, শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥"

অনেকে। এন্‌কোর্—এন্‌কোর্।

মালতী। বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি কি দিলে হইবে ভাল ॥

১ম যুবক। (মালতীর নিকট গেলাস অগ্রসর করিয়া—ঐ গানের স্বরে)
শোননা যে বুদ্ধি দিতেছি এখন এক ঢোক খেয়ে ফেল।
তোমার হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি এখনি হইবে ভাল ॥

ভবেশ। বাহবা শৈলেন—বেঁচে থাক বাবা! তুমি চণ্ডিদাসকেও হার মানালে! কিন্তু সব চুপ করলে কেন? ফূর্ত্তি কর—ফূর্ত্তি কর—জমে আসছে—ফূর্ত্তি কর——

(বীভৎস্য মুখে বেহারীর টেলিগ্রাফ হস্তে প্রবেশ)

বেহারী। টেলিগ্রাফ!

(দ্বিতীয় যুবকের টেলিগ্রাফ গ্রহণ)

ভবেশ। কি বাবা—কার টেলিগ্রাফ?

২য় যুবক। আপনারই তো দেখছি।

ভবেশ। আমার টেলিগ্রাফ?—তবে ও থাক্, এখন ফূর্ত্তি কর—ফূর্ত্তি কর।

তুনি। (দ্বিতীয়ের প্রতি) খুলে দেখ না।

২য় যুবক। (খুলিয়া পাঠ) আর ফূর্ত্তি কর! Father seriously ill, death may come any moment, come immediatly—আপনার বাপের অবস্থা ভাল নয়—আজই আপনার যাওয়া উচিত।

ভবেশ। এখন ফূর্ত্তি কর—আজ বাবা মরে মরুক—আমি কাল ভাল ভাল ডাক্তার নিয়ে যাব—the best physicians that I can get here, এখন ফূর্ত্তি কর—ফূর্ত্তি কর।

২য় যুবক। (স্বগত) উঃ—মদের কি বিচিত্র গতি—মানুষকে একেবারে পশুর অধম করে ফেলে! বলে কিনা—বাপ আজ মরে মরুক, কাল ডাক্তার নিয়ে যাবে! নাঃ—আর এখানে আসবো না—এখনি এস্থান ত্যাগ করি। (উত্থান)

ভবেশ। কি বাবা—ফূর্ত্তি ভাল লাগলো না? বিড় বিড় করে কি সাপের মন্তর আউড়ে যাচ্ছ চাঁদ? (উঠিয়া) আজ কিছুতেই যেতে দেব না—আজ বাবা, সকলে মিলে হাঁ করিয়ে তোমায় মদ খাওয়াব।

[দ্বিতীয় যুবকের দ্রুত প্রস্থান ও ভবেশের টলিতে টলিতে পশ্চাদ্ধাবন ও প্রস্থান]

৩ জন যুবক। ধর শালাকে—মার শালাকে—মার—মার—

[৩ জন যুবকের তাকিয়া নিক্ষেপ ও টলিতে টলিতে পশ্চাদ্ধাবন ও প্রস্থান]

বৃদ্ধ। ও বাবা—এযে ফূর্ত্তি একেবারে গড়িয়ে চললো! নাঃ—আজ এই উদর নামক বৃহৎ হোমকুণ্ডে আহুতি দেবার ব্যবস্থাটা দেখছি আর হলো না! তাতে আবার অমন য়্যাপিটাইজারের আহুতি পেয়ে ক্ষুধা অনলটাও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে—দেখি এখন ঘরে গিয়ে পান্তা দিয়ে যদি ঠাণ্ডা করতে পারি! [বৃদ্ধের প্রস্থান]

চুনি। (উঠিয়া) মালতি—বেহারীকে ডেকে এ ঘরটা পরিষ্কার করতে বল—আমি যাই দেখি— [চুনির প্রস্থান]

মালতী। বেহারি—বেহারি? (বেহারীর প্রবেশ) বিছানাটিছানা সব নিয়ে ওঘরে পেতে দে—আর জিনিষপত্র সব আলমারিতে তুলে রাখ্‌গে। [মালতীর প্রস্থান]

বেহারী। (একটা মানিব্যাগ লইয়া) এইযে বাবা—একটা মনিব্যাগ ফেলে গেছে!

[কটিবস্ত্রে মানিব্যাগ লুকাইয়া বিছানা ইত্যাদি লইয়া বেহারীর প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতাস্থ বাসা-বাটীর একটী ঘর।

(মলিনবেশে সুপ্ত শিশুক্রোড়ে লীলার প্রবেশ)

লীলা। এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে এই ঘুমিয়ে প'ড়ল—এখন একটু শুইয়ে দি। কিন্তু আজ যে রকম টিপ্ টিপ্ করে সেই ভোরবেলা থেকে বিষ্টি হচ্চে, তাতে এই একতলার স্যাঁৎসেতে মেজেতে খোকাকে কি করে শোয়াই? এই সেদিন অমন অসুখ থেকে উঠেছে—এখন এই ভিজে জমিতে শোয়ালে আবার না অসুখে পড়ে। কিন্তু আর যে পারিনে, আজ দুদিন খোকাকে বুকে করে কাটিয়েছি, সমস্ত গায়ে ব্যথা হয়েছে—আর যে পারিনে। তক্তাপোষখানা ছিল—তাও সেদিন বিক্রী করে এ কদিন সংসার চলেছে। (ছিন্ন কন্থা ও ছিন্ন বস্ত্রাদি ভূমিতে বিছাইতে বিছাইতে) আরতো চলেনা; ওঁর হাতে একটীও পয়সা নেই—চাকরিটা গিয়ে অবধি যেখানে যা ছিল সর্ব্বস্ব বিক্রী করে এ ক'মাস চলেছে—এখন উপায়? (খোকাকে শয়ন করাইয়া শয্যার চারিদিকে হাত দিতে দিতে) না—কাপড় চোপড় যা ছিল সব দিয়ে তো বিছানা করলুম—কিন্তু তবুও মনে হচ্চে বিছানাটা ভিজে উঠ্ছে! আর তো কিছু নেই;—কোলে করেই থাকি। (শিশুকে কোলে লইয়া) উনি এলে কারো কাছ থেকে একখানা ফালি তক্তা জোগাড় করতে হবে;—আচ্ছা, উনি হঠাৎ গেলেন কোথা? কাল থেকে কিছুই খেতে পাননি—কি একরকম হয়ে গেছেন; আজ চালের কলসিতে কিছু নেই জেনেও বল্লেন যে—দেখ, ভগবান হয়তো ওতে দুটী চাল রেখে দিয়েছেন—কিন্তু তাতে একটা ক্ষুদকুঁড়োও তো পেলুম না! আমি

নিজে না খেয়ে থাকতে পারি—এই যে, আজ তিন দিন কিছুই খাইনি—কৈ, তাতেও তো আমার খুব কষ্ট হুচ্চে না ! কিন্তু ওঁর খিদের সময় দুটী ভাত কাল থেকে দিতে পাল্লুম না—এ কষ্ট আমি কেমন করে সহ্য করবো ! ঠাকুর—আর কত কষ্ট দেবে—দয়া কি তোমার হবে না ? আমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের সব কষ্টই সহ্য হয়, কিন্তু ঠাকুর—ওঁদের এত কষ্ট সহ্য হবে কেন ? ওঁর জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়—শরীর তো একেবারে যেতে বসেছে, তার উপর কি খাইয়ে খোকাকে বাঁচাবেন তাই ভেবে ভেবে প্রায় পাগলের মত হয়ে পড়েছেন ! ঠাকুর—দীননাথ—দীনের প্রতি দয়া কর—আর কষ্ট দিও না——

(জনৈক প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

প্রতি। কি গো বাছা—আজ তোমাদের রান্না বান্না কি হলো ?

লীলা। কি আর হবে মা—গরীব দুঃখীর ঘরে সব দিন কি হাঁড়ী চড়ে ! দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা—বোস না, আর কোথায় বা বোসতে বলি—যে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মেজে !

প্রতি। না বাছা বেশ আছি। তা—ছেলেটাকে কি খাওয়ালে ?

লীলা। আজ সকালে উনি নিজে গয়লা বাড়ী যেয়ে—তার কত খোশামোদ করে আধসেরটাক্ দুধ খোকার জন্যে চেয়ে এনেছেন, তাই খানিকটা খাইয়েছি।

প্রতি। তা বাছা—গয়লারই বা অপরাধ কি ! সেদিন সে বলছিল যে, তোমরা নাকি তার তিন মাসের দুধের দাম বাকি ফেলেছ, সে আর কত দেবে বল ?

লীলা। না মা—গয়লার দোষ দেব কেন ? আমার বরাতের দোষ, তা না হলে চাকরিটা যায় !

প্রতি। তা—চাকরিটা গেল কেন ?

লীলা। জানইত মা—খোকার কি রকম অসুখটা করেছিল! তিনি সাহেবের কাছে পনের দিনের ছুটী চেয়েছিলেন, কিন্তু সাহেব মোটে দুদিনের ছুটী দিয়েছিল, সেই যায়গায় তাঁর কুড়িদিন আপিস কামাই হয়। তাঁকে নিজে ছেলে নিয়ে ডাক্তারবাড়ী যেতে হতো—বিকেলে আবার ডাক্তারকে খবর দিয়ে আসতে হতো—গরম জল করে সেঁক দিতে হতো—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হতো—তার উপর আবার সংসারের কাজ আছে; এত কাজ আমিত আর একলা পারতুম না, বিশেষ বাইরের কাজতো আর আমি পারিনে—সাহেব সে সব কথা শুনবে কেন?—তার একটু কাজের ক্ষেতি হয়েছে—আর অমনি জবাব! (স্বগত) চাকরি গেছে—তা যাক, কিন্তু হরির ইচ্ছেয় খোকা যে অত বড় ব্যারাম থেকে বেঁচে উঠেছে এই ঢের! চাকরি গেছে—আবার হতে পারে, কিন্তু খোকা—ওঃ—না—সে কথা আমি ভাবতেও পারি নে!

প্রতি। তা বাছা—আপিসের চাকরি—অত কামাই কল্লে চলবে কেন? তা সে কথা যাক, এখন—আমার সেই সেদিনকার আটগণ্ডা পয়সা দাওতো—আমার বড় দরকার পড়েছে; বাড়ীওয়ালা তাগাদা কচ্ছে, তাকে ভাড়া দিতে হবে—তোমাদের মত আমরা অত বাকি ফেলতে পারি না!

লীলা। মা—আজতো আমাদের হাতে একটীও পয়সা নেই, আজ কোত্থেকে দেব? সেদিনকে তুমি ঐ আট আনা দিয়েছিলে বলে, দুদিন সংসার চলেছে—কাল থেকে একেবারে অচল হয়ে আছে।

প্রতি। সে সব কথা বাছা, আমায় আর কেন বলছো? আজকে না পার—কালকে আমি চাই, যেমন করে হোক আটগণ্ডা পয়সা জোগাড় করে দিও।

লীলা। আচ্ছা মা—দেখি।

প্রতি। দেখি-টেখি নয়—কাল চাই-ই।

[প্রতিবাসিনীর প্রস্থান]

লীলা। ওঃ—ভগবান! না খেতে পেয়ে মরাও ভাল তবুও ধার করে খাওয়া ভাল না, কেন যে সেদিনকে আটগণ্ডা পয়সা ওর কাছ থেকে নিতে গিয়েছিলুম! কিন্তু না নিলেও তো আর কোথাও পেতুম না—এখন কি করে শুধি? কালকে বাড়ীওয়ালাও নাকি আসবে—তাকেও তো দুমাসের ভাড়ার টাকা দিতে হবে—কি যে করি! বাবা কুড়িটী টাকা ও মাসে পাঠিয়েছিলেন—তাই মাসটা চললো। তাঁকে সব লিখেছি—কিন্তু তিনিও তো কিছু পাঠালেন না! তাঁকে টাকার জন্যে লিখলেও উনি রাগ করেন—এখন উপায় কি? দীননাথ—কোনদিকে তো কুলকিনারা পাচ্ছি না—কাল সকালে খোকাকে কি খাওয়াব?—না, আর তো ভাবতে পারি না—আমার মাথা ঘুরচে। দয়াময় করুণাময় ঠাকুর—রক্ষা কর, তুমি ছাড়া এ ঘোর বিপদে আর কে রক্ষা করবে? ঠাকুর—আমার খোকাকে বাঁচাও, যদি দিয়েছ ঠাকুর—তবে বাঁচিয়ে রাখ, দিয়ে কেড়ে নিয়ো না। উঃ—আর তো বোস্‌তে পাচ্ছি না!

(খোকাকে বুকে করিয়া মেজের উপর শয়ন; এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে মলিন বেশে কোঁচার খুঁট গায় দিয়া তন্মধ্যে একখানি পাঁউরুটী লুকাইয়া লইয়া বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। লীলা—লীলা—(পুত্র ক্রোড়ে লীলার ভূমি হইতে উত্থান) এই দেখ আমি কি এনেছি! (পাঁওরুটী বাহির করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া) আজকের মতন এই পাঁওরুটী খাও—এই খেয়ে রাক্ষসী ক্ষিধের জ্বালা নিবারণ কর। কেমন করে আনলুম জান?—চুরি করে—

লীলা—চুরি করে! দোকানে কেউ কোথাও ছিল না, তুলে নিয়ে একেবারে দৌড়ে এসেছি—কেউ আমায় দেখতে পায়নি—খাও—তুমি খাও।

লীলা। এঁ্যা—তুমি করেছ কি!—চুরি করেছ? তুমি কি সত্যি সত্যিই পাগল হলে? না-খেয়ে সব সুদ্ধ মরি সেও ভাল, তবুও ও চুরি করা পাঁউরুটী খাব না—ও এখনি ফিরিয়ে দিয়ে এস।

বলেন্দ্র। চুরি করেছি?—তা কি হয়েছে?—পাপ হবে?—পাপ পুণ্য বলে পৃথিবীতে কিছু আছে নাকি? ওসব বিশ্বাস করোনা, যারা সংসারে সুখে আছে—তারাই বলে চুরি করা মহাপাপ! কেন জান?—পাছে তাদের জিনিষ কেউ চুরি করে—বুঝতে পারলে? পাপপুণ্য বলে কিছু নেই—ওসব সমাজের বাঁধনের জন্যে স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টি; তাই যদি থাকতো—তবে আজ কোন্ পাপে আমি এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি? আমার চেয়েও জগতে কত মহা মহা পাপী আছে, কিন্তু তারা তো দিব্বি খাচ্ছে—দাচ্ছে—জুড়ী গাড়ী চড়ে, মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে;—আর আমি? আমি আজ কোন পাপে দুদিন পেটে কিছু না দিতে পেরে খিদের জ্বালায় ছট্ ফট্ করে মরছি? ছেলেটাকে কি খাইয়ে বাঁচাব, তাই ভেবে ভেবে জগৎ অন্ধকার দেখছি? সব স্বার্থপর, আমি স্বার্থপর—তুমি স্বার্থপর—ঐ যে নিদ্রিত অবোধ ক্ষুদ্র শিশু ওও স্বার্থপর—জগৎটাই স্বার্থময়! তবে আমি আমার স্বার্থের জন্যে চুরি করেছি তাতে দোষ কি? একখানা পাঁউরুটী নিয়েছি বলে দোকানদার আমার মত গরীব হয়ে যাবে না; আর গেলই বা—তাতে আমার কি? আমি তো খেয়ে বাঁচি, এখন নেও—তুমি আধখানা খাও—আমি আধখানা খাই।

(পাঁউরুটী ছিন্ন করন)

লীলা। (স্বগত) এঁ্যা একি!—ইনিই কি তিনি?—ইনিই কি তিনি? ওঃ—ওঁরই বা দোষ কি—পেটের জন্যে মানুষ কি না করে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি কি হয়ে গেলে—এসব তুমি কি বলছো?

বলেন্দ্র। বলবো আর কি?—বল্‌ছি—এই আধখানা খেয়ে—আজকের মত পেটের জ্বালা নিবারণ কর।

(আধখানা রুটী লইয়া অগ্রসর)

লীলা। না—আমি ও খাবনা।

বলেন্দ্র। কেন—খেলে পাপ হবে? আমার পাপের ভাগ—তোমায় নিতে হবে না, আমার পাপ নিয়ে আমি একলা জ্বলন্ত নরকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবো—আর তুমি উপরে স্বর্গে বসে দেখো—তোমার এই হতভাগা চোর স্বামী কেমন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়!

লীলা। ওগো—তুমি ওসব কথা বলে কেন আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছ? (খোকাকে শয্যায় রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন্দ্রের পায় ধরিয়া) তোমার পায়ে ধরি—আমায় আর ওসব কথা বলোনা; তুমি কি ছিলে—আর আজ হঠাৎ এ কি হলে?

বলেন্দ্র। আঃ—কি করছো?—পা ছেড়ে দাও।

লীলা। না—কিছুতেই ছাড়ব না, আগে তুমি বল যে—আর ওসব বলবে না? (পায়ের উপর মাথা রাখা)

বলেন্দ্র। না—আর বলবো না—ওঠ। (লীলার উত্থান) লীলা—সাধে কি বলি? ভীষণ দারিদ্র্য রাক্ষস এখন আমায় গ্রাস করেছে—আমাকে কড়্‌মড়্ করে চিবুচ্ছে!

লীলা। ওগো—তা কি আমি জানি না?

বলেন্দ্র। জান বলেই তো বলছি—যারা জানে না, তাদের বলিনা—বল্লেও তারা শোনে না!

লীলা। তা তোমাকে আমি তো বলছি যে—বাবাকে একখানা টেলিগ্রাফ কর।

বলেন্দ্র। না লীলা—ওকথা বলোনা। তাঁরও অবস্থা আমাদের অপেক্ষা বেশী ভাল নয়, তার উপর সক্ষম হয়েও রোজকার করে স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াতে পারিনে—এ যে বিষম লজ্জার কথা, তবুও তিনি নিজেহতে ওমাসে কুড়িটী টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তাই একটা মাস কোন রকমে চালিয়েছ—এখন উপায়? তোমার গহনা পত্রগুল যা দুই এক খানা ছিল, সেসব তো খোকার ব্যায়রামে ডাক্তারের কি আর ওষুধের দাম দিতেই গেছে—এখন তো আর কিছুই নেই—একটা কাণাকড়িও নেই—এখন উপায়?

লীলা। উপায়—বাবাকে একখানা টেলিগ্রাফ করা, তা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই—তা না হলে কাল সকালে খোকাকে কি খেতে দেবে তা কি ভেবেছ?

বলেন্দ্র। ভাবছি নে?—সেই ভাবনাতেই তো আমায় উন্মাদ করে তুলেছে!—কিন্তু টেলিগ্রাফ করবো কি দিয়ে—তারও যে পয়সা চাই!

লীলা। হ্যাঁ—তাও তো বটে! তুমি আর একবার তোমার সেই বন্ধু—সুরেশবাবুর কাছে যাও না।

বলেন্দ্র। না—সুরেশের কাছে আর যাব না; পরশুদিন অত করে দশটা টাকা চাইলুম দিলে না! এত বন্ধুত্ব—কিন্তু টাকা ধার দেবার বেলা আর সে বন্ধুত্ব রইল না! আগে আগে প্রায় রোজ আসতো, আজকাল আর আসেও না! কি জান লীলা—বড় লোকদের প্রাণ নেই—এত করে নিজের অবস্থার কথা বল্লুম—তাতে তার একটুও দয়া হলো না! টাকা—টাকা—টাকা,

কোথায় পাই ?—কি করি ? দিনরাত এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও যেন আমি টাকা দেখছি—সর্ব্বদা টাকার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা খারাপ হয়ে এলো !

লীলা। দেখ—আমি বলছি, তুমি আজকে আর একবার সুরেশবাবুর কাছে যাও, সেদিনকে দশটা টাকা চেয়েছিলে বলে বোধ হয় দেন নি—আজ দুটো টাকা চাওগে নিশ্চয়ই দেবেন ; তার থেকে আসবার সময়—অমনি বাবাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়ে এস—যাও আমার কথা শোন।

বলেন্দ্র। আচ্ছা, তুমি বলছো—বেশ—আর একবার যাই, কিন্তু দেখো—যাওয়াই সার হবে ! (পাঁউরুটী দেখাইয়া) এখন এ পাঁউরুটীখানা কি করি ?

লীলা। আমি তোমায় একটা কথা বলবো—যদি কিছু মনে না কর।

বলেন্দ্র। বলনা লীলা—আমি কিছুই মনে করব না।

লীলা। আচ্ছা, তুমি যে কাণ্ডটা করলে—সেটা কি ভাল ?

বলেন্দ্র। ঠিক বলেছ লীলা—ওটা কেন কল্লুম জানিনে—আমার জ্ঞান ছিল না। আমরা দুজনে না খেতে পেয়ে মরে গেলে—খোকা কি করে বাঁচবে—সেই ভেবে আমার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তার উপর দুর্দ্দান্ত খিদে রাক্ষসীর জ্বালায় আমাতে আর আমি ছিলুম না—আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল ! দূর করে দাও এগুল ! (রুটীখণ্ডদ্বয় দূরে নিক্ষেপ) উঃ—আমি কি করেছি ! লীলা—আমি চুরি করেছি !—আমি চোর !

লীলা। দেখ, অজ্ঞান অবস্থায় যা হয়ে গেছে তার জন্যে ভেবে আর কি হবে—জ্ঞান না থাকলে মানুষ কি না করে ! তা এখন তুমি আস্তে আস্তে একবার সুরেশবাবুর কাছে যাও।

বলেন্দ্র। যাচ্ছি—কিন্তু এ অবস্থায় বড়লোকের কাছে যেতে লজ্জা করে!—যাই দেখি যদি দয়া হয়। কিন্তু—না না, আমি কোথাও যাব না—তোমায় ছেড়ে আমি এখন কোথাও যাব না; তুমি কাছে না থাকলে আমি ভালমন্দ জ্ঞানহীন হয়ে পড়ি।

লীলা। না গেলে উপায় কি বল—ছেলেটাকে কোনরকমে তো বাঁচাতে হবে। তুমি ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়—নিশ্চয় ভাল হবে।

বলেন্দ্র। এঁ্যা—ভাল হবে? দীনবন্ধু—দয়াময়—দীনের প্রতি তোমার দয়া কি হবে?

[বলেন্দ্রের প্রস্থান]

লীলা। সুরেশবাবু কি দেবেন না? তিনিত শুনেছি অনেক টাকা করেছেন—তাঁর সঙ্গে অত ভাব; আমি প্রথম প্রথম তাঁর সামনে যেতুম না বলে, উনি কত রাগ করতেন; এত ভাব—এত বন্ধুত্ব—আর এ সময়ে দুটো টাকা দেবেন না? আজকাল আর তিনিও আসেন না! ভগবান—তুমি যখন মার তখন চতুর্দ্দিক দিয়ে এই রকম করেই মার!

(সুরেশকে আসিতে দেখিয়া)

এঁ্যা—কি আশ্চর্য্য, ঐযে—সুরেশবাবুই তো আসচেন! কিন্তু—উনিওত এই মাত্র ওঁর বাড়িতে গেলেন! উনি নেই, সুরেশবাবুর সঙ্গে কথা কইব? কিন্তু—কথা না কয়েও তো উপায় নেই!

(সুন্দর বেশে সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। এই যে—বলেন কোথা?

লীলা। তিনি এই মাত্র আপনার কাছেই যাবেন বলে বেরিয়েছেন।

সুরেশ। কতক্ষণ গেছে?

লীলা। এই এক্ষুনি গেলেন।

সুরেশ। তা হবে, আমি অন্য জায়গায় বেরিয়েছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে এদিক দিয়ে আসছি। আর, আমার নতুন জুড়িটা এত জোরে যায় যে, রাস্তার লোক ভাল করে দেখা যায় না! তা যাক্—খোকা কেমন আছে?

লীলা। আজকাল একটু ভাল আছে। (স্বগত) খোকার শোবার জন্যে একটুকুর তক্তা চাইবো না কি?—না চাইতে পারব না—ওঁকে বলতেও ভুলে গেলুম।

সুরেশ। ঘরে যে কিছুই নেই দেখছি! খোকাকে মেজের উপর ঠাণ্ডায় ফেলে রাখা এখন ঠিক নয়—একখানা তক্তা আনিয়ে তার উপর বিছানা করে শোয়ান ভাল।

লীলা। তক্তা কোথায় পাব—কাল থেকে তাঁর খাওয়াই হয় নি!

সুরেশ। এঁ্যা—কি বলছো! এতদূর হয়েচে তাতো বলেন আমায় বলে নি! ওটা নেহাৎ মূর্খ—কিছু করতে পারলে না—ওর দ্বারা কিছুই হবে না!

লীলা। (স্বগত) আমি ঠিক ভেবেছিলুম, এমন বন্ধু—এঁকেও উনি নিজের অবস্থা খুলে বলেন নি! ওঁর যেমন স্বভাব কাউকে কিছু বলবেন না।

সুরেশ। আহা—ভগবান তোমায় এত সুন্দর করে গড়েছেন, কিন্তু তোমারি এত কষ্ট!

লীলা। (স্বগত) এঁ্যা—একি, এর মানে কি!

সুরেশ। তা—দেখ লীলা, (পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া) এই একশো টাকা আপাততঃ আমি তোমায় দিতে পারি, পরে যা চাইবে সমস্ত দেব, যদি তুমি আমার একটা কথা রাখ।

লীলা। আপনি ওসব কি বলছেন—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি।

সুরেশ। এই বলছিলুম যে—তুমি একবার—একবার আমার——

লীলা। অমন করছেন কেন?—যা বলবেন স্পষ্ট করে বলুন।

সুরেশ। লীলা—আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি! তুমি এমন রত্ন—আর বলেন তোমাকে এত কষ্টে রেখেছে!—এই নেও—দশখানা নোট নেও। (লীলাকে নোট প্রদান; লীলার গ্রহণ না করায় নোটগুলির ভূমিতে পতন) তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! (নিকটে হস্ত প্রসারিত করিয়া) —এস লীলা!

লীলা। (পশ্চাতে সরিয়া উগ্র মূর্ত্তিতে) সুরেশবাবু—আপনাকে আমি আমাদের প্রকৃত বন্ধু বলে জানতুম, কিন্তু আপনার এতদূর নীচ অন্তঃকরণ যে, পরস্ত্রীকে বিপন্না দেখে এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাব করতে আপনার একটুও লজ্জা হলো না? আপনি এখুনি আপনার টাকা নিয়ে এখান থেকে চলে যান।

সুরেশ। দেখ—তোমার ছেলেটা কাল কি খাবে তার ঠিক নেই, হয়ত না খেতে পেয়ে মরে যাবে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে—একটা উপায় করবে না? তারচেয়ে আমার কথা শোন—তোমার ভাল হবে। আমি যা বলচি তা কর—তোমার খাবার পরবার আর ভাবনা থাকবে না। এসো—আমার কাছে এসো।

লীলা। সুরেশবাবু—আপনি বড় বাড়াবাড়ি করে তুল্লেন, এখনি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যান, তা না হলে আমি চিৎকার করে লোক ডাকবো—এখনি আপনার টাকা নিয়ে চলে যান, আর একদণ্ডও দাঁড়াবেন না; মনে করেছেন—এই কষ্টের সময় টাকার প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে ধর্ম্মহীনা করবেন? সুরেশবাবু—তুমি বড়লোক, তোমার অর্থ আছে, কিন্তু তুমি জানো না—সে কথা ধারণাও করতে পারবে না, যে—সতীসাধ্বীর সম্মুখে তার একমাত্র পুত্র না খেতে পেয়ে মরণাপন্ন হলেও, সমস্ত জগতের ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তেও সে ধর্ম্মহীনা হয় না—কখনো না—মরা ছেলের পুনর্জীবন পাবার প্রলোভনেও নয়! শোন্ পিশাচ,

আজ তিন দিন খাইনি—ছেলেটা কালকে না খেতে পেয়ে হয়ত মরে যাবে, স্বামী খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে গেছেন, কিন্তু তবুও তোর ও টাকা আমি স্পর্শও করতে চাই না—এখনি এখান থেকে ওগুল নিয়ে দূর হ—তোর কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে গেছে। পিশাচ—আর মুহূর্ত্তও আমার সামনে দাঁড়াস্ নি—চলে যা—দূর হয়ে যা—তা না হলে এখনি চেঁচিয়ে লোক ডাকবো।

সুরেশ। (সভয়ে যোড়হস্তে) না—চেঁচাতে হবে না—আমি যাচ্চি, কিন্তু একথা কাওকে বলবেন না, বলেনকে বলবেন না; আর টাকা আমি নেব না ও খোকাকে দিলুম—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

[সুরেশের দ্রুত প্রস্থান]

লীলা। না না, ও টাকা আমি নেব না। উঃ কি পিশাচ! পৃথিবীতে ভূত, প্রেত, চোর, ডাকাত—এদের যত না ভয় হয়, কিন্তু—লম্পট আর মাতাল, এই দুটোকে বড় ভয় করে; এরাই সংসারে পাপ বৃদ্ধি করে অশান্তি এনে কত সোণার সংসার ছারেখারে দেয়; এদের মত মহাপাপী জগতে আর নেই—উঃ সংসারে এরাই পিশাচের পূর্ণমূর্ত্তি! এদের ছায়া-স্পর্শেও পাপ হয়! কৈ—টাকাগুলও নিয়ে গেল না—উনি এসে ওগুল দেখলে কি বলবেন—না, এ অবস্থায় ওঁকে এসব কথা জানাব না। (নোটগুলি কুড়াইয়া লইয়া) এখন এগুল করি কি, ছিঁড়ে দূর করে ফেলে দি, এ টাকা ছুঁলেও পাপ—(নোটগুলি টুকরা টুকরা করিয়া দূরে নিক্ষেপ) দূর হোক! ভগবান—আরতো সহ্য হয় না—তিনদিন অনাহারে রেখেছ ঠাকুর—আরতো পারি না; মাথা ঘুরছে—আর দাঁড়াতে পারচি না। (বসিয়া পড়িয়া) ঠাকুর, এ সময়ও তুমি যন্ত্রণা দিচ্ছ? যন্ত্রণা দেবে—দাও, কিন্তু যত রকম যন্ত্রণা দেবে—একবারে সব দিয়ে দাও, আমি সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত আছি—আর দগ্ধে দগ্ধে মের না ঠাকুর!

আমার স্বামীকে নেবে?—নেও; ছেলেটাকে নেবে?—তাও নেও; কিন্তু ঠাকুর—আমার চরিত্র যেন নিষ্কলঙ্ক থাকে—আর যাই কর—আমায় ধর্ম্মহীনা করোনা। (মেজের উপর শয়ন)

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। নাঃ—সে কোথায় বেরিয়েছে, দেখা হলো না। মনে হয় বাড়ীতেই ছিল, আমার গলা পেয়ে দেখা করলে না। (লীলাকে দেখিয়া) একি—তুমি ঘুমলে নাকি? (গায়ে হাত দিয়া) শুনচো—ওগো শুনচো? না—এতো ঘুম নয়—এযে খিদের যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে! উঃ—মরে যাবে?—যাক! আমার হাত থেকে মরে গেলেই সুখী হবে! ভগবান, তুমি কি নেই?—যদি থাক, তবে কোথায় তুমি?—একবার আমার অবস্থাটা দেখ, এতেও চুরি করবো না? এ অবস্থাতেও ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকতে হবে?

লীলা। (উঠিয়া) তুমি কতক্ষণ এসেছ?

বলেন্দ্র। এইমাত্র আসছি লীলা—তোমার কি হয়েছিল?—কত ডাকলুম।

লীলা। না, কিছু হয়নি—মাথাটা কি রকম কচ্ছিল, তাই শুয়ে পড়েছিলুম—তুমি আমার কাছে বসো।

বলেন্দ্র। সুরেশের দেখা পেলুম না।

লীলা। আর কারও দেখা পেয়ে কাজ নেই, আর কোথাও যেতে হবে না, যা অদৃষ্টে আছে হবে—তুমি বসো। (বলেন্দ্রের উপবেশন)

বলেন্দ্র। দেখ লীলা, এ রকম কষ্টে পড়তে হবে আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি, এখন একমাত্র ভগবানের দয়া, দেখি তিনি দয়া করেন কি না! ভগবান—তুমি এত নির্দ্দয়, এত নিষ্ঠুর! শুনেছি তুমি দয়াময়—তা কৈ, আমার প্রতি তোমার দয়া হলো কৈ?

(নেপথ্যে) পিয়ন। বাবু ?

বলেন্দ্র। এঁ্যা—কে ও ?

(নেপথ্যে) পিয়ন্। বলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জির মণিঅর্ডার আছে।

বলেন্দ্র। এঁ্যা—মণিঅর্ডার ? কৈ নিয়ে এস দেখি।

(পিয়নের প্রবেশ ও দুইখানি ফরম বলেন্দ্রকে প্রদান)

বলেন্দ্র। (একখানা পাঠান্তে) লীলা—যে কৃষকদের আমি সন্ধ্যাবেলা পড়াতুম এবে দেখছি তারা পাঠিয়েছে—আমার দূরাবস্থার কথা শুনে এমন দুর্বৎসরেও তারা চাঁদা করে আমায় পঁচিশটী টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে ! আর স্থরেশ—আমার বড়লোক বন্ধুর কাছে সেদিন ধার চেয়েও আমি দশটা টাকা পেলুম না—আজকেতো দেখাই করলে না !

পিয়ন। বাবুজি—গরিব লোগকা যেইসা জান্ আছে, রাজা আমির লোগকা—ওইসা জান্ নেহি আছে।

বলেন্দ্র। ঠিক বলেছ। (দ্বিতীয় খানা দেখিয়া) আর এখানা কোত্থেকে এলো ? এঁ্যা—এ যে দেড় হাজার টাকা—শ্বশুর মশায় পাঠিয়েছেন !

লীলা। এঁ্যা—বাবা পাঠিয়েছেন ?—কি লিখেছেন ?

বলেন্দ্র। লিখেছেন যে—"বাবাজী, তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি দস্যুহস্ত হইতে তোমার উদ্ধার করা সেই দেড়হাজার টাকা, যা তুমি বিবাহে লইতে অস্বীকার করেছিলে—এক্ষণে পাঠাইলাম, এ তোমারই টাকা—না লইলে বড় দুঃখিত হব"। ভগবান—এখন বুঝলুম তুমি কত দয়াময়, তোমার দয়ার শেষ নেই। সৎপথে থেকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে থাকতে পারলে—তুমি তাকে পুরস্কার দাওই দাও।

পিয়ন। বাবুজী টাকা লিন।

বলেন্দ্র। কৈ দাও।

পিয়ন। আপনার বাড়ীওয়ালাকে সাক্ষী হতে হবে।

বলেন্দ্র। বাড়ীওয়ালাকে এখন পাই কোথা ?

পিয়ন। তাকে বাহারমে দেখেছি—আসেন।

বলেন্দ্র। চল—

[পিয়ন ও বলেন্দ্রের প্রস্থান]

লীলা। খোকা অনেকক্ষণ ঐ স্যাঁৎসেঁতে জমির উপর পড়ে আছে, যাই—ওকে নিয়ে ওঘরে গিয়ে আর একটু দুধ খাইয়ে দিইগে।

[খোকাকে লইয়া লীলার প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলপুর ; হরগোবিন্দ চৌধুরীর শয়নকক্ষ।

(মৃত্যুশয্যায় হরগোবিন্দ ; কমলা রোগীর শিয়রে উপবিষ্টা ; ভবেশ চেয়ারে আসীন ; ডাক্তারের প্রবেশ)

ভবেশ। (উঠিয়া) এই যে ডাক্তারবাবু—আসুন, এত রাত্রে আপনার ঘুম ভাঙ্গালুম—excuse me.

ডাক্তার। সেকি ভবেশবাবু, আমি কোলকাতা থেকে এখানে কি ঘুমতে এসেছি ? যতবার ইচ্ছা আপনারা আমাকে ডাকবেন। (রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) A little better—এখন বেশ ঘুমচ্ছেন। (কমলার প্রতি) একটু ভাল বোধ হচ্ছে—আপনি ভাববেন না ; ভবেশবাবুতো বসে আছেন, এখন আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন্ না ? আজ এক week প্রায় আপনি ঘুমন নি—শেষটা আপনার একটা অসুখ বিসুখ হলে patientকে বাঁচান বড়ই মুস্কিল হবে। আমি তবে এখন বাইরের ঘরেই যাই, যতবার ইচ্ছা আপনারা আমায় ডাকবেন। (ভবেশের প্রতি) আর দেখুন—বেদনাটা ধরলে ঐ ওষুধটা তখনি দিতে ভুলবেন না। (কমলার প্রতি) আর মধ্যে মধ্যে ফুড্টা গরম করে খাওয়াবেন।

[ডাক্তারের প্রস্থান]

ভবেশ। দেখ—তুমি ওঘরে গিয়ে ঘুমোওগে। ডাক্তারবাবু কি বলে গেলেন শুনলে তো ? আজ ভাল আছেন—আজ তুমি একটু বিশ্রাম করগে।

কমলা। না, আমার তো কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

ভবেশ। তবে থাক। (উঠিয়া ধীরে ধীরে পরিক্রমণ ও কমলার পশ্চাতে পকেট হইতে flask বাহির করিয়া মদ্যপানান্তে স্বগত) মনে করি মদ আর খাব না, কিন্তু না খেয়ে থাকতে পারি কৈ? যত খাই—পিপাসা তো মেটে না? উঃ কি অতৃপ্ত পিপাসা! বুকের ভিতর যে জ্বালা অহরহ জ্বলছে—সেই জ্বালা নিবারণের জন্যে এই জ্বালাময়ী সুরা ঢক্ ঢক্ করে ঢেলে দিচ্ছি, কিন্তু তাতে জ্বালার শান্তি হয় কৈ? ক্ষণিক নিবৃত্তির পর—আবার দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে; আবার খাই—আবার জ্বলে; এ জ্বালারও শান্তি নেই—এ সুরাপানেরও বিরাম নেই! (মদ্যপান)

কমলা। আমি একবার ফুড্‌টা তৈরি করে নিয়ে আসবো?

ভবেশ। বেশ তো—আমি এখানে আছি তুমি যাও। ঘুম থেকে উঠলেই ফুড্‌টা খাওয়াতে হবে—তৈরি করে রাখাই ভাল।

[কমলার ফুড লইয়া প্রস্থান]

ভবেশ। (পিতৃশয্যার নিকটে চেয়ারে উপবেশনান্তে) আজকাল ক্রমাগত বেশী দিন ধরে মদ আর খেতে পারি নে; ও কয়দিন খুব চালিয়েছিলুম—তাই কালথেকে পেট ভেঙ্গে দিয়েছে! এক এক সময়ে রক্ত পড়ে—ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! তখন মনে হয়, আর খাব না। আজকাল একটু বেশী খেলেই মাতাল হয়ে পড়ি! (মদ্যপান) কিন্তু শরীরের এতটা কষ্ট হলেও, মনটাকে বেমালুম ভুলিয়ে রেখে দেয়। লোকে বলে—যে ভবেশ, লীলার জন্যে পাগল হয়ে বিয়ে করতে চাইত না—বিয়ে করেও স্ত্রী যে কেমন তা দেখলে না—সেই ভবেশ এখন কিনা একটা বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত? লোকে বলে বলুক—কিন্তু তারা তো আর আমার ভিতরটা দেখতে পায় না! ভবেশ সব জানে, সব বোঝে; মরীচিকায় জলের আশা করাও যা—আর বেশ্যার

নিকট প্রেমের আশা করাও তাই; এটা যে ভবেশ না বোঝে তা নয়, কিন্তু বুঝে সুঝেও—ছাড়তে পারি কই? (সুরাপান) এক একবার মনে হয় যে, আর সেখানে যাব না; আর মদ খাব না, এসব ছেড়ে দিয়ে এইবার বলুদাদার মত সংসারী হই—কিন্তু তা পারি কৈ? যেমন বন্ধুবান্ধবের আগমন, আর বোতলবাহিনীর আবির্ভাব—ব্যাস! অমনি সে মনের বল কোথায় নিস্তেজ হয়ে চলে যায়! তখন সব ভুলে আবার সেই জঘন্য আনন্দ স্রোতে গা ভাসিয়ে দি! (সুরাপান) আজ বাবা একটু ভাল আছেন—অনেক দিনের পর আজ একটু ঘুমচ্ছেন—আর কোন ভয় নেই। নাম কেনবার জন্যে ডাক্তাররা একটু বেশী ভয় দেখিয়ে দেয় বাবা—আমি কি তা বুঝতে পারি না? ও বেটারা কি জানে? Doctor, heal thyself! জীবন থাকতে বাবা—কেষ্টার মামা স্বয়ং কংসও তাকে মারতে পারে না! ও ওষুধ বিষুধ সব humbug; (flask দেখাইয়া) কিন্তু বাবা—এর মত ওষুধ জগতে নেই! This is the only medicine that can cure all sorts of heart disease. (সুরাপান)

হরগোবিন্দ। (ধড় ফড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া) উঃ উঃ গেলুম—ওষুধটা—শীগ্‌গির—উঃ প্রাণ যায়—দে—

ভবেশ। দেখেছ বাবা! ওষুধের নাম শুনেই রুগী ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে বসেছে!

হরগোবিন্দ। কৈরে—দে নাঃ—ওষুধটা দে না—উঃ—

ভবেশ। বাবা—তোমার heart disease হয়েছে? ও ডাক্তারি ওষুধে কি করবে বাবা? (flask হইতে measure glassএ মদ্য ঢালিয়া হরগোবিন্দের মুখের নিকট ধরিয়া) এই ওষুধটা ঢক্ করে খেয়ে ফেল—এতে সব হৃদরোগ আরাম হয়ে যাবে।

(ঔষধ ভ্রমে হরগোবিন্দের মদ্য পান)

হরগোবিন্দ। ওরে এ কি দিলি—মদ? (শয্যায় পতন) পুত্র হয়ে মৃত্যুর সময় এক ফোঁটা গঙ্গাজল না দিয়ে—মদ খাওয়ালি?

(হরগোবিন্দের শ্বাসরোধ ও মৃত্যু)

ভবেশ। (একহাতে flask এবং অপর হাতে measure glass ধরিয়া ক্ষণপরে) দেখলে বাবা—ওষুধের গুণ দেখলে? খেতে না খেতেই ঘুম! এক ডোজে রোগ একেবারে আরাম!

(ব্যস্তভাবে ফুড লইয়া কমলার প্রবেশ ও ভবেশের প্রতি অবাক হইয়া দৃষ্টি, পরে রোগীর নিকট গিয়া কপালে হাত দিয়া দেখিয়া)

কমলা। এঁ্যা! একি—একি! বাবা—বাবা! (ভবেশের প্রতি) এঁ্যা—এ কি হলো? বাবা অমন করে আছেন কেন?

ভবেশ। হবে আবার কি? হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের এই এক ডোজ ওষুধ দিয়েছি, দেখ কেমন সুস্থ হয়ে ঘুমচ্ছেন। ডেক না—ডেক না—রুগী ঘুমুলে ডাকতে নেই।

কমলা। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওগো—কেউ ডাক্তারবাবুকে ডাক না—এ কি সর্ব্বনাশ হলো!

ভবেশ। ডাক্তারকে ডাকতে হবে না—ও কি জানে?—কিচ্ছু জানে না।

কমলা। বাইরে কে আছ? (একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

ঝি। আজ্ঞে—আমি আছি মা।

কমলা। শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডাক। [পরিচারিকার প্রস্থান] ওগো—আমি এই মাত্তর ফুড্‌টা গরম করতে গিয়েছিলুম—আর এর মধ্যে এ কি হলো? বাবা—বাবা?

ভবেশ। আবার ডাকছ? ডেক না—ডেক না।

(নতজানু হইয়া শয্যাপার্শ্বে মস্তক রাখিয়া কমলার ক্রন্দন; ভবেশের পরিক্রমণ ও সুরাপান; পরিচারিকাসহ ডাক্তার ও জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

ডাক্তার। (রোগীর অঙ্গে হস্ত দিয়া) Oh, all finished! (কমলার প্রতি) মৃত্যুটা কি করে হলো?

কমলা। (উঠিয়া পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া) আমিতো কিছু জানিনে, একটু আগে ফুড্ গরম করতে গিয়েছিলুম, এই মাত্তর এসে এই রকম দেখছি—

ডাক্তার। (ভবেশের প্রতি) What is the matter? How did he expire?

ভবেশ। Well, he is sleeping, I gave him a dose of this elixir. Doctor, this is the only medicine that can cure all sorts of heart disease. অমৃত—বাবা—অমৃত!

ডাক্তার। Oh you scoundrel, rogue! দেরি সইল না? মুমূর্ষু বাপের মুখে মদ ঢেলে দিয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি বিদায় কল্লে? বাপের সুপুত্র বটে! [ডাক্তারের প্রস্থান]

ভবেশ। কি বাবা—গালাগাল দিয়ে গেলে? কেন বাবা—আমার উপর ডাক্তারি চল্লনা বলে? তুমি আমার বাড়ী আর না এলে তো বয়ে গেল! (কর্ম্মচারীর প্রতি) রজনী—একটা পয়সাও দিও না, দূর করে দেও ব্যাটাকে।

কমলা। বাবা, আর তো তুমি ফুড খাবে না, আমি কেন চলে গেলুম, আর আমায় কে বৌমা বলে ডাকবে বাবা? (ক্রন্দন)

(চেয়ার টানিয়া ঘরের এক পার্শ্বে ভবেশের উপবেশন)

কর্ম্মচারী। (স্বগত) আহা! এই বড়লোক, এই ঐশ্বর্য্য, এই তার পরিণাম! মৃত্যুকালে পুত্রের হাতে এক ফোঁটা গঙ্গাজল না পেয়ে,

পেলে কি না—মদ! (প্রকাশ্যে) বৌমা—আর কেঁদে কি হবে, যা হবার তা হয়েছে, নিয়তি কেউ রোধ করতে পারে না। এখন মা, ওঁর যাতে রীতিমত সৎকারের ব্যবস্থা হয় তার উদ্যোগ করাই কর্ত্তব্য।

কমলা। আমিতো কিছু জানি না, কি করবো সরকার মশায়?

কর্ম্মচারী। আমি কীর্ত্তনীয়াদের এনেছি, বলেন তো এখানে আনি।

কমলা। যা ভাল বিবেচনা হয় করুন। [কর্ম্মচারীর প্রস্থান]

(কীর্ত্তনীয়াদের প্রবেশ ও হরিনাম সংকীর্ত্তন)

কীর্ত্তনীয়াদের—গীত।

"হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
(ঐ নাম) বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
শিব ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী, এই হরি নামের তরে,
সে যে আপনি হর গঙ্গাধর পঞ্চমুখে গান করে॥" (ইত্যাদি)

(ভবেশের চেয়ার হইতে উঠিয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে ধাক্কাদিয়া বহিষ্করণের চেষ্টা)

ভবেশ। সব চলে যাও—চলে যাও বলছি, কে বল্লে আমার বাবা মারা গেছেন? ঘুমচ্ছেন, আর তোমরা গোল করবার জায়গা পাও নি? বেরোও সব। (মৃতদেহের বক্ষে হাত দিয়া) এই তো বুক গরম আছে, এই তো নিশ্বাস পড়ছে, কে বল্লে বাবা মারা গেছেন? বাবা, বাবা? না-না—এখন ডাকবো না; রোগের যাতনা নেই তাই ঘুমচ্ছেন। কে বলে আমার বাপ মারা গেছেন? (কীর্ত্তনীয়াদের প্রতি) তবু সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ?—বেরোও——

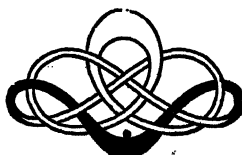
[কীর্ত্তনীয়াদের ভীত হইয়া প্রস্থান]

কমলা। (উঠিয়া) ওগো—তুমি এ সব কি করছো ? যা হবার তাতো হয়েছে, এখন যাতে বাবার পরকাল নষ্ট হয় তা করোনা। তোমার পায়ে পড়ি, একটু স্থির হও, ওঁদের তাড়িও না, সকলে মিলে হরিনাম করে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাও।

ভবেশ। শ্মশানে নিয়ে যাব ? কেন—কি হয়েছে ? বাবা কি আমার নেই ?

কমলা। এখনও বুঝতে পাচ্ছনা ?

ভবেশ। এঁ্যা—বাবা নেই ?—মরেছেন ? সত্যি সত্যি মরেছেন ? আর তাঁর আদরের ভবেশের সুখের জন্তে বিষয়সম্পত্তি, টাকাকড়ির ভাবনা ভাববেন না ? বাবা—বাবা ? কই, এত ডাকছি তবুও তুমি তো সাড়া দিচ্ছ না ? কোথায় গেলে ? এই তো ছিলে—এর মধ্যে কি যাদু মন্ত্রে তুমি দেহ ছেড়ে চলে গেলে ? কতদূর গেছ ? (উচ্চৈস্বরে) বাবা—বাবা ? না না, তুমি এই দেহেরই নিভৃত অন্তরে লুকিয়ে আছ, একবার প্রাণপণে শেষবার ডেকে দেখি, যদি তোমার হতভাগা পুত্রের সে ডাক দেহের অন্তস্থল ভেদ করে তোমার নিকট পৌঁছয় ! (উন্মত্তভাবে মৃত হরগোবিন্দের বক্ষের উপর ভবেশের পতন ও উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন) বাবা—বাবা ?



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বলেন্দ্রের কলিকাতাস্থ নূতন অট্টালিকার একটী কক্ষ।

(শ্বাশুড়ীর ছবি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া লীলার একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)

লীলা। মা! আজ এই সুখের দিনে তুমি কোথায় মা? আমাদের জন্যে ভেবে ভেবে তুমি কত আকুল হতে! কিন্তু মা—আজ প্রায় সাত বচ্ছর তুমি সকল ভাবনা চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে চলে গেছ। তারপর দুঃখ কষ্টের যে কি ভীষণ ঝড় তোমার এই আদরের সন্তানদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে—তাতো তুমি দেখলে না! না—তুমি দারিদ্রের সে দারুণ তাড়না দেখনি—ভালই হয়েছে; তুমি পুণ্যবতী—তুমি কেন মা—সন্তানদের সে অসহ্য যন্ত্রণা দেখতে পারবে? তাই, সে কষ্ট দেখবার আগে সকল কষ্টহারিণী বিশ্বজননীর কোলে চিরদিনের জন্যে তুমি বিশ্রাম নিয়েছ। কিন্তু মা, আজ দেখ—তোমার সেই সুসন্তানের একান্ত চেষ্টায়—আমাদের দুঃখের নিশি অবসান হয়েছে; আজ তাই মা—এই আনন্দের দিনে তুমি আমাদের কাছে নেই বলে—বড় কষ্ট হচ্ছে! মাগো—আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মে জন্মে তোমার মত স্নেহময়ী পুণ্যবতী শ্বাশুড়ী পাই।

[চিত্র প্রণাম করিয়া লীলার প্রস্থান]

(চশমাধারী ভবেশ ও ভুনির প্রবেশ)

ভুনি। ঐ দেখ ভবেশ—ঐ যাচ্ছে। দেখেছ—রূপের ছটা ছড়িয়ে চলেছে! "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়"—একেবারে আঁচলবেয়ে গড়িয়ে পড়ছে—আর তুমি এমন একটা অপদার্থ অরসিক আহাম্মুখ যে তা দেখেও দেখছো না?

ভবেশ। তুনিদা—ছিঃ ছিঃ—তুমি কি বলছো ?

তুনি। তুমি কোন কর্ম্মের নাঃ! দেখ, তোমাকে কতবার বলেছি যে লীলাও তোমার জন্যে পাগল—তোমার কি এখনও তা বিশ্বাস হয় না ? আমি যখনই এখানে আসি, কেবল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি তোমাদের মত অত লেখাপড়া শিখিনি বটে, কিন্তু এটা বেশ জানি যে, তুমি যাকে যথার্থ ভালবাস, সেও তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারে না।

ভবেশ। তুনিদা—তুমি আমায় সত্যি সত্যি পাগল করবে নাকি ? না না—আর আমায় ওসব কথা বলো না—চল আর এখানে থাকা উচিৎ নয়।

তুনি। কেন—কি হলো ? যখন এসেছ, তখন দু'একটা কথা টথা কও—নতুন বাড়ীটা কেমন হয়েছে দেখ—তানা এর মধ্যেই চল চল! (পকেট হইতে flask বাহির করিয়া) এই নেও—একটু টেনে নেও।

ভবেশ। না—এখানে না—ও তুমি পকেটে রেখে দেও।

(স্বণেন্দ্রকে লইয়া লীলার প্রবেশ)

তুনি। এই যে বৌদি! মামিমার ছবি খানা দেখছিলুম—বেশ ছবিখানা হয়েছে।

লীলা। হঁ্যা—ওখানা উনি একখানা ছোট ছবি থেকে বড় করিয়ে আনিয়েছেন। (ভবেশের প্রতি) ওকি ঠাকুরপো—চশমা আবার কবে-থেকে পরছো ?

ভবেশ। চোকটা খারাপ হয়ে গ্যাছে—ভাল দেখতে পাইনে—কেবল জল পড়তো—তাই আজ দিনকতক হলো চশমা নিয়েছি। (চিত্র দেখিয়া) ছবিখানা বেশ হয়েছে; আহা—আমার বিয়ের সময়

পিসিমাকে সেই শেষ দেখেছিলুম—আর আজ প্রায় সাত আট বচ্ছর হলো—কিন্তু ছবিখানা দেখে মনে হচ্ছে, যেন তিনি সজীব হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! (রণেন্দ্রকে ছবি দেখাইয়া) আচ্ছা—খোকা, বল দেখি—ইনি কে?

রণেন্দ্র। ঠাকুরমা। (একখানা খেলনার এঞ্জিন লইয়া) কাকাবাবু—ইঞ্জিনে দম দিয়ে দেও না।

ভবেশ। (এঞ্জিন লইয়া) বাঃ—বেশ এঞ্জিনতো! (দম দিয়া) এই নেও।

(এঞ্জিন লইয়া রণেন্দ্রের ভূমিতে চালনা)

রণেন্দ্র। বাঃ—কেমন ছুটেছে! (থামিতে দেখিয়া) এইবার গৌরীপুরে থামলো।

ভবেশ। খোকা—গৌরীপুর কোথায় জান?

রণেন্দ্র। হুঁ—সেখানে যে আমাদের বাড়ী ছিল।

ভবেশ। বাড়ী ছিল কেন খোকা—এখনওতো আছে; তোমার বাবা যেতে চান না—তুমি বড় হয়ে যেও, কিন্তু তোমাদের এই নতুন বাড়ী তার চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।

রণেন্দ্র। না—কাকাবাবু, তুমি জান না—মা বলেন সেই বাড়ী ভাল।

ভবেশ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আচ্ছা—এখন তোমাদের এই নতুন বাড়ীটা আমায় ভাল করে দেখাবে চল।

লীলা। চল না ঠাকুরপো—আমিই দেখাচ্ছি, তবে এখনও ঘরটর কিছুই সাজান হয় নি—জিনিষপত্র সব অর্ডার দিয়েছেন—ঘরগুল সব ফাঁকা পড়ে আছে।

রণেন্দ্র। চল কাকাবাবু—মা আর আমি দুজনে দেখাব।

হুনি। না খোকা—তুমি আমার কাছে থাক।

রণেন্দ্র। না—তুমি ভারি দুষ্টু—তোমার কাছে থাকবো না।

লীলা। ছিঃ খোকা—ও কথা বলতে নেই। (হুনির প্রতি) সেকি ঠাকুরপো! তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো—এখানে একলা বসে কি করবে?

হুনি। না—বৌদি, আমিতো অনেকবার দেখেছি, আমি এখানে একটু বসি—তোমরা যাও।

লীলা। তুমি আবার অনেকবার দেখলে কবে?—এসো।

হুনি। বাঃ—তোমরা তো এ বাড়ীতে এই সেদিন এসেছ—আর, আমি যে বনেদ ওঠবার আগে থেকে আসিছি! আমি বৌদি—এখানে একটু বসি—আমার মাথাটা ধরেছে—তুমি ভবেশকে দেখিয়ে নিয়ে এস।

[লীলা, ভবেশ ও রণেন্দ্রের প্রস্থান]

হুনি। উঃ—আজ আমিই বা কি, আর বলেনই বা কে! সেই বলেন—সেই আমি, কিন্তু আজ আকাশ পাতাল প্রভেদ! যে বলেন—ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে, কোলকাতায় এসে—একমুঠো ভাতের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, এই সাত বছর কারবার করে, কোলকাতার মধ্যে সে আজ—একজন নামজাদা ধনী! বাড়ীঘর, মোটরজুড়ী, দাসদাসী কিছুরই অভাব নেই! আর হুনি?—হুনি আজও ভবেশের মোসাহেবি করে তার ন্যাজের মত পিছনে পিছনে ঘুরছে; আজও ভবেশের এঁটো প্রসাদের প্রত্যাশী হয়ে—তার গোলামী করে দিন কাটাচ্ছে! এত করে পেলুম কি?—কিছুই না! সবইতো মালতী শালী গ্রাস করেছে! কিন্তু আর না—আর এমন করে চলা হবে না, এখনও সময় আছে এখনও ভবেশের যা আছে আমার পক্ষে তা যথেষ্ট। এখনও সব হাত করতে পাল্লে আমার বরাত খুলে যাবে, সব বেচে দিলেও এখনও দু'তিন লাখ টাকা তো পাব।

চাই—ভবেশের এ বিপুল বৈভব যেমন করে হোক হাত করা চাইই। মনে মনে এতদিন যে মতলব এঁটে আসছি—এইবার তা হাঁসিল করতে হবে—তা ছাড়া রাতারাতি বড়মানুষ হবার আর কোন সহজ উপায় নেই। কমলা বিধবা হবে? তা হোক—তাতে আমার কি? এমনি সে ভারি সুখে আছে কি না! (একটু পরে) উঃ—বলেনের আজ কি সুখ! আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে—এত সুখ আর দেখতে পারছি না। কিন্তু দাঁড়াও—ঠিক হয়েছে; লোকে শত্রুর কেবল ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেয়—আমি তাতে তুষ্ট হব না; আজ বলেন বড়মানুষ হয়েছে—নতুন বাড়ীঘর তৈরি করে সোণার সংসার পাতাচ্ছে; প্রাণে তার কত আশা, কত আনন্দ, কত উৎসাহ—কিন্তু ঐ প্রাণে তার আমি এমন আগুন ধরিয়ে দেব, যাতে এই ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সুখশান্তি সমস্ত মুহূর্ত্তে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এই যে তুনি—কতক্ষণ এলে? একলাটী ভাবছো কি?

তুনি। এঁ্যা! না—ভাবছিলুম যে আজ যদি আমার মাসিমা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তোমাদের এই সুখ, এই ঐশ্বর্য্য দেখে কত আনন্দ পেতেন! হ্যাঁ—তা এসেছি অনেকক্ষণ—ভবেশও এসেছে।

বলেন্দ্র। ভবেশ এসেছে?—কৈ?

তুনি। তাকে বাড়ী দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বলেন্দ্র। তুমি একলাটী এখানে? তুমি গেলে না?

তুনি। 'আমার ও সব ভাল লাগে না।

বলেন্দ্র। কি ভাল লাগে না?

তুনি। বৌদি ভবেশকে সঙ্গে করে ঘুরে ফিরে বাড়ী দেখাচ্ছেন—তাঁদেরও ইচ্ছেটা নয়——যাক্, কি জান—আজ তুপুর থেকে নানা

কাজে ঘুরে ঘুরে আমারও মাথাটা ধরেছে, তাই আর ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগলো না। কিন্তু বলুদা—ভবেশের এখানে——না থাক, এ সম্বন্ধে আমার কোন কথা না বলাই ভাল।

বলেন্দ্র। কি সম্বন্ধে ?

তুনি। না—থাক।

বলেন্দ্র। না তুনি—আমায় বল।

তুনি। কি জান—ভবেশের এখানে ঘন ঘন আসাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

বলেন্দ্র। কেন বল দেখি ?

তুনি। জানতো সবই—বৌদিকে বিয়ে করবার জন্যে ও কি রকম খেপে গিয়েছিল। আর বিয়ের আগে চাটুয্যে মশায়ের বাড়াতে ওর কি রকম গতিবিধিটা ছিল—তাওতো তুমি জান ?

বলেন্দ্র। তাতে কি হয়েছে ?

তুনি। তার উপর ভবেশের যে রকম চরিত্র তাও তো তোমার অজানা নেই ? আর কি জান—হাজার হলেও স্ত্রীলোকের মনতো ?

বলেন্দ্র। তাতেই বা হলো কি তুনি ? ভবেশ যাই হোক না—তুমিও যেমন আমার ছোট ভাই, সেও তেমনি আমার ছোট ভাই—আমার স্ত্রীর কাছে সে আসে যায় তাতে অন্যায় কি? আর স্ত্রীলোকের কথা বলছো—তুমি জান না, লক্ষ পুরুষের মাঝখানে লীলাকে একলা ফেলে দিয়েও সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি।

তুনি। হুঁ !

বলেন্দ্র। কেন—তোমার এ কথা বিশ্বাস হয় না ?

তুনি। না—তা বলছিনে, তবে কিনা——না থাক, ও সব আর আলোচনা করা আমার পক্ষে ভাল নয়। আর আমার ধারণা হয়তো ঠিক নাও হতে পারে—আমি হয়তো ভুল দেখেছি।

বলেন্দ্র। কেন—কি দেখেছ শুনিই না ?

ছুনি। না ভাই—আমায় মাপ কর—আমার এ সব কথা বলা উচিৎ নয়, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি ?

বলেন্দ্র। কিন্তু ছুনি—তুমি যদি কথাটা ভেঙ্গে নাই বলবে, তবে এ কথা তুল্লে কেন ? তুমি অবিবাহিত, তুমি জান না—স্ত্রীর নামে কোন সন্দেহসূচক কথা বল্লে স্বামীর প্রাণে কতটা আঘাত লাগে! ছুনি—আমি তোমায় ছাড়বো না—তোমাকে সমস্তই বলতে হবে।

ছুনি। বলুদা—আমায় মাপ কর ভাই।

বলেন্দ্র। মাপ! কিসের মাপ? না কিছুতেই না—তোমাকে বলতেই হবে, বল তুমি কি দেখেছ—বল। যদি না বল, তবে জানবো—তুমি মিথ্যাবাদী, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে—তুমি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করতে এসেছ ?

ছুনি। বলুদা—তবে নিতান্তই শুনবে? নিতান্তই আমার মুখ দিয়ে সে পাপের কথা বলাবে? তবে চল—ও দিকে চল—ঐ বুঝি ওরা আসছে! [ছুনি ও বলেন্দ্রের প্রস্থান]

(লীলা, ভবেশ ও রণেন্দ্রের প্রবেশ)

লীলা। ভাল কথা ঠাকুরপো—কথায় কথায় ভুলে গেছি, কমলা কেমন আছে ?

ভবেশ। সে খবরটা আমার চেয়ে তোমরা বেশী জানবে।

লীলা। সে খবরটা তুমি জান না বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? তাকে অবহেলা করা কি তোমার উচিত ?

ভবেশ। আমি চল্লুম—

লীলা। কেন এ কথা ভাল লাগছে না বুঝি ? আর শরীরও তোমার দিন দিন যা হচ্ছে—কতবার বলেছি যে ও বিষ আর খেও না।

ভবেশ হ্যাঁ—শীগ্‌গির আর খেতেও হবে না। তুনি কোথায় গেল ?

লীলা। বোধ হয় বাইরে গেছেন।

ভবেশ। আমিও যাই—বলুদার সঙ্গে আজ আর দেখা হলো না।

রণেন্দ্র। কাকাবাবু—আমি তোমার চশমা পরবো।

ভবেশ। চশমা পরবে?—আচ্ছা দিচ্ছি। (চশমা খুলিতে উদ্যত)

রণেন্দ্র। না না—তুমি খুল না—আমি নিজে তোমার নাক থেকে খুলে নেব ; মা—আমাকে কোলে করনা মা।

লীলা। না বাবা—চশমা খুলে নিলে তোমার কাকাবাবু আর দেখতে পাবেন না।

রণেন্দ্র। দেখতে পাবে না?—বেশ মজা হবে। তুমি আমায় কোলে করনা মা।

(রণেন্দ্রকে লীলার কোলে করিয়া ভবেশের নিকট গমন ; ভবেশের নাক হইতে চশমা খুলিয়া রণেন্দ্রের চশমা পরা)

ভবেশ। বাঃ—দিব্বি মানিয়েছে তো! এখন দেও বাবা—আমি যাই।

লীলা। হ্যাঁ, খোকা—এবার দিয়ে দেও।

রণেন্দ্র। (চশমা দিয়া) আবার কবে আসবে কাকাবাবু?

ভবেশ। আর একদিন আসবো বাবা।

(চশমা পরিয়া ভবেশের লীলারক্রোড়স্থ রণেন্দ্রকে চুম্বন ; পশ্চাতের জানালায় তুনির বলেন্দ্রকে আনয়ন এবং ভবেশের চুম্বন প্রদর্শন)

তুনি। ঐ দেখ বলুদা—যা বলছিলুম সত্যি কি না ; একবার স্বচক্ষে ওঁদের বিদায় চুম্বনটা দেখ। ভবেশকে আমি আর জানিনে? ও এখনও লীলা লীলা বলে অস্থির—ও একলা কেন—অস্থির উভয়তই!

বলেন্দ্র। ঢের হয়েছে—তুমি আর আমায় কিছু বলতে হবে না—আর আমায় কিছু দেখাতে হবে না—

[তুনির বলেন্দ্রকে টানিয়া লইয়া জানালা হইতে প্রস্থান]

ভবেশ। তা হলে আজকে চল্লুম।

লীলা। এস ঠাকুরপো।

রণেন্দ্র। আমিও কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাব।

[রণেন্দ্রের ভবেশের সহিত প্রস্থান]

লীলা। কমলার দুঃখের কথা ভাবলে প্রাণ ফেটে যায়—বেচারি একদিনের জন্যেও সুখি হতে পাল্লে না! মনে কচ্ছি ওঁকে বলে কিছুদিন তাকে এখানে এনে রাখবো; কালকেই তাকে একখানা চিঠি লিখবো।

(বলেন্দ্রের গম্ভীর মুখে প্রবেশ)

লীলা। ঠাকুরপোদের সঙ্গে দেখা হলো?

বলেন্দ্র। হলো;—ভবেশকে আমি আমার বাড়ী আসতে নিষেধ করে দিলুম।

লীলা। কেন—আজতো মদ টদ খেয়ে আসেন নি?

বলেন্দ্র। মদ খেয়ে আসেনি বটে—কিন্তু ওর মত চরিত্রহীন লোকের আমার এখানে না আসাই ভাল। সে কথা যেতে দেও; হ্যাঁ—এখন কালকে শ্বশুরমশায় আর শাশুড়িঠাকরুণ এখানে আসছেন—আজ চিঠি পেয়েছি—

লীলা। এ্যাঁ—মা, বাবা আসছেন? কালকেই আসছেন?

বলেন্দ্র। কিন্তু আমি মনে করছি—এখন তাঁদের এখানে আসবার দরকার নেই; আমায় কদিনের জন্যে কোলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে হবে; তুমিও অনেকদিন ধরে, দেশে যাব—দেশে যাব

বলছো—আমি আজকেই তোমার বাবাকে টেলিগ্রাফ্ করে দিচ্ছি, তিনি যেন একলা এসে তোমায় নিয়ে যান।

লীলা। সে কি গো! বাড়ী ঘর সাজান হলো না—কোথায় কি হবে, তার বিলিবন্দেজ হলো না—এই সময় আমি বাপের বাড়ী যাব? আর—তাঁরা আসতে চাইছেন—তুমি বারণ করবে? তাহলে তাঁরা কি মনে করবেন?

বলেন্দ্র। তাতে কি হয়েছে? এখানে এখন তোমার থাকবার আবশ্যক নেই।

লীলা। এঁ্যা—আমার থাকবার আবশ্যক নেই? তা বেশ—যাব। তুমি যখন যেখানে রাখবে—সেইখানেই থাকব। (একটু পরে) তুমি আজ এত সকাল সকাল আফিস থেকে এলে?

বলেন্দ্র। এলুম। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

লীলা। আচ্ছা—আজ তুমি এত গম্ভীর হয়ে পড়লে?—কি হয়েছে? ভবেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে হলো কি?

বলেন্দ্র। তুমি সে কথা শোনবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন বল দেখি?

লীলা। না—ব্যস্ত হব কেন, জিজ্ঞাসা করতে নেই?

বলেন্দ্র। না—সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই।

লীলা। না বল—নাই শুনলুম।

বলেন্দ্র। তুমি আমার সামনে থেকে যাও; আমার এখন মাথার ঠিক নেই—কি বলতে কি বলে বসবো।

লীলা। তবে যাই—তোমার জলখাবার গুছিয়ে রাখিগে; ভিতরে এসে কাপড়চোপড় ছেড়ে, মুখ হাত পা ধুয়ে, কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হবে এস।

[লীলার প্রস্থান]

বলেন্দ্র। আর ঠাণ্ডা হয়েছি! যে আগুন প্রাণে জেলে দিয়েছ—সে আগুন একেবারে চিতার আগুনের সঙ্গে না মিশলে ঠাণ্ডা হবে না। আজ যদি ভগবান আমাকে অনন্ত দুঃখের মাঝে ফেলে দিতেন; যদি শত শত লোকের নিন্দাবাদ, সহস্র সহস্র আপদ বিপদ আমার মাথায় পড়তো; পূর্ব্বের মত দারিদ্রের কশাঘাতে যদি প্রাণ ওষ্ঠাগত হতো; চিরজীবনের জন্যে যদি সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে হতো;—তবুও এমন স্থান ছিল—যেখানে একটু শান্তি পেতুম, এতটুকুর জন্যেও প্রাণের জ্বালা জুড়তে পারতুম, কিন্তু আজ? আজ আমার কিছুই নেই! হায়—এওকি সম্ভব! এইতো সেই লীলা—সেই নির্ম্মল চোখ—সেই সরল চাউনি—সেই পবিত্র ওষ্ঠাধর—কৈ—সে ওষ্ঠাধরে কলঙ্ক কালিমার কোন চিহ্নইতো দেখতে পেলুম না? লীলার মুখ দেখে তার একটুও আভাস তো পাওয়া গেল না? কিন্তু নিজের চোককে তো অবিশ্বাস করতে পারি না, আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি! উঃ—আমার সেই নির্ম্মল, সরল, পবিত্র প্রতিমা লীলা—আজ কলঙ্কিনী? আমার লীলা—আজ আমার নয়? ওহো, ভাবতেও যে বুক ফেটে চুরমার হয়ে যায়! কতদিন ধরে পিশাচিনী, ভবেশের সঙ্গে এই ঘৃণিত আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেছে, আমি যে তার বিন্দু বিসর্গও জানি না! একি—একি! কেন এ নরকের পাপ প্রবৃত্তি সহসা আমার প্রাণের ভিতর জেগে উঠছে? যে আমার হৃদপিণ্ড টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, যে আমায় এতকাল প্রতারণা করেছে, প্রতিশোধে তার জীবন নষ্ট করবার একি পাপ উন্মাদনা অন্তরে আমার নেচে উঠছে? না, তা হবে না; আমি এত নীচ নই, এত কাপুরুষ নই; অন্তরের এ উন্মত্ততা অন্তরেই দমন করা পুরুষত্ব। থাক—ও বেঁচেই থাক; আমার মনে হয় মরণেই সুখ। তার চেয়ে ওকে

গৌরীপুরে পাঠিয়ে দি ; চিরদিনের জন্যে সম্বন্ধ ত্যাগ কল্লেইতো সকল আপদ চুকে যায়। আচ্ছা—লীলাকে ডেকে সব কথা জিজ্ঞাসা করবো ? এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য না শুনে কর্ত্তব্যের মীমাংসা করা কি ঠিক ? কিন্তু না—উত্তর যা দেবে, তা বেশ বুঝতে পারছি ; বলবে—"সব মিথ্যা কথা"— তার পরে কেঁদে কেঁদে আমায় আরও অস্থির করে তুলবে ; তারচেয়ে নির্ব্বাক থাকাই ভাল ; গুপ্ত প্রণয়ের অন্তরভেদী দণ্ড সে গোপনেই ভোগ করুক। হায় ভগবান, এ তোমার কিরূপ সৃষ্টি ? এমন সুন্দর পুষ্পে—এমন জঘন্য কীট ! এমন মধুর অমৃতে—এমন ভয়ঙ্কর হলাহল ! হায় রমণি—তোমার বিচিত্র চরিত্র বুঝে ওঠা ভার ! তুমি কখন দেবীরূপে দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেও শান্তির পুণ্য প্রবাহ ছুটাও, আবার কখনও প্রবৃত্তির পৈশাচিক তাড়নায়—ধনীর সৌধেও তুমি দানবীমূর্ত্তি ধরে তাণ্ডব নৃত্যে সংসারে ভীষণ অশান্তির বিভীষিকা বিকাশ কর !

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হাইকোর্টের সান্নিধ্যে উকিলপাড়ার একটী নিভৃত গৃহ।

(জনৈক দালালের প্রবেশ)

১ম দালাল। আসুন আসুন ভবেশবাবু—এইখানে বসুন।

(টলিতে টলিতে ভবেশের প্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন দালাল ও চারজন মহাজনের প্রবেশ)

ভবেশ। টাকা চাই—যেমন করে হোক আজ তোমরা আমাকে দুহাজার টাকা যোগাড় করে দাও।

১ম দালাল। আমরা দিতে পারি, কিন্তু যদি দশহাজার টাকা সই করে দেন।

ভবেশ। কি বাবা—দশহাজার টাকা সই করে দুহাজার টাকা নিতে হবে? তোমরা যে বাবা, কাবলেওয়ালার ঠাকুরদাদা হলে! নাঃ—তোমাদের দ্বারা হলো না—আমি চল্লুম। (উত্থান)

২য় দালাল। না না, যাবেন না—বসুন, আমাদের দ্বারা না হলে আজকে আর আপনি কোথাও টাকা পাবেন না।

ভবেশ। (বসিয়া) তবে আর দেরি কেন বাবা? শিগ্‌গির শিগ্‌গির কাজ সার না। কৈগো মোহনবাবু—কৈ—টাকা কই?

(পকেট হইতে flask বাহির করিয়া মদ্যপান)

১ম দালাল। (কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া) আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? টাকা হচ্চে ;—এই হ্যাণ্ডনোটগুলতে সই করুন।

ভবেশ। কি রকম বাবা! টাকা পেলুম না—সই করবো?

১ম দালাল। আপনি সইটা করুন না—টাকা দিচ্ছে।

ভবেশ। আমাকে সেই রকম কাঁচাছেলেই পেয়েছ কিনা!—টাকা কই?

১ম দালাল। (১ম মহাজনের প্রতি) কৈগো—আপনারা টাকা বের করুন না?

১ম মহা। (১ম দালালকে একটু তফাতে লইয়া) টাকাতো এনেছি—কিন্তু লোকটাকে আমিতো চিনিনে।

১ম দালাল। আপনি না চেনেন, ওঁরা সকলেই চেনেন। ভবেশ চৌধুরীকে কে না চেনে? কমলপুরের খুব বড় জমিদার, কলকেতাতেও বাড়ী আছে; অনেকদিন ধরে কাপ্তেনী করছে।

১ম মহা। তবে এমন করে টাকা নেবার মানে কি? বাপ আছে কি?

১ম দালাল। আরে না না, খ্যাঁচ পড়েছে তাই এখুনি চাই—এও বুঝতে পাচ্ছেন না? আপনি আজ দিয়ে, কাল নালিশ করে দিন, ব্যাস্—অমনি আপনার ঘরের টাকা সুড়সুড় করে ঘরে এসে ঢুকবে।

১ম মহা। কিছু মর্টগেজটেজ রাখুক না, যত টাকা চাই আমি দেব।

১ম দালাল। আরে—সে সব হয়ে গেছে, তা নইলে কি আর আপনার কাছে পাঁচগুণ লিখে দিয়ে টাকা নিতে এসেছে?

১ম মহা। ও—সে সব বুঝি হয়ে গেছে? তা বেশ—আপনার কথায় আমি পাঁচশো আজ দিতে পারি।

২য় দালাল। (নিকটে আসিয়া) কিগো—কি পরামর্শ হচ্চে?

১ম দালাল। উনি ওঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিলেন।

২য় দালাল। সে কি! আপনি ভবেশ চৌধুরীকে জানেন না? আজকাল কলকেতায় এত বড় কাপ্তেন আর নেই, এমন দাঁও ছাড়বেন না।

১ম দালাল। ওঁরা সব কত দেবেন?

২য় মহা। আমরা তিনজনে পাঁচশো করে দেড়হাজার দেব।

১ম দালাল। তা বেশ ইনি পাঁচশো দেবেন, তা হলেই দুহাজার হলো। কিন্তু দেখবেন—আমাদের ভুলবেন না।

ভবেশ। কি হচ্চে বাবা—তোমাদের? আমি কতক্ষণ এখানে বসে থাকব? টাকা দেবে তো দাও—নইলে চল্লুম।

২য় দালাল। না না, আপনাকে যেতে হবে না—কই গো?

১ম দালাল। (ভবেশকে হ্যাণ্ডনোটের কাগজগুলি দিয়া) নিন্—সই করুন।

ভবেশ। কি রকম বাবা! সই করুন—সই করুন তো পঞ্চাশবার শুনছি—কিন্তু একটা টাকারওতো আওয়াজ এপর্য্যন্ত কানে গেল না—টাকা কই?

১ম দালাল। (২য় মহাজনের প্রতি) কই গো—টাকা বের কর না?

২য় মহা। এই যে, (পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া) এই—আমার পাঁচশো টাকা—হ্যাণ্ডনোটে সই করে দিন—টাকা নিন্।

ভবেশ। আরে ও তো দেখছি মোটে পাঁচশো—আমার যে বাবা, দুটী হাজার চাই? (মদ্যপান)

৩য় মহা। (নোট বাহির করিয়া) এই দেখুন—এই আমার পাঁচশো।

ভবেশ। কি বাবা—সব পাঁচশো পাঁচশো করে নাকি?

৪র্থ মহা। হ্যাঁ ম'শায়; আপনি সই করে দিন, আমরাও টাকা বের করছি—আমরা আপনাকে ফাঁকি দেব না।

ভবেশ। হ্যাঁ বাবা—ফাঁকি দিও না, ফাঁকি দেবার চেষ্টাও করোনা—তাহলে সব বিপদে পড়বে। আমায় চেননা, আমি বড় সাংঘাতিক ছেলে! দুটী হাজার টাকা থোক আমার চাই, তারমধ্যে দালালি টালালি দিতে পারব না—তা কিন্তু বাবা—বলে রাখছি। (মদ্যপান)

১ম দালাল। সেকি—ভবেশবাবু! আমাদের পাওনাটা দেবেন না?

ভবেশ। বা'রে নদেরচাঁদ আমার! দুহাজার টাকা নিচ্ছি—দশ হাজার টাকা লিখে দিয়ে—তাতেও আবার ভাগ বসাতে চাও?

১ম দালাল। (মহাজনের প্রতি) তবে আপনারা আমাদের কত দেবেন বলুন।

২য় মহা। আচ্ছা—কালিবাবু, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সে হবে এখন, এখন হ্যাণ্ডনোটগুলতে সই করতে বলুনতো।

ভবেশ। হ্যাণ্ডনোট "গুলো" আবার কেন বাবা, ক'খানা হ্যাণ্ডনোট?

১ম দালাল। চারজনে টাকা দিচ্ছেন, তাই চারখানা হ্যাণ্ডনোট; এখন এই নিন্—(কাগজগুলি অগ্রসর করিয়া) এ গুলতে একে একে সই করে দিন।

ভবেশ। কৈ—দেখি বাবা! (একখানি হ্যাণ্ডনোট হাতে লইয়া পাঠ) On demand I promise to pay to—

১ম দালাল। ও সব ঠিক আছে, আপনি সইটা চট্‌পট্ করে দিন—অনর্থক সময় নষ্ট করছেন কেন?

ভবেশ। বটে! একবার সাপ কি ব্যাঙ দেখতেও দেবে না? (মদ্যপান) আচ্ছা কৈ—কলম দেখি।

১ম দালাল। (কলম দিয়া) এই নিন—সই করুন।

(কলম লইয়া ভবেশের সই করিবার উদ্যোগ; বলেন্দ্র ও দুইজন সম্রান্ত উকীলের প্রবেশ)

১ম উকীল। কিহে—তোমরা সব এখানে কি কচ্ছো?

১ম দালাল। আজ্ঞে না—এই আমরা এখানে একটু বসেছিলুম—

[১ম দালালের হ্যাণ্ডনোটগুলি তুলিয়া লইয়া সত্বর প্রস্থান]

২য় উকীল। (২য় মহাজনের প্রতি) কিগো—তুমি যে এখন এখানে ? তুমি না দক্ষিণেবাবুর ক্লার্ক ?

২য় মহা। আজ্ঞে—আজ্ঞে— (পলায়ন)

২য় দালাল। (পলাইতে পলাইতে অন্তরালে) ও বাবা ! এ যে খোদ কর্ত্তারা এসে হাজির ! নাঃ—বড় কাৎলাটা গেঁথেও ড্যাঙ্গায় তুলতে পাল্লুম না ! আমাদের চুনোপুঁটীর বরাত—সইবে কেন ! (পলায়ন)

[অপর তিনজন মহাজনের প্রস্থান]

ভবেশ। একি—এরা সব পালাচ্ছে কেন বাবা ! এই যে—বলুদা ! বলি তুমি এ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে আমার কাজে বাগড়া দিচ্ছ কেন ? তোমার কি করেছি বাবা—যে, তোমার এত রাগ ? তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েছিলুম যে, তুমি সেদিন বাড়ীতে পেয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে ? বড়লোক হয়েছ ?—নতুন বড়লোক হয়েছ ?—তা বেশ ! আমিও বনেদিঘরের ছেলে—আমিও চৌধুরীবংশের অকাল কুষ্মাণ্ড, আমিও বাবা—বড়মানুষি ঢের জানি !

বলেন্দ্র। ভবেশ—ভাই, তুমি হলে কি ? তুমি এতক্ষণ ওদের সঙ্গে এখানে কি কচ্ছিলে ?

ভবেশ। সে কথায় তোমার দরকার কি দাদা ? আমি যাই করিনা—তাতে তোমার কি ? তুমিতো নতুন বড়লোক হয়েছ—কৈ—আজ দুহাজার টাকা আমায় ধার দাও দেখি !

বলেন্দ্র। তুমি দুহাজার টাকার জন্যে এই সব জঘন্য লোকের কাছে হ্যাণ্ডনোট কাটছিলে ?

ভবেশ। হ্যাঁ—কাটছিলুম। শুধু কি তাই ?—দশহাজার লিখে দিয়ে দুহাজার টাকা নিচ্ছিলুম ! তোমাকেও তাই দেব—দেবে ?

বলেন্দ্র। (১ম উকীলের প্রতি) উঃ—দেখুন, কি ভয়ানক ব্যাপার দেখুন! (জনান্তিকে) মনে করেছিলুম যে, আর কখনো ভবেশের সংশ্রবে আসব না, কিন্তু আমার আফিসের একজন ক্লার্ক আমাকে এই সংবাদ দিলে, তাই আপনাদের নিয়ে এলুম।

২য় উকীল। বড়ই দুঃখের বিষয় এ পাড়ার মধ্যেও এই রকম কাণ্ড হচ্ছে!

১ম উকীল। আরে—এ তো ভাল, এর চাইতেও কত বীভৎস কাণ্ড এখানে প্রত্যহ হচ্ছে! তবে বলেনবাবু, আমরা এখন চল্লুম।

[উকীলদ্বয়ের প্রস্থান]

ভবেশ। কি বলুদা—টাকা দেবে নাতো? তবে আর বিড়্ বিড়্ করছো কেন দাদা? আস্তে আস্তে সরে পড়।

বলেন্দ্র। আচ্ছা ভবেশ, বাড়ীতে লিখলেই তো দাওয়ানজী তোমায় টাকা পাঠিয়ে দিতেন?

ভবেশ। বাড়ী? কার বাড়ী—আমার বাড়ী? আমার দেশের বাড়ী—না—কলকেতার বাড়ী? বাড়ী, ঘর, বিষয়, সম্পত্তি সব মর্টগেজ! বিষয় সম্পত্তির আয়? সে সব বাবা—সুদ দিতে ফুরিয়ে যায়—আর দাওয়ানজীরও পেট ভরে, বুঝলে বলুদা? ভবেশের সব গেছে—কিন্তু বাবা—ভবেশ এখনও ঠিক আছে; ভবেশ এখনও মদ খাচ্ছে; এখনও ফূর্ত্তি কচ্ছে! নাঃ—তুমি দেখছি টাকা দেবে না! (উঠিয়া) তবে চল্লুম;—এরা সব গেল কোথা? (টলিতে টলিতে মদ্যপান)

বলেন্দ্র। ছিঃ ভবেশ! আর ওদের সঙ্গে মিশোনা—আর মদ খেওনা।

ভবেশ। থাম না কেশব সেন! আর লেকচারে কাজ কি?

বলেন্দ্র। আচ্ছা এস—আমি তোমায় বাড়ীতে পৌঁছে দেব।

ভবেশ অতটা কষ্ট নাই বা কল্লে!

বলেন্দ্র। না, তাতে আর কষ্ট কি, আমার গাড়ী রয়েছে, গাড়ী করে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দেব।

ভবেশ। আমি ঢের গাড়ী দেখেছি, ঢের গাড়ী চড়েছি, আমায় আর গাড়ী দেখিও না—আমি বাড়ী যাব না। বাড়ীতে কার কাছে যাব—কে আমার আছে ?

বলেন্দ্র। তবে কোথায় যাবে ?

ভবেশ। আমায় রামবাগানে মালতীর বাড়ীতে পৌঁছে দেবে তো দেও ; সেও আমার বাড়ী—আমিই মালতীকে দিয়েছি বাবা !

বলেন্দ্র। আচ্ছা চল—তোমায় রামবাগানের মোড়ে নাবিয়ে দেব।

ভবেশ। কেন—মালতীর বাড়ীতে নাবিয়ে দেবে না ? তার দরজার কাছে গেলেও infectionএ তুমি খারাপ হয়ে যাবে নাকি ?

বলেন্দ্র। আচ্ছা চল, তার বাড়ীতেই তোমায় নাবিয়ে দেব। (স্বগত) ওঃ সেই ভবেশ ! যে ভবেশ কখনো কার মনে কষ্ট দিয়ে কথা কইতে জানতো না ; যে ভবেশ বড়লোকের ছেলে হয়েও সুনাম নিয়ে বি, এ, পাশ করেছিল—উঃ আজ সেই ভবেশের এই পরিবর্ত্তন ! জানিনা অতঃপর—পরিণামে কি আছে !

ভবেশ। কি বলুদা—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বলেন্দ্র। তুনি কোথায় ভবেশ ?

ভবেশ। তুনিদাকে সঙ্গে করে টাকা ধার কর্ত্তে বেরবো ? সে আজকাল আর কিছুতেই টাকা ধার কর্ত্তে দেয় না। যাবেতো বলুদা, এই বেলা চল। (যাইতে উদ্যত হইয়া থামিয়া) না না, আমি তো সেখানে এখন যেতে পারবো না ! টাকা কই—টাকা না নিয়ে কি করে মুখ দেখাব ? না বলুদা—আমি যাব না, টাকা না নিয়ে এখান থেকে উঠছিনে—এই বসলুম বাবা ! (উপবেশন ও মদ্যপান)

বলেন্দ্র। আচ্ছা চল—আমার বাড়ী চল, আমি তোমায় টাকা দেব।

ভবেশ। না বাবা, সেখানে আর যাচ্ছিনে, একবার সেখানে তুমি আমায় বিনাদোষে অপমান করেছ; আবার আমি সেখানে যাব?

বলেন্দ্র। ভবেশ, তুমি বিনাদোষে বলছো? তোমার দোষ যে কি ভয়ঙ্কর তা তোমায় বলতে চাইনে, আর বল্লেও তুমি এ অবস্থায় বুঝতে পারবে না। তুমি আমার জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করেছ; তুমি আমার প্রাণে তুষের আগুণ ধরিয়ে দিয়েছ! ভবেশ, তোমায় সেদিন অপমান করেছিলুম—রূঢ় কথা বলেছিলুম; কি করবো ভবেশ—সে অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না; তুমি যে আমায় মানুষ থাকতে দেওনি! আমি বড়ই দুঃখিত, আমায় ক্ষমা কর ভাই।

ভবেশ। ক্ষমা! (উঠিয়া) কাকে ক্ষমা করবো—তোমাকে? ভবেশের প্রাণে এখন আর ক্ষমা নেই। হ্যাঁ—তবে একদিন করবো, একদিন করবো, কবে—শুনবে? যে দিন ভবেশের এই জীবন অঙ্কের যবনিকা পড়বে—সেইদিন—সেইদিন ক্ষমা করবো—এখন আমি চল্লুম! টাকা—টাকা—যেখানে টাকা পাব—সেইখানে যাব——

[টলিতে টলিতে বেগে ভবেশের প্রস্থান]

বলেন্দ্র। উঃ—কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! ভবেশ আর সে ভবেশ নেই! মদে ওকে খেয়েছে—একেবারে উচ্ছন্ন গেছে! নাঃ—আর কখনও ওর সংশ্রবে আসবো না।

[বলেন্দ্রের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

ভবেশের কমলপুরস্থ বাটীর অন্তঃপুর।

(কমলা ও ভিখারিণী আসীনা)

কমলা। ভিখারিণী—ভাই, তুমি যেমন শ্যামের রূপ বর্ণনা কর, আমি তো ভাই, প্রাণে সেরূপ রূপ দেখতে পাই না! আমি যখনই সে রূপ চিন্তা করি, তখনই যে আমার স্বামীর মূর্ত্তি আমার চখের সামনে এসে পড়ে!

ভিখা। সে ভালই তো ভাই; তোমার স্বামীর রূপই তো তোমার শ্যামের রূপ—সে রূপ ছাড়া তোমার প্রাণে অন্যরূপ তো আসতে পারে না।

কমলা। কিন্তু ভাই, আমি তাঁকে এত ভাবি, আমি তাঁকে দেখবার জন্যে এত কাতর হই, কিন্তু তিনি তো আমায় ভাবেন না, তিনি তো আমায় দেখা দেন না?

ভিখা। ব্যস্ত কেন ভাই—সময় হলে তিনি আপনি এসে তোমায় দেখা দেবেন।

কমলা। ভাই, আর কি তিনি আমায় দেখা দেবেন? আর কি তিনি আমার সঙ্গে কথা কবেন? তিনি তো ভাই, আমায় দেখা দিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে কত কথা কয়েছিলেন—আমিই তো কথা কইনি—কথা কইতে পারি নি! আহা, তিনি যখন তাঁর সমস্ত কথা বলে, আমার কাছে—এই হতভাগিনীর কাছে—ক্ষমা চেয়েছিলেন, তখন কেন আমি কথা কইনি? তখন কেন আমি তাঁর

কাছথেকে চলে গেলুম? মাথা ঘুরে পড়ে যেতুম? তা গেলুমইবা? বেশ তো—তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তুম—জীবন আমার সার্থক হতো! আহা—সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু সেই তাঁর আমাকে প্রথম কথা বলা—সেই আমার জীবনে প্রথম সুখের দিন—আর সেই আমার জীবনের শেষ সুখের দিন!

ভিখারিণীর—গীত।

"আসিয়া নাগর সম্মুখে দাঁড়াল
গলে পীত বাস লইয়া।
সো চাঁদ বদনে ফিরি না চাহলি
তো বড়ি নিঠুর মাইয়া॥
অভিমানী হইয়া মোরে না কহিয়া
ত্যেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে॥
মনের আগুনে মরিছ পুড়িয়া
নিভাইবা আর কিসে।
শ্যাম জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥"

কমলা। এ্যাঁ! ভাই, আর তিনি আসবেন না? আর তাঁকে দেখতে পাব না? আজ দাদা সকালের গাড়ীতে এসেছেন, তিনি বল্লেন যে, উনি বিকেলে আসবেন। হ্যাঁ ভাই, তবে কি তিনি আসবেন না? বিকেল তো হয়েছে, তা কৈ এখনও তো তিনি এলেন না? সত্যি কি তিনি আসবেন না?

ভিখা। শ্রীরাধাকে অতিশয় অভিমানিনী দেখে ভাবুক চণ্ডিদাস যেন তাঁকে ভয় দেখিয়ে বলছেন যে, "শ্যামজলধর আর না মিলিবে"—তাই বলে কি রাধার শ্যাম—রাধাকে ভুলে থাকতে পারেন? অত উতলা হয়ো না ভাই, গাড়ীর সময় হয় নি; একটু পরেই দেখো আসবেন।

ভিখারিণীর—গীত।

"ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারায়ে ছিলে।
(ঐযে) শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়া পরাণ পেলে॥
সই জুড়াল কি তোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া॥
এবে চরণ দুখান করাহ সিনান
ভাসায়ে নয়ন নীরে।
তোমার বঁধূর যত অমঙ্গল
সকলি যাইবে দূরে॥
অধীরা হয়োনা শুনহ সজনি
এমত উচিত নহে।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রহে॥"

ঐ দেখ তোমার বঁধূ আসছেন, প্রাণ জুড়াল তো? আমি তবে যাই ভাই, একটু পরে আবার আসবো।

[ভিখারিণীর প্রস্থান]

(ভবেশের প্রবেশ—পশ্চাতে বেহারীর ব্যাগ লইয়া প্রবেশ, কমলার উঠিয়া একদিকে সঙ্কোচে দণ্ডায়মান)

ভবেশ। (বসিয়া) বেহারি—ব্যাগটা এখানে রেখে তুই যা, নিতাইকে নিয়ে বাইরের বৈঠকখানার ঘরটা দুজনে শিগ্‌গির শিগ্‌গির বেশ করে ঝেড়ে পুঁচে, ফরাস বিছিয়ে, গেলাস-টেলাস-গুল সব ঠিক করে রাখগে—আমি যাচ্ছি। [বেহারীর প্রস্থান]

(কমলার প্রতি) দেখ, এই—একটা দরকারে আমি আজ এসেছি; কাল সকালে দাওানজীর সঙ্গে দেখা করে, সকালের ট্রেনেই আবার কোলকাতায় চলে যাব। হ্যাঁ—ভাল কথা, তোমার গয়নাগুল একবার আনতো। [কমলার প্রস্থান]

(স্বগত) দেবে তো? গয়নাগুল দেবে তো? আনতে তো গেল, দেখিনা একটু; না দেয় তো জোর করে নিয়ে যাব—টাকা যেমন করে হোক চাইই। হ্যাণ্ডনোটেও তো আর কেউ টাকা দেয় না, এখন একমাত্র উপায় কমলার গয়না—ও গুল বেচলে এখনো কিছুদিন চলবে। বাবা গয়নাগুল সব আসল গিনিসোণার গড়িয়েছিলেন। (একটু পরে) আচ্ছা, তুনিদা আজতো সকালের ট্রেনে এসেছিল, কিন্তু কৈ—তাকেতো দেখতে পাচ্ছিনি—কোথায় গেল? সেতো আগে এসে কমলাকে টিপে দেয় নি? নাঃ—আমি যে আজ গয়না নিতে আসবো, সে কথাতো তাকে বলিনি; তাকেতো বলেছি দাওয়ানজীর কাছথেকে টাকা আনতে হবে। এখন তুনিদা এখানে নেই—বেশ হয়েছে, আসতে না আসতে কাজ সেরে রাখতে হবে! তা কৈ—এত দেরি করছে কেন? না, দেরি আর কোথায় হলো? লোহার সিন্ধুক খুলবে, তবে তো গয়নাগুল আনবে। (ক্ষণপরে) মালতী আজকাল কেমন হয়ে গেছে! তার মা বেটি যখন

তখন খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে ;—জ্বালাতন! এত দিলুম—তবুও খাঁই আর মেটে না! টাকা, টাকা, টাকা, আবার তা নইলে—বেরিয়ে যাও! যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও শেষটা এই? সেদিন শৈলেন যে কথাটা বল্লে—তা কি সত্যি? মালতীর ঘরে আর একটা লোক আসছে, তার নাম নাকি সুরেশ—কোলকাতার একজন বড়লোক, একবার তক্কে তক্কে থাকতে হবে; একবার দেখতে হবে—লোকটা কি রকম। উঃ, তা যদি হয়—তবে খুন করবো—একেবারে সাবাড় করবো! শালী যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে, আবার আমারি বুকে বসে—আমারি দাড়ী ওপড়াবে?

(কমলার বাক্স লইয়া প্রবেশ)

ঐযে, সত্যিই তো নিয়ে এসেছে! (প্রকাশ্যে) এনেছ—রাখ, কৈ—চাবিটা?

(কমলার চাবি প্রদান, ও ভবেশের বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি লইয়া নিকটে রাখা)

ঐ ব্যাগটা দেও তো।

(কমলার ব্যাগ প্রদান, ব্যাগ খুলিয়া তন্মধ্যে ভবেশের গহনাগুলি রাখা)

দেখ, আমার বিশেষ দরকার হওয়াতে তোমার গয়নাগুল এখন নিলুম, তুমি কিছু মনে করো না, আমি আবার তোমায় ফিরিয়ে দেব; আর আমার রাত্রের খাবার বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দিও, আমি বাইরেই থাকব।

[ব্যাগ লইয়া ভবেশের প্রস্থান]

কমলা। (করজোড়ে) ঠাকুর, আর একটু রাখলে না কেন? যদি এত দয়া করলে তবে আর একটু রাখলে না কেন? আমি যে নয়ন ভ'রে দেখতে পেলুম না? তাঁর মধুর কথা শুনে, আমার কাণ যে শীতল হচ্ছিল! ঠাকুর—সে মধুর কথা আর একটু শোনালে না কেন? ওগো, তুমি যে আমার দেবতা, তুমি শুধু আমার গয়নাগুল নিলে কেন—তুমি আমার সর্ব্বস্ব নেও, তোমার কি চাই বল—আমি সব

দেব, আমার জীবন নিয়েও যদি তুমি সুখী হও, প্রভু—তুমি তাই নেও। ঠাকুর! আর বেশী তুমি আমায় দেবে না—তা জানি, এই যে আমার তুচ্ছ গয়নাগুলি নিয়েছেন, এতেও আমার আনন্দ! ঠাকুর—এই আমার যথেষ্ট!

(ভুনির প্রবেশ)

ভুনি। কমলা—ভবেশ এসেছে কি?

কমলা। এ্যাঁ! কে দাদা? কি বলছো?

ভুনি। ভবেশ এসেছে কি?

কমলা। হ্যাঁ, তিনি বৈঠকখানায় আছেন। দাদা—ওঁকে আর কোলকাতায় যেতে দিও না, আর মদ খেতে দিও না, তোমার পায়ে পড়ি দাদা—ওঁকে ভাল করে দেও। (ভুনির পদধারণ)

ভুনি। ওরে—ওঠ; আমি কি তার কম চেষ্টা করছি? শুধু—তোর কষ্ট দেখে, আমি আজ প্রায় দশবছর ধরে সেই চেষ্টাই করছি; তা না হলে, ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার আমার দরকার কি? জীবনে কখনো মদ খাবনা প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কিন্তু ওর পাল্লায় প'ড়ে, ওকে শোধরাতে গিয়ে—সে বিষও আমায় একটু আধটু খেতে হয়েছে! কিন্তু আর না, এবার শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবে, তুই ভাবিসনি। এখন কিছু জলখাবার নিয়ে আয় দেখি—বড় খিদে পেয়েছে।

কমলা। এই যে দাদা, তুমি একটু বসো, আমি এখনি এনে দিচ্ছি।

[কমলার প্রস্থান]

ভুনি। (স্বগত) হাঃ—হাঃ—হাঃ! শীগ্‌গির ভাল করে দিচ্ছি—আজই ভাল করে দিচ্ছি—একেবারে ভাল করে দিচ্ছি; ও রকম স্বামীর হাতে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বিধবা হওয়া ভাল! তখন কমলা—তোমার আমি খুব যত্ন করবো, তুমি শৈশবে খেলার পুঁতুলকে যেমন যত্ন করতে,

আমিও তোমায় তেমনি যত্ন করে, আমার এতকালের অভীষ্ট এই বিশাল বিষয়, তোমার দ্বারা হস্তগত করে তার একমাত্র মালিক হব! তখন আমায় পায় কে! ঢুলোবাগ্দিকেতো বলে এলুম—ঠিক রাত আড়াইটের সময় বাইরের উঠনের অশথতলায় এসে যেন দাঁড়ায়—আসবে তো? কেন আসবে না?—ওদের তো এই কাজ। আচ্ছা, ওকে দিয়েই কাজটা হাঁশিল করলে হয় না? না বাবা, তাহলে একেবারে পেয়ে বসবে! সে হবে না, ঢুনিয়ায় ঢুনির কাউকে বিশ্বাস নেই! একাজ আমার নিজেকেই করতে হবে; গোপনে—অতি গোপনে, জনঃপ্রাণীও যাতে জানতে না পারে, কেউ যেন আমাকে সন্দেহও করতে না পারে; সেই জন্যেইতো ঢুলোর সাহায্য দরকার। আগেই কি কাজ শেষ করে রাখব? না—সে হবে না, যদি তারপরে ঢুলোসর্দ্দার দলবল নিয়ে না আসে? আগে দেখবো ব্যাটা এসেছে—তবে একলা গিয়ে এ কাজ শেষ করবো; তারপর তাদের দিয়ে ডাকাতি করাব; এদিকে ঠিক সেই সময় লোকজনদেরও উঠিয়ে দেব, তাহলেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে, পারে তো দুই একটাকে খুন জখম করে—শালারা সরে পড়বে—ব্যাস! লোকে বুঝবে ডাকাতেই ভবেশকে খুন করে গেছে; ঠিক হয়েছে—এই তো মতলব! কেমন বাবা—ঢুনির বুদ্ধিটা কেমন? মদ খেলে কি আর এ বুদ্ধি জোগায়? গাঁজা খেলে বুদ্ধি খোলে, বাবা!—এসব গেঁজেলের মাথা—এ থেকে সব বেরোয়!

(কমলার রেকাবি করিয়া জলখাবার আনয়ন)

কমলা। এই নেও দাদা—তুমি খাও—আমি এক গেলাস জল নিয়ে আসি। [কমলার প্রস্থান]

(ভিখারিণীর নিঃশব্দে প্রবেশ ও ঢুনিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ; ভিখারিণীর প্রতি দৃষ্টিমাত্র ঢুনির সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্থান ও হস্ত হইতে রেকাবি পতন)

ঢুনি। উঃ ও কে? ওর কি ভয়ানক চাউনি! (কম্পন) ওর

চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফিনকি বেরুচ্ছে—আমার বুকের ভিতরটা পুড়িয়ে দিলে! কে তু-তু-তুমি? উঃ—একি! সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলছে! না—আর আমি ওরদিকে চাইতে পারব না—ও ডাকিনী! ও নিশ্চয় যাদু জানে—আমায় বাণ মেরেছে! [ঈষৎ হাস্তে ভিখারিণীর প্রস্থান]

(এক গেলাস জল লইয়া কমলার অন্যদিক হইতে প্রবেশ)

কমলা। একি দাদা—তুমি কাঁপছ কেন? খাবার ফেলে দিলে যে?

ভুনি। দেখতে পাচ্ছিস না—দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছে—দেখতে পাচ্ছিস না? ও ডাকিনী—ও আমায় বাণ মেরেছে!

কমলা। কে দাদা? কৈ—কেউত নেই?

ভুনি। নেই?—চলে গেছে? (ফিরিয়া দেখিয়া) আঃ বাঁচলুম!

কমলা। কে দাদা—কি রকম দেখতে বল দেখি?

ভুনি। কি রকম দেখতে আমি তা বলতে পারব না, আমি কেবল তার চোখ দুটোই দেখেছি, সে চোখ আমি জীবনে আর কখন দেখিনি!

কমলা। কৈ দাদা—আমিতো এখানে একলা থাকি, আমি তো কোন দিন ভয় পাই নি? ও কিছু না, সমস্ত দিন ঘুরেছ, খিদে পেয়েছিল তাই বোধ হয় মাথা ঘুরে কি দেখতে কি দেখেছ।

ভুনি। তা হবে—তা হবে। আমি এখন ভবেশের কাছে চল্লুম।

কমলা। জলটা খাও।

ভুনি। কৈ দেও। (জল লইয়া চোখে ও মুখে দিয়া পানান্তে) আঃ—একটু আরাম পেলুম! এই নে— [গেলাস দিয়া ভুনির প্রস্থান]

কমলা। কি জানি কেন—দাদার এমন হলো! আমিতো কখন এখানে কোনও ভয় পাইনি। যাই ওঁদের খাবারের জোগাড় দেখিগে।

[কমলার প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবেশের কমলপুরস্থ বাটির বহিঃপ্রাঙ্গন—অশ্বত্থতলা।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক ও মেঘের ভীষণ গর্জ্জন।

(চারিদিকে চাহিতে চাহিতে নিঃশব্দে ছুরিহস্তে দুনির প্রবেশ)

দুনি। উঃ—কি ঘোর অন্ধকার! কাছের জিনিষও ভাল করে দেখা যায় না! বেশ হয়েছে—এই তো চাই! খুব অন্ধকার চাই—একেবারে জমাটবাঁধা অন্ধকার চাই; এই ভীষণ অন্ধকারে জগতের লোক অন্ধ হয়ে যাক! এস অন্ধকার, আরও গাঢ় হয়ে এস, চতুর্দ্দিক ছেয়ে ফেল, কেউ যেন আমায় দেখতে না পায়; তোমার ঐ নিবিড় কাল আঁচলে গা ঢেকে আজ ভবেশের বুকে এই শাণিত অস্ত্র আমূল বসিয়ে দেব! এই আমার শেষ মৃগয়া, এ শীকারে সফল হলে,—আমি আজ বড়মানুষ—রাতারাতি বড়মানুষ! উঃ—কি ভয়ানক মেঘের গর্জ্জন! আর কোন আওয়াজ শোনা যায় না; ভালই হয়েছে! তবে ডাক—ডাক আকাশ কড়্ কড়্ শব্দে প্রলয়ের ডাক্ ডাক! তোমার ঐ গুরুগম্ভীর নিনাদে জগতের কাণ বধির করে দেও; যেন কেউ তার কাতর আর্ত্তনাদ্ শুনতে না পায়! উঃ—কি ভয়ঙ্কর ঝড় উঠ্ছে! বেশ হয়েছে—কেউ যেন এদিকে না আসতে পারে; সংসারে সকলেই সংত্রস্ত হয়ে আপন আপন আলয়ে আবদ্ধ থাক! এইতো অবকাশ! মদ খেয়ে এই মাত্র সে অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—এইতো—এইতো—উপযুক্ত অবসর! ও কি! ও কিসের শব্দ? কে এখানে

আসছে ? (বস্ত্র মধ্যে ছুরি লুকান) না না, আমার ভ্রান্তি ; নইলে এই ভীষণ সময়ে কে আর এখানে আসবে ? কিন্তু—সে বেটি কে ? তাকেতো কখনো দেখিনি ! সে মায়াবিনীর সেই চোক দুটো মনে হলে— কি জানি কেন—আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওটে—আমার সঙ্কল্প শিথিল হয়ে যায় ! না না, সে কথা আর ভাববো না।

(দুলোর প্রবেশ)

দুলো। আমি এসেছি।

দুনি। (চমকাইয়া) ওঃ বাবা !—উঃ—চমকে গেছি ! একটু আস্তে বলতে হয় ? তা বেশ—এত দেরি কেন ?

দুলো। দেরি কৈ ?—ঠিক রাত দুটো ; ঐ ঘড়ি বাজছে শোন।

দুনি। তা বেশ—ঠিক সময়েই এসেছ। দেখ, তুমি এইখানে দাঁড়াও। বাবা ! হাঠাৎ যে চম্‌কে গেছি—বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছে !— হ্যাঁ ভাল কথা—লোকজন সব কোথায় ?

দুলো। তাদের সব পুকুর পাড়ে কচুবনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এলুম।

দুনি। কত জন ?

দুলো। পনের জন।

দুনি। তা বেশ, কিন্তু যদি কোন রকম গোলমাল হয়, তখন দরকার বুঝলে দু'একটা খুন জখম করতেও পেচ্‌পা হয়ো না।

দুলো। আরে ঠাকুর, তুমি আর আমায় ওসব শিখিও না— এই হাতে যে কত খুন জখম করেছি, তার আর গুণতি হয় না।

দুনি। বেশ। (স্বগত) এই তো দুলো, এক আধটা নয়, কত গণ্ডা গণ্ডা খুন করে দিব্যি আছে—আর আমার এত ভয় ! না, কিসের ভয় ? আর দেরি করবো না। (প্রকাশ্যে) তাহলে সর্দ্দার, এই বেলা আমি যাই, লোহার সিন্ধুকের চাবিটা নিয়ে চলে আসি।

ডুলো। সে কম্ম বুঝি এখনও হয় নি?

ডুনি। আরে, আমার বোন না ঘুমলে কি করে হয়? এতক্ষণ জেগেছিল, এখন বোধ হয় ঘুমিয়েছে।

ডুলো। তবে যাও—আর দেরি করো না, এসব কাজে বেশী দেরি করতে নেই; আমি এই গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম। তোমায় শেষ কথা বলে দি ঠাকুর, শোন; বিশটি হাজার টাকা যদি না পাই, তবে এবার ঠাকুর—তোমাকে শুদ্ধ আর আস্ত রাখব না।

ডুনি। কেন—সেবারে যে পাঁচ হাজারের কথা বলেছিলুম, সেটা কি মিথ্যে হয়েছিল? তোমরা রাখতে পারলে না, তা আমি কি করবো?

ডুলো। তোমার কথায় সেই ছুঁড়িটাকে সরাতে গিয়েই তো যত গোল বাধলো!

ডুনি। এবারতো আর ছুঁড়ি টুড়ি সরাতে বলছি নে, এবার তোমাদের সঙ্গে আমি নিজেও আছি, তাইতো বলছি যে আগে যদি বিনা হ্যাঙ্গামে কাজ হাঁশিল করতে পারি, তার চেষ্টা দেখি; লোহার সিন্ধুকের চাবিটা নিয়ে আসি, তারপরে তোমাতে আমাতে, আর একজন লোক সঙ্গে নিয়ে, তিনজনে চুপি চুপি গিয়ে সিন্ধুকটা খোলা যাক্; লোকজনগুলকে সব আশে পাশে পাহারা রাখতে হবে; তারপরে তুমি মাল নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়। কিন্তু বাবা—এবার যা বলেছি—যদি বিনা গোলে বিশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি, তবে পাঁচ হাজার আমার; আর যদি তোমাকে খুন জখম করতে হয়, তাহলে নিদেন ছুটিহাজারও আমার চাই। এবার যে টাকার বদলে তোমার ঐ মোলায়েম হাতের বিরাশি সিক্কে ওজনের চড় হাঁকড়াবে, তা আর বরদাস্ত কচ্ছিনে বাবা!

ভুলো। আচ্ছা ঠাকুর, তাতে তো আমি রাজিই আছি ; তাঁবা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে যখন দিব্যি করেছি, তখন আমার কথার কি আর নড়্‌চড়্‌ হবে? তুমি ঠাকুর—যাও, আর দেরি করো না।

ভুনি। যাই। (স্বগত) উঃ একি—যেতে পাচ্ছিনে যে! কি রকম ভয় কচ্ছে ; সেই চোক হুটো যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে! না না, বলেন—বলেন—বলেনের ঐশ্বর্য্য দেখে আমি উন্মত্ত হয়েচি—আমাকে বড়লোক হতেই হবে—খুন করতেই হবে—তা ছাড়া আমার দ্বিতীয় উপায় আর নেই—

ভুলো। কি ভাব্‌ছ ঠাকুর? ভয় কি—যাও না?

ভুনি। না—ভয় কিসের—যাচ্ছি—(ভুনির ছোরা নিষ্কোষণ ; বিদ্যুৎ চমক)

ভুলো। ও কি ঠাকুর—তোমার হাতে ও কি?

ভুনি। ছোরা।

ভুলো। তোমার হাতে ছোরা কেন?

ভুনি। চাবিটা চুরি করতে যাচ্ছি, তার উপর আজ তোমাদের সঙ্গে ডাকাত সাজতে হয়েছে, যদি কেউ দেখে ফেলে—সেই জন্যে।

ভুলো। যদি কেউ দেখে ফেলে, তবে তুমি কি তাকে ছোরা মারবে?

ভুনি। তা ছাড়া উপায় কি?

ভুলো। পারবে?

ভুনি। নিশ্চয়।

ভুলো। যদি তোমার বোন দেখে?

ভুনি। তাকেও কি তাহলে আস্ত রাখব?—তাকেও সাব্‌ড়াব।

ভুলো। বল কি!—হাত উঠবে?

ভুনি। হাঃ—হাঃ—হাঃ!—উঠবে না?—খুব উঠবে। ভুনিয়ায় ভুনির আর কোন কামনা নেই—কিছু চাইনে—কিছু দরকার নেই—খালি

টাকা—টাকা! টাকার মমতার চেয়ে আমার কাছে আর কারও মমতা বড় নয়। বোনের বুকে ছুরি মারা কেন—যদি তেমন দাম পাই—তুই ছুলো বাগ্দি—তোর কাছেও আমি তার ইজ্জৎ বিক্রি করতেও কুণ্ঠিত নই!

ছুলো। সাবাস্ ঠাকুর!—তুমি যে দেখছি আমাদেরও টেক্কা দিলে!

(অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে বজ্রাঘাত ও উভয়ের পতন)

(গীত গাহিতে গাহিতে ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখারিণীর—গীত।

দিবস রজনী গুণ গণি গণি কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের স্বভাব পরাণে ধরিয়া, খাইলি আপন মাথা॥
কামনা কখন ভাল নহে সখা, কামনা কে বলে ভাল।
সে ছার কামনা ভাবিতে ভাবিতে সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী বিষ জল ভরি, কেবা আনি দিল আগে।
করিলি আহার না করি বিচার, এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগ পিয়াসে ধাইতে, ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের শফর আহার করিতে বঁড়িশ বিঁধিল মুখে॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতক চঞ্চু পসারুল আশে।
বারিক বারণ বহল পবন কুলিশ মিলিল শেষে॥
লাখ হেম পা'য়া যতনে বাঁধিতে, পড়ল অগাধ জলে।
কেমন বিচার করে দেখ বিধি, রায় চণ্ডিপদে বলে॥



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতার একটী রাজপথ।

মদের দোকান।

(সম্মুখে পিপার উপর দাঁড়াইয়া ভজামাত্তালের হুকাহস্তে লেক্‌চার ; চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র জনতা)

ভজ। বাঙ্গালী সেপাই হবে! বাবা, আজ বাঙ্গালী পুঁই চচ্চড়ী আর কুঁচো চিংড়ি খেয়ে লড়াই কর্‌তে যাবে! ঘোষ, বোস, বাঁড়ুয্যে, পাল—সবার হলো একই হাল; সকলের চিৎকারই এখন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু—বাবা, এই ভজগোবিন্দের লেক্‌চার বন্ধ করে কোন শালা? বাঙ্গালী হোমরুল করবে! (বিভিন্ন বর্ণের বিবিধ ফ্যাসানের জামা পরিয়া তিন জন লোকের রাস্তা দিয়া গমন) ঐ দেখ বাবা—ইনি যে যাচ্ছেন, ইনি হোমরুলের ভাই ভিমরুল—প্রকাণ্ড হুল! আর ইনি যে যাচ্ছেন, ইনি হচ্ছেন—দেশ হিতৈষিতার বোল্‌তা! নারদ ঋষির মত বিনা যন্ত্রে গান করে বেড়ান; আবার উনি যে আসছেন, উনি হচ্ছেন সমাজের মৌমাছি—ছোট হুলে সকল ফুলের মধু লোটেন! প্রাণে প্রাণে যা মিল, পোষাকেই তার চূড়ন্ত নমুনা বাবা! এঁরা আবার দেশের উন্নতি করবেন! হুঁ্যাত্তোর দেশের উন্নতি! কেন বাবা—দেশের কি হয়েছে? অভাবটা কিসের—অন্নবস্ত্রের? তা সব এস না, সকলে মিলে একসঙ্গে পেটভরে মদ খাও, ক্ষিদেও থাকবে না আর ন্যাংটা দিগম্বর হয়ে নাচতেও লজ্জা করবে না! দেশের উন্নতি করতে চাও যদি বাবা— ভজার মত মদ খাও—নইলে উন্নতি হবে না—হবে না; বলে—

পেটে নেই ভাত, আছে মাত্র জাত,
তবু সব বাড়ী পেতে বেড়ান পাত,
গায়ে সর্ব্বাঙ্গে বাত,
বাবা, নাড়িতেও নেই ধাত,
উঠতে কাৎ, বসতে কাৎ,
মারে যদি লাথের উপর লাথ,
তবুও বলে—
তুমি গো আমার বাপের ঠাকুর,
আমি যাব তোমার সাথ,
বাবা, যাব তোমার সাথ ॥

জনতা। বাহবা ভজু! বাহবা—

ভজ। হ্যাঁ—বাবা, দাঁড়াও—দাঁড়াও, দেশের উন্নতি করছি ; একট টেনে আসি বাবা, গায়ে জোর করে আসি—(পিপে হইতে নামিয়া) চোঁ—কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ—ব্রো-র্-র্-র্-র্-র্——বোঁ! (দোকানে প্রবেশ)

(টলিতে টলিতে ভবেশের ছিন্ন বস্ত্রে প্রবেশ)

ভবেশ। আমি দেখে নেব—দেখে নেব! আমায় এত অপমান? এই তো মদের দোকান—যাই, এক বোতল নিয়ে আসি। (দোকানে প্রবেশ করিয়া বিক্রেতার প্রতি) ওহে—একটা ব্র্যাণ্ডী দেওতো।

বিক্রেতা। কি ব্র্যাণ্ডী দেব?

ভবেশ। যা হয় ; আচ্ছা—একটা একশো নম্বর ওয়ান্ দেও।

ভজ। কেন বাবা—তুমি স্বদেশী নও? ধান্যেশ্বরীর কাছে কিছু নেই!—আরে কেও—ভবেশবাবু? নিজেই মদ কিনতে বেরিয়েছ? (জীর্ণ বস্ত্র ও শীর্ণ মুখ দেখিয়া) এই যে বাবা, ক্রমে ক্রমে পরমহংসের মূর্ত্তি বেরিয়েছে! বলি—মুরগী রাধাকৃষ্ণ পড়ে কি না—আবার দেখবে নাকি?

ভবেশ। না বাবা—আর দেখবার সাধ নেই। [ভজর প্রস্থান]

বিক্রেতা। (বোতল দিয়া) কৈ দামটা?

ভবেশ। এঁ্যা—দাম? আমার কাছে তো আজ টাকা নেই।

বিক্রেতা। তবে হবে না—রেখে দেও।

ভবেশ। কি হে বাপু, আজ দশ বার বচ্ছর ধরে যে কত হাজার হাজার টাকার মদ তোমাদের দোকান থেকে নিয়েছি বাবা, আর আজকে এক বোতল আমায় দিতে পারছো না?

বিক্রেতা। সে সব আমরা জানিনে; নগদ পয়সা দিতে পার—নিয়ে যাও, না পার—রেখে যাও।

(জনৈক ভিক্ষুকের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

ভিক্ষুকের—গীত।

বাবু, বুঝবে কি প্রাণ গেলে।
পেটে শুঁড়ীর জল ঢুকে এই দেশের দফা খেলে॥
বাক্স ভরা লাখ্ শ' টাকা, মদে সব কল্লে ফাঁকা,
বাড়ী গাড়ী মোটর জুড়ী, হায় সকলি বিকা'লে।
কুল গিয়েছে মান গিয়েছে, ধন নিচ্ছে ওই জলে,
রস পানের বিষম টানে, দেশ বুঝি যায় রসাতলে॥
খেতে ভাত স্বর্ণথালে, কোর্ম্মা কারি মৎস্যঝোলে,
অট্টালিকায় হর্ম্ম্য তলে, তুমি শুতে গো সেকালে।
(এখন) কলার পাতায় ভাত জোটেনা, কিনে খাও নকলদানা;
বিবির ঝাঁটায় রাত কেটে যায়, রাস্তায় নর্দ্দমার জলে।
(তুমি) রুলের গুঁতো গায়ে মাখিলে, (ঘরের) গিন্নির আদর ফেলে॥

ভবেশ। আচ্ছা! (বোতল প্রত্যর্পণ করিয়া রাস্তায় প্রত্যাগমন) তাইত, কি করি? মদ এক বোতল চাই-ই! কিন্তু একটা পয়সাও তো কাছে নেই! উঃ হুনিদা—তুমি কোথায়? আজ তুমি যদি থাকতে!

কিন্তু এখন উপায়? উঃ—তার মা বেটি আমায় ঝাঁটা পেটা করলে! সর্ব্বস্ব দিয়ে পথের ভিখারী হলুম, তবুও শেষটা এত অপমান! এই তার পরিণাম! আবার, সে লোকটাও সুযোগ পেয়ে আমায় লাঠি দিয়ে মেরে বাহাদুরী নিলে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, শালা কত বড় বজ্জাত একবার দেখে নেব! আচ্ছা—আমি কি সেই ভবেশ? না না, ভবেশ মরে গেছে, আমি তার প্রেতমূর্ত্তি! ভবেশের ভবেশত্ব নেই—সব গেছে—কিন্তু, সেই মদের পিপাসা—সেই অতৃপ্ত পিপাসা এখনও আছে! Never to be satisfied! আজ মেটাব—আজ মদের এই দারুণ পিপাসা মেটাব; কিন্তু—টাকা কৈ? কি উপায়ে টাকা যোগাড় করি? এঁ্যা—চুরি করবো—না—গাঁট কাটবো? এই তো সব লোক যাচ্ছে, কারো পকেট থেকে কিছু তুলে নি না—

(একজন পথিকের পকেটে হাতদিতে অগ্রসর)

পথিক। কি বাবা—আজ কার্ত্তিক পূজোর বাজার পেয়ে পকেট মারতে বেরিয়েছ? তুমি ধনমণি, আমার পকেট মারবে? কিছু পাবে না বাবা—কিছু পাবে না! সেই বিকেলে একটা পয়সা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আধলার পান খেয়েছি আর আধলার বিড়ি কিনে দু'টান খেয়ে এই দেখ বাকিটা পকেটে রেখেছি! কিছু পাবে না বাবা—কিছু পাবে না; তাতে আবার এই আধ পোড়া বিড়িটার উপরে আমার ষোল আনা মন পড়ে আছে চাঁদ—তুমি কোত্থেকে নেবে? তারচেয়ে ঐ সাহেবের পকেটটা মার না—টেরটি পাবে বাছাধন! আমি বাঙ্গালী বলে কিছু বল্লুম না! এ ব্যাবসা কতদিন ধরেছ চাঁদ?

(জনৈক সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। What's the matter Babu?

পথিক। Cutting pocket, Sir!

সাহেব। Oh, you mean pick-pocket?

পথিক। Yes Sir—ঐ যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি!

সাহেব। (ভবেশের প্রতি) Go home Babu, you are rather tipsy. [সাহেবের প্রস্থান]

ভবেশ। You better go home, my fair young gipsy!

পথিক। ও বাবা—এ শালা গাঁটকাটা যে আবার ইংজিরি বলে!

[পথিকের প্রস্থান]

ভবেশ। তাইত, এখন করি কি? এক বোতল যেমন করে হোক চাই-ই-চাই! ভিক্ষে করবো?—কে আমায় ভিক্ষে দেবে? নাঃ—ঐ যে একজন যাচ্ছে; ওকে দেখে বোধ হচ্ছে, পকেট নেহাত খালি নয়—নিই—নিই—তুলে নি! (নিজ অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়কের প্রতি হটাৎ দৃষ্টি পড়ায়) এই যে—এই যে—আমার আংটিটা এখনও আছে! ঠিক হয়েছে—এইটে দিয়ে এক বোতল পাব, কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!—আর পকেট মারতে হলো না! (অঙ্গুরীয়ক চুম্বনান্তে) আজ তুমিই আমায় বাঁচালে; বড় পিপাসা—দুর্জ্জয় পিপাসা—আজ তুমি আমার এই দারুণ পিপাসার শান্তি করবে চল! (দোকানে প্রবেশান্তে বিক্রেতার প্রতি) ওহে—এই আংটিটা রেখে, আজকের মত এক বোতল ব্রাণ্ডী দেবে কি?

বিক্রেতা। কৈ দেখি? (আংটি গ্রহণ) ওরে, দেখ্ তো আংটিটা।

অপর ব্যক্তি। (আংটি দেখিয়া) দে—এত করে যখন বলছেন, এক বোতল দে।

(ভবেশকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডী প্রদান)

ভবেশ। খুলে দাও—বাবা।

(বোতল খোলাইয়া রাস্তায় আগমন ও ঢক্ ঢক্ করিয়া পান)

আ-আঃ—এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো! এতক্ষণে পিপাসার ক্ষণিক নিবৃত্তি

হলো! উঃ—মালতি, আমার অপমানটা তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি? মালতি, তোকে আমি এত ভালবাসতুম—তার এই পরিণাম? কুকুর বেড়াল পুষলে যে মায়া হয়—তোর কি সে মমতাও নেই? কিন্তু আর না—বড় অপমান—বড় অপমান! (মদ্যপান) ভবেশকে কেউ কখন ভালবাসে নি—ভবেশও কাউকে ভালবাসে না! একমাত্র ভালবাসে এই মদ! এই-ই আমার বন্ধু! (মদ্যপান; জনতা বৃদ্ধি)

একজন লোক। কি বাবা, মদ খাবার আর যায়গা পাওনি? সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েই চালাচ্ছ? এখুনি যে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

ভবেশ। এঁ্যা—কি বোল্লে—পুলিশ—পুলিশ? পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে? হঁ্যা—গাড়ীছাড়া কখন একপাও চলতুম না, তাই এতদিন ওটা হয় নি, আজ আর সেটা বাকি থাকে কেন বাবা! পুলিশে ধরবে?—জেলে দেবে?—দিক; তাহলেই ভবেশের চরম হলো! ঠিক বলেছ, ঐটে বাকি ছিল! সব হয়েছে; মনে মনে পরস্ত্রীকে ভাল বেসেছি, নিজের স্ত্রী যে কেমন—তা একদিনের জন্যেও দেখিনি বাবা! তাকে একদিনও আদর যত্ন করিনি! লাখ লাখ টাকা দুহাতে উড়িয়ে শেষে পরিবারের গয়না পর্য্যন্ত বেচে মদ খেয়েছি! তোমরা বাবা, জীবনে কি করেছ? দেখ, ভবেশ সব করেছে! মদ খেয়ে, তার সব সুখ ভোগ করেছে! তারপরে এই দেখ—(ছিন্ন বস্ত্র দেখাইয়া) বিষয় সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম যার শ্রীপদে অর্পণ করে সর্ব্বস্ব খুয়িয়েছি, আজ সেই বেশ্যার দ্বারে ঝাঁটা লাথি খেয়ে, এই দেখ—রাস্তায় দাঁড়িয়ে মদ খাচ্চি! এখন বাকি আছে অগতির গতি পুলিশ! তবে সেটাও আর বাকি থাকে কেন বাবা? ডাক—ডাক, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দাও! (মদ্যপান) বাপের মৃত্যু কালে, এক ফোঁটা গঙ্গাজল না দিয়ে, দিয়েছিলুম কি শুনবে—শুনবে? এই মদ! এই মদ তাঁর মুখে

দিয়ে তাঁর শেষ তর্পণ করেছি! এই মদ দিয়ে তাঁর সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিয়েছি! উঃ—আমায় ফাঁসি দেও—আমি পিতৃহত্যা মহাপাতকে কলঙ্কিত হয়েছি! দেও আমায় ফাঁসি দেও;—দেবে না? তোমরা বিশ্বাস করছো না?—আমায় মাতাল মনে করছো? বাবা, এর একটি বর্ণও মিথ্যে নয়; সব সত্যি—সব সত্যি! তোমরা বাবা, দেখে যাও—কি করে মদ খেয়ে ফূর্ত্তি করতে হয়—এই ভবেশকে দেখে তার চূড়ান্ত শিক্ষা শিখে যাও! (মদ্যপান করিয়া বোতল নিক্ষেপ) আজ শেষ—চিরদিনের মতন ভবেশের মদ খেয়ে ফূর্ত্তি করা শেষ! আজ সেই দারুণ পিপাসা—অতৃপ্ত পিপাসার শান্তি! (রাস্তায় টলিয়া পতন; নেপথ্যে মোটরগাড়ীর শব্দ)

পথিক্। আরে—সরে যাও—সরে যাও—মটরগাড়ী আস্‌ছে।

অনেকে। রোকো—মোটর রোকো—রাস্তায় লোক পড়ে আছে।

(পুলিশ পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পুলিশ। আরে—হাট্ যাও; উও কেয়া হ্যায়? মুর্‌দা হ্যায়?

একজন পথিক। নেহি নেহি—মাতোয়ালা হ্যায়।

পুলিশ। আরে তুমলোক্ ভিড় লাগা'কে কাহে হাল্লা কর্‌তা হ্যায়? হাটো—হাটো— (বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। কি হয়েচে ম'শায়?

পথিক। ম'শায়, এই লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো এক বোতল মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে, আর একটু হলে আপনার মোটর ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল আর কি—ড্রাইভার খুব দাঁড় করিয়েছে; তা আপনি যদি লোকটাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যান—তবে বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

বলেন্দ্র। কৈ দেখি, (নিকটে গিয়া) এ্যাঁ—এ যে ভবেশ! উঃ—শেষটা ভবেশের এই পরিণাম!

পথিক। তাহলে তো দেখছি আপনার চেনা লোক!

বলেন্দ্র। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই—ড্রাইভার, এদিকে এস।

(মোটর চালকের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। (মোটর চালকের প্রতি) দেখ, এই বাবুকে আস্তে আস্তে এস আমরা গাড়ীতে ওঠাই।

(দু'চার জনের ভবেশকে ধরিয়া দাঁড়করান)

পুলিশ। আরে কাঁহা তুমলোক উসকা লে যাতা? উও মাতোয়ালা হোকে রাস্তামে গির পড়া, উসকা হাম্ পহেলা থানামে লে যায়েগা, রাখো হুঁয়া—ছোড় দেও।*

বলেন্দ্র। দেখ, উন্‌কো তুম হামারা গাড়িমে লে যানে দেও, নেহিতো থোড়া দের মর যা'ঙ্গা।

পুলিশ। আরে নেহি বাবু—ঐসা বহুত মাতোয়ালা হাম দেখা, আপ্ যাইয়ে।

পথিক। (বলেন্দ্রের প্রতি) হাতে কিছু দিন না, তাহলেই ঠাণ্ডা।

বলেন্দ্র। শেষটা ঘুষ দিতে হবে?—কিন্তু তা না করে উপায় কি?

(কনেষ্টবলকে নোট প্রদান)

পুলিশ। (লম্বা সেলাম করিয়া) আরে হাটো—হাটো—কেয়া দেখতা হ্যায়? চলো সব—চলো, লেও বাবুকা গাড়ীমে জলদি উঠাও। একদম বেহুঁস হো গিয়া—আভি ডাঁকদার দেখলানা চাহি। চলিয়ে বাবু,

[ভবেশকে লইয়া সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে) পুলিশ। গাড়ীকা দরোয়াজা খোলো—হুঁসিয়ারিসে উঠাও, দেখো চোট্ নেহি লাগে, বাবু আপ্‌ভি চড়্ যাইয়ে—সেলাম বাবু।

(পথিক, পুলিশ ও অন্যান্য লোকের পুনঃ প্রবেশ)

পথিক। দেখেছ—বড়লোকের ছেলে, আজ মদ খেয়ে তার কি অবস্থা?

পুলিশ। আরে বড়া আদমি হ্যায়, এইসা মৌকা থোড়াই মিলতা; দশ মিনিট্‌মে দশ রূপেয়া পয়দা কিয়া—হাঃ—হাঃ—হাঃ! (হাস্য)

(ভজা মাতালের সোণালি রং মাখিয়া কৃত্রিম ময়ূরে চাপিয়া প্রবেশ)

পুলিশ। আরে—ই—কেয়া হ্যায়? তুম কোন হ্যায়?

ভজ। আরে—দেখ্‌তা নেহি বাপধন?—হাম সোণার কার্ত্তিক হ্যায়!

পুলিশ। আরে—ই—তো বড়া তামাসা লাগায়া ভজু!

ভজ। তামাসা নয় বাবা, তামাসা নয়; আজ সব বেটি আমার পূজো করছে, গেরস্থরা আর তেমন ভক্তি করেনা, আমার বোন সরস্বতীকে আর আমাকে এখন বাজারে বিদ্যেধরীরাই একচেটে করেছে, তাই বাবা—স্বশরীরে মর্ত্তে আজ আমার আবির্ভাব! এখন যাচ্ছি একবার মালতীর বাড়ী; সে বেটি ফি বারে আমার পূজো করে, কিন্তু এবারে কেন করেনি, তার কৈফিয়ৎ নিতে যাচ্ছি বাবা! (ময়ূরের প্রতি) হাট্‌—হাট্‌।

পথিক। কি ভজগোবিন্দ——

ভজ। আমি ভজগোবিন্দ নয় বাবা—আজ আমি সোণার কার্ত্তিক! হাট্‌—হাট্‌—

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বলেন্দ্রের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। একদিন এইখানে কত সুখের তরঙ্গ, কত আনন্দের লহরী উঠেছে! তখন এই বাড়ী যেন শান্তির শীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ ছিল—কিন্তু আজ? আজ আমার সেই শান্তিময় ভবন উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে! আমার হৃদয় কুসুমে কীট প্রবেশ করে, অহরহ দংশন করছে! যেন প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দিয়ে হৃদপিণ্ডটাকে বিদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত করছে! বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! কেন এমন হলো? হায়, কেন এমন হলো?—লীলা! উঃ—লীলা, তুমি এমন? তুমি আমার এ কি করলে? শত্রুও যে এত যন্ত্রণা দেয় না—দিতে পারে না! হায়—আজ আমার অর্থের অভাব নেই, কিন্তু কৈ—অর্থেতো আমায় সুখ দিতে পারছে না? চাইনে অর্থ, চাইনে ঐশ্বর্য্য, আমি শান্তি চাই—কিন্তু তা পাই কৈ? আর আমার কিছুতেই মন নেই; যে সংসারী—সংসারের সুখ তার উদ্দেশ্য; যে সন্ন্যাসী—পরকালের সুখ তার উদ্দেশ্য; যে দরিদ্র—ধনোপার্জ্জন তার উদ্দেশ্য; যে ধনবান—প্রতিষ্ঠা তার উদ্দেশ্য; এই রকম সকলেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি?—আমি কিসের উদ্যোগ করবো?—কিছুই না! একদিন কত উৎসাহ ছিল—কত উদ্দম ছিল; কিন্তু এখন আর কিছুতেই মন নেই; মনে যে সব উচ্চাভিলাষ ছিল, তা

মনেই বিলীন হয়ে গেছে; যে সকল সাধ ছিল, তা উত্তপ্ত অন্তরের তাপে সমস্তই গলে গেছে। হায়—ধনোপার্জ্জন করবো কার জন্যে? জ্ঞান বৃদ্ধি করবো কার জন্যে? যশোলাভ করবো কার জন্যে? কে আছে আমার? আমি আজ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একা—আমার কেউ নেই! (ক্ষণপরে) না না, আছে; আমার খোকা—আমার রণেন্দ্র আছে! হায়—আজ প্রায় এক বৎসর হলো তাকে দেখিনি! ওঃ খোকাকে দেখবার জন্যে মন থেকে থেকে এমন করে ওঠে কেন? সেই কি আমার এই মরুময় হৃদয়ের একবিন্দু শীতল জল? হায়—কতদিন তাকে দেখিনি——

(কাঁপিতে কাঁপিতে রুগ্ন ভবেশের লাঠিভর দিয়া প্রবেশ)

ভবেশ। কখন উঠে এলে—বলুদা?

বলেন্দ্র। তুমি আবার এত সকালে বাইরে এলে কেন?

ভবেশ। সকালে ঘরের মধ্যে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তুমি একলাটি বসে কি ভাবছো—বলুদা?

বলেন্দ্র। কত কি ভাবছি।

ভবেশ। আমায় বল না।

বলেন্দ্র। সব কথা কি তোমায় বলতে হবে?

ভবেশ। না বলুদা, তুমি আমায় মাপ কর।

বলেন্দ্র। এর জন্যে আবার মাপ চাওয়া কেন? আমি কি ভাবছি—তা বল্লুম না বলে, তুমি কি দুঃখিত হলে?

ভবেশ। না বলুদা, সে জন্যে নয়—আমি তোমার কাছে যদি কখন কোন অপরাধ করে থাকি, যদি কখন তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, তবে সেজন্যে আমায় ক্ষমা কর।

বলেন্দ্র। হুঁ—— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

ভবেশ। কি বলুদা—আমায় ক্ষমা করবে না ?

বলেন্দ্র। তুমিতো ভাই, আমার কোন অনিষ্ট কর নি—তবে তুমি কেন ক্ষমা চাইছ ?

ভবেশ। তবে, কি দোষে তুমি আমায় একদিন তোমার এই বাড়ী থেকে অপমান করে—তাড়িয়ে দিয়েছিলে ?

বলেন্দ্র। ওঃ—ভবেশ, সে কথা তুলো না—সে কথা যেতে দেও।

ভবেশ। না বলুদা, সে কথা আমায় বলতেই হবে। যদি আমি কোন দোষ করে থাকি, তবে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।

বলেন্দ্র। আচ্ছা—সে জন্যে আমি কিছু মনে করি নি—সে কথা আর তুলো না।

ভবেশ। না—বলুদা, তোমায় বলতে হবে যে, কি জন্যে তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে ; আমি এখনও তো তার কারণ বুঝতে পাল্লুম না ?

বলেন্দ্র। সে কি ভবেশ—তুমি জান না ? ভাই, না বুঝে যে বিষ আমার প্রাণে ঢেলে দিয়ে তুমি আমার জীবনের সুখ শান্তি চিরদিনের মত নষ্ট করেছ—সে আলোচনা আর আমি করতে চাই নে—এখন—

ভবেশ। সে কি বলুদা !—আমি তোমার প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়েছি ?

বলেন্দ্র। ভবেশ, তুমি এখনও অস্বীকার করছো ?

ভবেশ। কি বলছো—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ; আমি কী অস্বীকার করছি ?

বলেন্দ্র। তুমি আমার স্ত্রীকে স্পর্শ কর নি ?

ভবেশ। এঁ্যা—বলুদা ! তুমি এ কি বলছো ? তোমার স্ত্রীকে আমি স্পর্শ করেছি ? বলুদা, এ তোমায় কে বল্লে ? ভবেশ জীবনে অনেক মহাপাতক করেছে বটে—কিন্তু কখন পরস্ত্রীর গায় হাত দেয় নি।

বলেন্দ্র। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—ডুনি আমায় দেখিয়েছে।

ভবেশ। কে—ডুনিদা?—ডুনিদা তোমায় দেখিয়েছে? কিন্তু তুমি স্বচক্ষে কী দেখেছ?

বলেন্দ্র। তুমি কিছুই জান না? ভবেশ, এখনও আমার সঙ্গে প্রতারণা করছো?

ভবেশ। না—আমি সত্যই বলছি, আমি তোমার এ কথার কিছুই বুঝতে পারছিনে—আমায় সমস্ত খুলে বল।

বলেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! বেশ, তবে শোন; যে দিন তোমরা—তুমি আর ডুনি—আমার এই নতুন বাড়ী দেখতে এস—মনে আছে?

ভবেশ। খুব মনে আছে; সেই দিনইতো তুমি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দেও, সেই দিনের কথাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি—

বলেন্দ্র। হ্যাঁ, সেইদিন! আমি আপিস থেকে অন্য দিনের চেয়ে সেদিন সকাল সকাল বাড়ী আসি, এসেই দেখি—ডুনি; সে আমাকে বল্লে যে, তুমি লীলার জন্যে পাগল—তাই মধ্যে মধ্যে তাকে দেখবার জন্যে তুমি আমার এখানে আসতে; আমি ডুনির কথা তখন বিশ্বাস না করে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলুম, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে জানালা দিয়ে ডুনি আমায় তোমাদের দেখিয়ে দিলে; কি দেখলুম জান? ভবেশ, আমি স্বচক্ষে কি দেখলুম জান?

ভবেশ। কি দেখলে?

বলেন্দ্র। দেখলুম, তুমি লীলাকে চুম্বন করছো! ওঃ—মনে করেছিলুম—এ কথা কখন প্রকাশ করবো না, কিন্তু আজ তুমি আমার মুখ দিয়ে সে কথা বা'র কল্লে!

ভবেশ। বলুদা, এতদিন বলনি বলেই ভুগেছ। ওঃ—এখন বুঝতে পারছি, কেন তুমি তোমার স্ত্রীপুত্র দেশে পাঠিয়ে দিয়েছ! কিন্তু

বলুদা, একথা তখন আমায় জিজ্ঞাসা করনি কেন? উঃ—ভুনিদার মাথায় ভারি কুবুদ্ধি জোগাত! সে আমার প্রাণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করেছে—আবার তোমার প্রাণেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! কিন্তু বলুদা, শোন; তুমি ভুল দেখেছ—তোমার স্ত্রী যে আমার মায়ের সমান!—কোলে তাঁর খোকা ছিল, আমি তাকেই চুম্বন করেছিলুম; তুমি জানালা দিয়ে বোধ হয় খোকাকে দেখতে পাও নি—তাই কি দেখতে কি দেখেছ; সত্য মিথ্যা বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করো—খোকাকে জিজ্ঞাসা করো—তোমার সন্দেহ দূর হবে। তোমার স্ত্রী সতীসাধ্বি, বলুদা—তাঁকে সন্দেহ করো না।

বলেন্দ্র। ভবেশ, এ কি সত্যি?

ভবেশ। খুব সত্যি—বলুদা, আমি যত মন্দই হই না কেন—কখন মিথ্যা কথা বলিনে; আর—এখন আমি সে ভবেশও নেই—এখন আমায় অবিশ্বাস করো না। বলুদা, আমি কোন্ শপথ করলে তোমার বিশ্বাস হবে বল, এর জন্যে আমি আজ যে কোন শপথ করতে প্রস্তুত।

বলেন্দ্র। না ভবেশ, শপথ আর তোমায় করতে হবে না—আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কল্লুম। দেখ, ভুনিরে আমি কখন কোন অপকার করি নি, কিন্তু উঃ—সে আমায় কি যন্ত্রণাটা দিয়েছে! আমি এতদিন মহাভ্রমে পড়ে নিজেও ভুগেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধিনী লীলাকেও ভুগিয়েছি! উঃ—সেদিন আর একটু হলে স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হতে হয়েছিল! ভবেশ, তোমাকেও অনর্থক সেদিন কত রূক্ষ কথা শুনিয়ে অপমান করেছিলুম; ভাই, তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইছিলে?—কিন্তু এখন আমিই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—বল তুমি আমায় ক্ষমা করলে?

ভবেশ। ছিঃ বলুদা, আমি তোমার ছোট ভাই। আমি তোমার প্রতি এতদূর অন্যায় আচরণ করেছি, এ ধারণা হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছ, এরূপ তো সাধারণ মানুষে পারে না! বলুদা, সেদিন রাস্তা থেকে আমায় তুলে নিয়ে এসে যে রকম যত্ন করছো, শত্রুর প্রতি কয়জনে এত দয়া করতে পারে?

(একজন ডাক পিয়নের প্রবেশ ও বলেন্দ্রকে কতকগুলি পত্র দিয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান)

বলেন্দ্র। আজ প্রায় দশ বার দিন গৌরীপুরের কোনও চিঠি পত্র পাই নি, দেখি—বোধ হয় আজ থাকতে পারে। (পত্রগুলি বাছিয়া তন্মধ্য হইতে একখানা লইয়া) এইখানা দেখছি গৌরীপুরের (খুলিয়া) এ যে শ্বশুর ম'শায় লিখেছেন! (মনে মনে পাঠ)

ভবেশ। কি লিখেছেন বলুদা?—সকলে ভাল আছেন তো?

বলেন্দ্র। লীলা জ্বরে শয্যাশায়ী, খোকার ম্যালেরিয়া, শাশুড়ীরও তাই, কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই! কলকেতায় নিয়ে আসতে লিখেছেন। (স্বগত) উঃ খোকার ম্যালেরিয়া! লীলা শয্যাশায়ী! ছিঃ ছিঃ আমি কি করেছি!

ভবেশ। তবে বলুদা, তুমি যাও—তাঁদের নিয়ে এস।

বলেন্দ্র। হ্যাঁ—তাই ভাবছি।

ভবেশ। এতে আর ভাববার কি আছে—আজই যাও না?

বলেন্দ্র। আজ গেলে কাল আনতে পারি বটে—কিন্তু তুমি তো একলা থাকতে পারবে? আমি না হয় আমার কর্ম্মচারী অশ্বিনীকে আজ রাত্রের মত তোমার কাছে রেখে যাব।

ভবেশ। না ভাই, তার দরকার কি? আমি তো এখন বেশ ভাল আছি—আমি বেশ থাকতে পারবো।

বলেন্দ্র। তুমি যে অবস্থা থেকে সামলে উঠেছ, তাতে এখনও খুব সাবধান হওয়া দরকার, তোমার এখনো কথা কইতে জিভ্ এড়িয়ে যায়, এখনো হাত কাঁপে!

ভবেশ। হাত কাঁপে?—না না—কৈ কাঁপছে কি?

(কম্পিত হস্ত প্রদর্শন)

বলেন্দ্র। হ্যাঁ—ঐ তো কাঁপছে।

ভবেশ। না না—ও তুমি দেখতে পাচ্ছ না—ভাল করে দেখ তো, এবার কাঁপছে কি? (পুনরায় অধিকতর কম্পিত হস্ত প্রদর্শন)

বলেন্দ্র। হ্যাঁ—কাঁপছে বৈকি—খুব কাঁপছে! তা যাক—এখন আমি মনে করছি কি যে, ওদের সঙ্গে কমলাকেও অমনি নিয়ে আসি—কি বল?

ভবেশ। এ্যাঁ—কমলা? সে আসবে—আসবে?

বলেন্দ্র। কেন আসবে না?

ভবেশ। আমায় চিনতে পারবে?

বলেন্দ্র। কেন চিনতে পারবে না? কিন্তু ভবেশ, এবার তোমায় ভাল হতে হবে, ডাক্তার কি বলেছে জান তো; এবার যদি তুমি মদ খাও তবে আর বাঁচবে না।

ভবেশ। আবার মদ খাব?—সেতো সেদিন রাস্তায় শেষ করে দিয়েছি।

বলেন্দ্র। এখন তুমি ভিতরে যাও, এই রোদে বেশীক্ষণ থেক না।

ভবেশ। একটু বরফ আনিয়ে দেও—বড় গরম।

বলেন্দ্র। বরফ বাক্সতে আছে, কাউকে বল—দেবে এখন।

ভবেশ। যাবার সময় আমায় বলে যেও—বলুদা।

[ভবেশের প্রস্থান]

বলেন্দ্র। উঃ—সুরাপানের কি শোচনীয় পরিণাম! ডাক্তাররা আশা ছেড়েই দিয়েছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সাংঘাতিক পক্ষাঘাত থেকেও ভবেশ আজ উটে হেঁটে বেড়াতে পারছে! (ক্ষণপরে) আজ তিনটের ট্রেণেই যেতে হবে; কমলাকেও ওদের সঙ্গে আনতে হবে। ভবেশ কমলাকে নিয়ে নিজের বাড়ী গিয়ে থাকুক; কমলার সেবা শুশ্রূষায় ভবেশ ভাল থাকবে। (নেপথ্যে দেখিয়া) ও কে আসছে?—সুরেশ না? সঙ্গে ওসব কারা?—পুলিশ!

(বন্ধন অবস্থায় সুরেশের কনেষ্টবল্ ও ইনস্পেক্টারের সহিত প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এ কি সুরেশ!—তুমি এ অবস্থায়?

সুরেশ। ভাই—বলেন, আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর!

বলেন্দ্র। কি হয়েছে—ব্যাপার কি?

সুরেশ। আমায় চোর মনে করে ধরেছে—ভাই, আমি চোর না; কে চুরি করেছে তাও জানি নে—আমায় মিছিমিছি ধরেছে!

বলেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তা আমার কাছে কেন?—আমি এ বিষয়ে কি করতে পারি?

সুরেশ। তুমি ভাই, যদি এ সময়ে আমায় একহাজার টাকা ধার দেও—তাহলে বেঁচে যেতে পারি।

বলেন্দ্র। তোমার বিরুদ্ধে কেস্‌টা কি?

সুরেশ। কেস্‌টা কিছুই না—আমায় ভুল করে ধরেছেন।

ইন্‌স্পে। ম'শায়—মালতী বলে একটা বেশ্যার বিস্তর গহনাপত্র টাকাকড়ি ছিল; দিনকতক ধরে—বুঝলেন কিনা—উনি তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন; একদিন রাত্রে—বুঝলেন কিনা—তাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে—বুঝলেন কিনা—তার যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে—বুঝলেন কিনা—একেবারে চম্পট্!

বলেন্দ্র। এঁ্যা—বলেন কি! হ্যা—হ্যাঁ, অনেকদিন হলো কাগজে এইরকম একটা ঘটনা পড়েছিলুম বটে।

ইন্‌স্পে। হ্যাঁ, সেই থেকে—বুঝলেন কিনা—এঁকে গ্যারেষ্ট্ করবার ওয়ারেণ্ট্ বেরিয়েছে। বড় লোকের চালে থেকে—বুঝলেন কিনা—অনেক জাল জুচ্চুরি করে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, ইনি অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করে আসছেন; এইবার আমার কাছে—বুঝলেন কিনা—বামাল শুদ্ধ ধরা দিয়েছেন। রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার বাড়ীর সামনে এসে ইনি অনেক বলা ক'য়াতে—বুঝলেন কিনা—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করাতে নিয়ে এলাম; আমরা আর মশায়, বেশী দেরি করতে পারছি না—আপনি তো সব শুনলেন; ইচ্ছে হয়—বুঝলেন কিনা—ওর নাম কি—তোমারগে—মানে হচ্ছে—(সুরেশের প্রতি) চলুন মশায়—(কনেষ্টবলের প্রতি) চলো—লে চলো।

বলেন্দ্র। মানে যা হচ্ছে—আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ম'শায় আমার দ্বারা তা হবে না।

ইন্‌স্পে। না হয় তো—বুঝলেন কিনা—কোর্টে গিয়ে ইচ্ছে করলে এঁর কেসের তদ্বির করতে পারেন;—চলো—

সুরেশ। ভাই, আমাকে বাঁচাও—আমার বন্ধু বান্ধব আর কেউ নেই—আমি এমন বিপদে আর কখন পড়িনি—আমাকে বাঁচাও।

বলেন্দ্র। সুরেশ, এ বিষয়ে এ প্রকারে তোমায় সাহায্য করতে আমি অক্ষম।

কনেষ্ট। চলো—বাবু, চলো—চলো।

সুরেশ। থোড়া সবুর কর ভাই, বলেন—ভাই, বল।

কনেষ্ট। আরে ঝুট্‌মুট্ কাহে দের করতা?—চলো।

বলেন্দ্র। সুরেশ, একদিন তুমি আমার বন্ধু ছিলে; কিন্তু সে বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে অনেকদিন তুমিই আমায় মুক্ত করেছ। তা না হলেও মনুষ্যত্বের হিসাবে মানুষকে বিপদে সাহায্য করা মানুষের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সাহায্যেরও তো একটা সম্ভব অসম্ভব আছে; তুমি যে কারণে অভিযুক্ত হয়েছ, তাতে তোমার জন্যে আদালতে উকিল নিযুক্ত করা ব্যতীত অন্য কোন রূপ সাহায্য আমি করতে পারি না; এখন যেখানে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে যাও, আমি তোমার জন্যে উকিল নিযুক্ত করবো; তুমি যদি প্রকৃত নির্দ্দোষী হও তবে আদালতের সুবিচারে মুক্তি পাবে।

সুরেশ। ভাই, তবে তাই করো, ভাল দেখে একজন উকিল দিও; যাতে খালাস পাই তা করা চাই—আর তোমায় বেশী কি বলবো!

[পুলিশদ্বয়ের সহিত সুরেশের প্রস্থান]

বলেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! কোলকাতার সহরে লোক চেনা দুষ্কর! ছেলেবেলায় যখন সুরেশের সঙ্গে পড়তুম, তখন ওর এত বড়মানুষি চাল ছিল না, কিন্তু তারপর দেখি—লোকটা হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে! কি কদর্য্য চরিত্রের লোক! আবার ঘুষ দেবে বলে আমার কাছে টাকা ধার চায়?

(ভবেশের পুনঃ প্রবেশ)

বলেন্দ্র। আবার তুমি কি কত্তে এলে?

ভবেশ। বলুদা, চলে গেছে?—পুলিশগুল চলে গেছে? আমি ওখান থেকে সব শুনেছি। পুলিশকে আমার বড় ভয় করে—তাই আসি নি; মালতী কে শুনবে? সেই রামবাগানের মালতী! সে যেদিন আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দেয়—সেদিন ঐ লোকটা আমায় খুব মেরে ছিল! (হাস্য)

বলেন্দ্র। কে?—সুরেশ?

ভবেশ। হ্যাঁ, তখন ওকে খুব বড় মানুষ বলে জানতুম। বলুদা, মদ খেয়ে—বিষয় খুইয়ে—আজ আমার এই অবস্থা; আর মদ খাইয়ে, গয়না চুরি করে—দেখ—সুরেশের আজ কি অবস্থা—হাঃ হাঃ হাঃ!

বলেন্দ্র। হ্যাঁ ভবেশ, ও জিনিষটা স্পর্শ করলেও পাপ হয়। চল—ভিতরে যাওয়া যাক, এখানটায় বড় রোদ এসে পড়লো।

ভবেশ। বলুদা, তা হলে মালতীও সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে?

বলেন্দ্র। যাক—আবার ওসব কথা কেন ভবেশ?—চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌরীপুর ; দীননাথের অন্তঃপুর।

(রুগ্ন শয্যায় লীলা ; পার্শ্বে কমলা আসীনা)

লীলা। কমলা—ভাই, আর কি আমি বাঁচবো—আর কি তাঁর দেখা পাব ?

কমলা। কেন দিদি—ওসব কথা কেন বলছো ? বড়্‌দা তো এত নিষ্ঠুর নন—তিনি নিশ্চয় আসবেন।

লীলা! আর কবে আসবেন ভাই ? আর যে আমি অপেক্ষা করতে পারছি নে! ভাই—আমি চলে গেলে—তিনি যদি আসেন, তবে বলো—যে, তাঁর লীলা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—তাঁর আশায় পথপানে চেয়েছিল! আর—কি দোষে তিনি আমায় দেখা দিলেন না—তাও আমি জানিনা, যদি কোন দোষ করে থাকি, তবে—তাঁকে আমায় ক্ষমা করতে বলো।

কমলা। এসব কি বলছো দিদি ? তুমি ওসব ভেব না—তুমি নিশ্চয় ভাল হবে, আর তিনিও নিশ্চয় আসবেন ; ওসব কথা যেতে দেও—এখন অন্য কথা কও। ভাল কথা ;—আজ দাদা আমার সঙ্গে তোমায় দেখতে এসেছেন।

লীলা। দাদা !—কে দাদা ?

কমলা। আমার দাদা।

লীলা। এঁ্যা—কে—তুনি ঠাকুরপো ? তিনি বেঁচে আছেন ?

কমলা। হ্যাঁ দিদি—তিনি আমার সঙ্গে তোমায় দেখতে এসেছেন, বাইরে বসে আছেন ।

লীলা। তবে যে লোকে বলতো—তিনি নেই?

কমলা। সেই যে—আমাদের বাড়ী যে রাত্রে ডাকাত পড়ে, আর বজ্রাঘাত হয়?—সেই বজ্রাঘাতে, তিনি আর ডাকাতের সর্দ্দার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান; ভিখারিণী তাঁদের সেই অবস্থায় দেখেছিল, কিন্তু তার পরদিন সকালে আর কেউ তাঁদের দেখতে পায় না; সকলে মনে করেছিল যে, শেয়াল কুকুরে বুঝি তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দিদি—আসল কথা সে সব কিছুই নয়; ডাকাতরাই সেই রাত্রে তাদের সর্দ্দারকে, আর অন্ধকারে চিন্‌তে না পেরে দাদাকেও—তাদের দলের একজন মনে করে—সেইসঙ্গে নিয়ে যায়। পরে দাদা বেঁচে ওঠেন—কিন্তু ডাকাতের সর্দ্দারটা মরে যায়। অনেকদিন পরে তিনি এসেছেন; তবে তাঁর আর সে চেহারা নেই দিদি;—চুল, গোঁপ, সব সাদা হয়ে গেছে; কাণে কম শোনেন; চোখেও ভাল দেখতে পান না আর থেকে থেকে ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন; কিছু ভাল করে খেতেও পারেন না—খেতে গেলে হাত কাঁপে! তিনি বড় কষ্ট পাচ্ছেন দিদি!

লীলা। আহা! এখানে একবার ঠাকুরপোকে নিয়ে এস না—আমি দেখবো।

(দীননাথের প্রবেশ)

দীননাথ। এখন মা—কেমন আছ?

লীলা। বেশ ভাল আছি বাবা; খোকা কোথায়?

দীননাথ। বাইরে বলেন্দ্র এসেছে—খোকা তার কাছে আছে।

লীলা। এঁ্যা—উনি এসেছেন?

দীননাথ। হঁ্যা মা—এখনি এখানে আসছে। [দীননাথের প্রস্থান]

লীলা। এঁ্যা—তিনি এসেছেন?

কমলা। বলেছি তো দিদি—তিনি আসবেন——

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। লীলা——

লীলা। এসেছ ? (শয্যায় উঠিয়া উপবেশন)

বলেন্দ্র। কেমন আছ লীলা ?

লীলা। এতদিন পরে মনে পড়েছে ?

বলেন্দ্র। কমলা, তুমি কেমন আছ ? হুনি বেঁচে আছে ! তাকে বাইরে দেখলুম ; উঃ চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়েছে ! আমি চিনতেই পারি নি ! ঐ যে—সে আসছে—

(হুনি ও তৎপশ্চাৎ ভিখারিণীর প্রবেশ)

হুনি। (পশ্চাতে ভিখারিণীকে দেখিতে দেখিতে) এ্যাঁ ! সেই চোক— সেইতো ! তুমি—তুমি ! এ্যাঁ—তুমি আমায় কি বলছো ? বলছো যে, আমি যে আগুন জ্বেলেছি—আমিই তা নেবাব ? আমি পারব— পারব ? তুমি যখন বলছো তখন নিশ্চয় পারব। (বলেন্দ্রের প্রতি) বলুদা, আমি তোমার সুখ দেখে, তোমার ঐশ্বর্য্য দেখে— হিংসায় জ্বলে পুড়ে, তোমার প্রাণে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তোমায় এতদিন দগ্ধেছি ; তারপর নিজেও সেই আগুনে এখনও পর্য্যন্ত দগ্ধ হচ্ছি ! এই যে বৌদিদি !—উঃ—একি ! এ আমি কি করেছি ? বলুদা, আমার জন্যেই সতীলক্ষ্মী বৌদিদির—আজ এই দশা ! ওঃ আমি মহাপাপী— আমার নরকেও স্থান নেই !

বলেন্দ্র। হুনি, তুমি কি বলছো—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !

হুনি। বুঝতে পারছ না ? (ভিখারিণীর প্রতি) বল্‌ছি—বল্‌ছি— আমি সব বল্‌ছি ; আর যন্ত্রণা দিও না—জ্বলে গেলুম্—পুড়ে গেলুম্ ! উঃ—উঃ—

বলেন্দ্র। ওকি হুনি—অমন করছো কেন ?

ছুনি। ও রকম কি আজ করছি?—সেই যে বাজ পড়ে ছিল—সেই থেকে বাজের আগুনে এখনও জলছি—জলে পুড়ে মরছি! আর পারি না—এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! বলুদা, আমিই তোমার প্রাণে আগুন ধরিয়ে দিয়ে—বৌদিদির আজ এই দুরবস্থা করেছি!

বলেন্দ্র। সে কথা সত্য।

ছুনি। সত্য—খুব সত্য! কিন্তু সে সত্য মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত; বৌদিদি আমার—সতীলক্ষ্মী; ভবেশও নির্দ্দোষী, সে বৌদিদির কোলে খোকাকে চুম খেয়েছিল; আমি তোমায় তা এমন ভাবে দেখিয়েছিলুম, এমন কথা শুনিয়েছিলুম—যাতে তোমার প্রাণে দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠলো! [ভিখারিণীর নিঃশব্দে প্রস্থান]

তোমরা আমায় ক্ষমা কর। দেখ, এ কথা আমি কখন বলতুম না—কিন্তু ঐ দুটো চোক——এঁ্যা—নেই?—চলে গেছে? কোথায় গেল—কোথায় গেল?— [ছুনির দৌড়িয়া প্রস্থান]

কমলা। কোথায় যাচ্ছ দাদা?—পড়ে যাবে—দাঁড়াও দাঁড়াও—দৌড়িও না—দাঁড়াও— [কমলার দ্রুত প্রস্থান]

বলেন্দ্র। কে এ নারী? এমন পবিত্র রূপের জ্যোতি তো কখন দেখি নি!

লীলা। ও ভিখারিণী।

বলেন্দ্র। "এঁ্যা কি বল্লে—ভিখারিণী?

লীলা। হঁ্যা, আমার অসুখ হওয়া অবধি কমলার সঙ্গে প্রায় আমায় দেখতে আসে; কত গান গায়।

বলেন্দ্র। ভিখারিণী? না লীলা—ভুল বুঝেছ, তোমরা চিনতে পার নি; এত রূপ, এত তেজ, এত পবিত্রতা কি মানুষে সম্ভব? দেখলে ভক্তিরসে অন্তর ভরে যায়; প্রণাম করে পা'দুখানি মাথায় নিয়ে ধন্য হতে সাধ হয়!

লীলা। ও যে—কমলার সখী।

বলেন্দ্র। আহা—কি দেখলুম! একদিকে সংযম, সহিষ্ণুতা ও ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি কমলা; আর অন্যদিকে তারই সখী—শান্তি, প্রীতি ও আনন্দের পবিত্র প্রতিমা—এই ভিখারিণী!

লীলা। তা বটে!

বলেন্দ্র। একি—লীলা, তুমি এত রোগা হয়ে গেছ?

লীলা। আমি তো অসুখে ভুগে রোগা হয়েছি, কিন্তু তুমি এত রোগা হয়েছ কেন?

বলেন্দ্র। আমি আবার রোগা হলুম কৈ?

লীলা। একবার আয়নাতে ভাল করে দেখ দেখি, তুমি কি ছিলে আর কি হয়ে গেছ!

বলেন্দ্র। লীলা, আমারও তো মনে সুখ ছিল না; আমি যে কি অসহ্য যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছি, তা একমাত্র অন্তর্যামী জানেন!

লীলা। কেন এমন হলো?

বলেন্দ্র। সমস্তই তো ঢুনির মুখে শুনলে; আমি তোমায় দণ্ড দিতে গিয়ে, নিজেই দণ্ডভোগ করেছি! লীলা, আমি অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর; আমি নির্ব্বোধ, তাই পরের কথায়, সত্য মিথ্যা বিচার না করে, সতীলক্ষ্মী তুমি—তোমাকে চিনতে পারিনি; কত কষ্ট দিয়েছি! কি কল্লে যে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে—তা জানি না! আমায় মার্জনা কর লীলা। (লীলার নিরুত্তরে রোদন) ও কি লীলা—তুমি কাঁদছো?

লীলা। স্বামী—দেবতা, তুমি কেন অপরাধী হবে? আমি নিজের কর্ম্মফলে কষ্ট ভোগ করছি! সেদিন অভিমান না করে, যদি সমস্ত কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতুম, তা হলে বোধ হয় এতটা হতো না।

বলেন্দ্র। লীলা, সবই ভবিতব্য ; এতে তোমার আমার হাত নেই। যা হবার তা হলো—এখন চল—কোলকাতায় যাই। কমলাকেও নিয়ে যাব মনে করেছি ; ভবেশের তাহলে ভালরূপ সেবা শুশ্রূষা হবে।

লীলা। হঁ্যা—ভবেশ ঠাকুরপোর নাকি খুব অসুখ করেছিল?

বলেন্দ্র। হঁ্যা, সে এখন আমাদের ওখানেই আছে ; তুমি তার অসুখের কথা সব শুনেছ নাকি?

লীলা। হঁ্যা, এখন কেমন আছেন?

বলেন্দ্র। এখন অনেক ভাল ; উঠে হেঁটে আস্তে আস্তে বেড়াতে পারে। কোন আশা ছিল না, ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেল।

(মাধবের প্রবেশ ও বলেন্দ্রকে প্রণাম)

মাধব। আছেন কেমন জামাইবাবু?

বলেন্দ্র। এই যে—মাধবদা! কেমন আছ?

মাধব। আছি যে এই ঢের—তা যেমন্ই থাহি না! কিন্তু—আমার দিদিমনির এই এত বড় ব্যামোটা হয়ছে—তা একবারও কি আসতি নেই?

বলেন্দ্র। এত বাড়াবাড়ি হয়েছে তা জানতুম না—মাধবদা।

মাধব। আর অমন যে সোণার চাঁদ ছল্—এহেনে আসে ক্যাবোল "বাবা—বাবা" করে ব্যাড়ায়ছে—তা কি তার জন্যিউ পেরাণডা পুড়তো না? (বলেন্দ্রের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ) তা জামাইবাবু, তোমার শরীলডেও তো ভাল দেখছি নে—তুমিউ তো বড় কাহিল হইছো কোম না? লক্ষীরি ছাড়ে, এ্যাহেবারে লক্ষীছাড়ার মত হইছো! তা বাবু—রাগ করে না ; বুড়ো হইছি—দুই একটা আবোল তাবোল নাণ্ডি ভাষ্টি ক'য়ে ফেলি! তা আমারগেও ও বয়েসে কত ঝগড়া-ঝাটী হয়ছে ; কিন্তু সে—ঐ যহোনকার তহোনি! যেমন এই খেড়ের

আগুন; দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার থপ্ করে নিবে যায়! হ্যাঁ—আবার তাও কই, কহনো কহনো তোলোর মত মুখথান্ ভরা ভাদ্দ্বরে কালো মেঘে যে ভরে থাকতো না—এমনটাও কইনে, কিন্তু থাহে থাহে সেই মেঘের কোণায় ফিক্ ফিক্ করে ঝিলিক্ দিতো, সেটা বড় মন্দ নাগতো না!

লীলা। কি বক্‌ছো মাধুদা?

মাধব। না—দিদিমনি, আর বক্‌পো না—আমি এই হাটে চল্লাম; জামাই বাবুর জন্যি আজ হাটের সেরা মাছটা নিয়ে আসপানে।

[মাধবের প্রস্থান]

বলেন্দ্র। ও কি—তুমি উঠছো যে?

লীলা। (উঠিয়া) অনেকদিন পরে তুমি এসেছ, একটা প্রণাম করি।

বলেন্দ্র। না না—উঠনা, তোমার শরীর অসুস্থ।

(লীলার উঠিয়া বলেন্দ্রকে প্রণাম)

লীলা। আর কি আমার অসুখ আছে? তুমি এসেছ, তোমায় দেখে আমার আর কোন অসুখ নেই, সব ভাল হয়ে গেছে; আমার সমস্ত সুখই যে তুমি—তোমায় পেলে আমার কিসের অসুখ?

বলেন্দ্র। ও কি লীলা—তুমি আবার কাঁদছো? এস—

(বলেন্দ্রের উত্তরীয়প্রান্তে লীলার চক্ষু মুছাইয়া দেওয়া)

———

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবেশের কলিকাতার বাটীর অন্তঃপুরস্থ একটী কক্ষ।

(কমলা ও লীলা আসিনা)

লীলা। দেখ দেখি—কিছুতেই চুল বাঁধতে চাইছিলে না—এখন কেমন হলো! এত চুল—অযত্নে একেবারে জটা পাকিয়ে গিয়েছিল!

কমলা। কি করবো দিদি, তুমি তো একদিনও এমন আদর করে তোমার ছোট বোন্‌টীর চুল বেঁধে দেও নি?

লীলা। এস—সিঁন্দূর পরিয়ে দি। (তথাকরণান্তে) এমন সুন্দর মুখখানি—কেমন জ্বল জ্বল করছে! চিরদিন যেন এমনি থাকে।

কমলা। এমন ভাগ্য কি আমার হবে দিদি?

লীলা। আবার ঐ রকম কথা সুরু করলে? নেও—চল গা' ধুয়ে তোমায় ভাল কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে দি'গে।

কমলা। না দিদি, সাজ সজ্জা আমার ভাল লাগে না।

লীলা। ফের গিন্নীপনা?

কমলা। কিন্তু তুমি যে ঐ এক বাক্স গয়না এনেছ, ও সব আমি পরবো না।

লীলা। কেন—পরবে না কেন? তোমায় পরতেই হবে।

কমলা। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় মাপ কর; গয়না আমি পরবো না।

লীলা। কেন ভাই, গয়না পরলে কি হয়? আমি ও সব তোমার জন্যে যে তৈরী করিয়েছি; আমি দিচ্ছি তুমি পরবে না?—আচ্ছা!

কমলা। না দিদি, সে কথা না—সে জন্যে তুমি দুঃখু করো না; তুমিতো আমাকে আমার সর্ব্বস্বধন দিয়েছ! তা ছাড়াও যখন যা দিয়েছ, স্নেহের দান বলে সব নিয়েছি; কিন্তু দিদি, গয়না পরতে বলছো কেন?

লীলা। 'কেন' আবার কি?—ঠাকুরপো দেখে খুসি হবেন।

কমলা। না দিদি, তুমি যা মনে করছো ঠিক তার উল্ট ফল হবে! তাঁর এখন একটুতেই মনে দারুণ আঘাত লাগে।

লীলা। বুঝেছি বোন্ বুঝেছি; তুই দেখছি আমার চেয়েও বেশী বুঝিস্। তবে চল যাই গা' ধুয়ে আসি। আচ্ছা—কামিনী এখনও আসছে না কেন?

কমলা। কে—তোমার ঝি? তাকে কোথায় পাঠিয়েছ?

লীলা। তাকে একটু দরকারে পাঠিয়েছি। [লীলা ও কমলার প্রস্থান]

(কামিনী ঝিয়ের প্রবেশ)

কামিনী। মা গো! এ আবার কি ধরণের বাড়ী গা? এতক্ষণ এঘর সেঘর ঘুরে ঘুরে কোথাও তো এঁদের দেখতে পেনু না! বাইরের ঘরে বাবু আর কাকাবাবু বসে আছেন দেখনু; কিন্তু মা আর কাকিমা গেলেন কোথা? এত বড় পেল্লায় বাড়ী, কিন্তু কৈ—একটা জনমনিষ্যিও তো দেখতে পাচ্ছি না? সেই কোথায় মেছোবাজার, আর কোথায় এই এবাড়ী! বাবা—একি কম পথটা! আবার দোকানদার মিনসেগুল যেন কি এক রকম! বলে—ফুলের গয়না তৈরী নেই, একটু বসো তৈরী করে দি; কেনে বাপু—জিনিষ বিক্রি কচ্চিস—তা সব তৈরী করে রাখবি নে? তা সেও কি বড় কমক্ষণ বসতে হলো? তায়—মায়ের আমার ফরমাশ কত, দুই একখানা নয়তো——

ফুলের বালা, ফুলের বাজু, ফুলের চন্দ্রহার,
ফুলের চুড়ী, ফুলের তাগা, ফুলের কণ্ঠহার,
ফুলের মটুক, ফুলের যশম, ফুলের কানবালা,
ফুলের সীঁথী, ফুলের চিক, ফুলের গড়েমালা!

(বেহারীর প্রবেশ)

বেহারী। তুমি কে গা ?

কামিনী। আমি মায়ের ঝি গো ঝি ; তুমি কে গা ?

বেহারী। আমি বাপের ব্যাটা গো ব্যাটা !

কামিনী। হ্যাঁ গা—আমি কি তাই বলছি গা—তাই বলছি ? আমি ও বাড়ীর মায়ের কাজ করি ; কিন্তু তুমি অমন করে বাপের ব্যাটা কেন বল্লে ?

বেহারী। আমিও তো তাই বলছি গো—তাই বলছি ; আমি এ বাড়ীর বাবার কাজ করি ; কিন্তু তোমার হাতে পাতায় মোড়া ও সব কি ? পাত বাদাম নাকি ?

কামিনী। ও মা ! তা কেন হবে ? এতে ফুলের গয়না আছে।

বেহারী। ফুলের গয়না ? কেন—সেজে গুজে আমায় দেখাবে ?

কামিনী। আো মলো মিন্‌সে ! তুই আমায় যা না তাই বলবি ? দাঁড়া—তোর মনিবকে বলে আমি তোর পির্‌তিকার কচ্ছি !

বেহারী। পীরিতি করবি তা আবার মুনিবকে বলা কেন ?

কামিনী। ও মা ! এ মিন্‌সে বলে কি গো ! পীরিত করবো আমি কথন বল্লু ?—ও বাবা—এ মুখপোড়া মিন্‌সে হয় কে নয় করতে পারে ! ঐ যে—বাবুরা আসছেন, দাঁড়া—তোর মজা বের কচ্ছি !

[কেশবিন্যাসের সামগ্রী লইয়া মুখভঙ্গী করিতে করিতে বেহারীর ও তৎপশ্চাৎ কামিনীর প্রস্থান]

(ভবেশ ও বলেন্দ্রের প্রবেশ)

ভবেশ। (মস্তকে বরফ দিতে দিতে) দেখ, বরফটা সব সময়ে ভাল লাগে, এটাতে একটু ঠাণ্ডা করে, বেশ একটু আরাম পাই। আর বলুদা, তুমি কাছে থাকলে বেশ থাকি; আজ সমস্ত দিন তোমরা আমাদের সঙ্গে রইলে, আজ দিনটা বেশ কাটলো; কিন্তু খোকাকে কার কাছে রেখে এলে?

বলেন্দ্র। আমার শ্বশুর শাশুড়ী এসেছেন, খোকা তাঁদের কাছে আছে।

ভবেশ। তাঁরা কবে এলেন?

বলেন্দ্র। তাঁরা কালকে এসেছেন; এই মাসের পঁচিশে খোকার উপনয়ন হবে কি না?—সেই উপলক্ষে এসেছেন। দেশের আরও অনেকে আসবেন; সে সময়ে তুমি যদি একটু ভাল থাক তবে তোমাদেরও যেতে হবে।

ভবেশ। আমার দিন দিন যে রকম শরীরের অবস্থা হচ্ছে, তাতে মনে হয়—এই কটা দিনও বোধ হয় আর—

বলেন্দ্র। আচ্ছা—তুমি এত ভাব কেন বল দেখি? মনে জোর কর; ওসব কথা ভেব না।

ভবেশ। কেন ভাবি? বলুদা, আমি কি ইচ্ছে করে ভাবি? আমায় ভাবায়! উঃ—বাবার শেষ সময়ে এক বিন্দু গঙ্গাজল না দিয়ে—মদ দিয়েছি! বলুদা, তাঁকে মদ খাইয়ে মেরে ফেলেছি! উঃ—আমার কি সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে! তবে হ্যাঁ—বলুদা, আমি পেয়েছি দেখবে? (কম্পিত তর্জনী দিয়া নিকট শূন্য প্রদর্শন) এই দেখ—(অল্প দূরে) এই দেখ—দেখতে পাচ্ছ?

বলেন্দ্র। কৈ—না? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না?

ভবেশ। বেশ ভাল করে দেখ, এই যে—এই যে—খুব সরু সরু সাদা সাদা তুটো সূত দেখতে পাচ্ছ না?—আমি প্রায় সব সময়েই দেখতে পাই, এই যে—এই—এই—

বলেন্দ্র। কৈ—আমি তো দেখতে পেলুম না?

ভবেশ। আমি কিন্তু বলুদা, যখনি মনে করি তখনি দেখতে পাই।

বলেন্দ্র। ও কিছু নয়, ও তোমার মনের ভ্রম, দুর্ব্বলতার জন্যে অমন হয়।

ভবেশ। না না—বলুদা, ও কথা বলো না, ঐ জন্যেই এখনও আমি বেঁচে আছি। (কম্পিত যুক্তকর কপালে বারম্বার স্পর্শ করাইতে করাইতে প্রণাম) মা, বাবা, তোমরা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর; আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি—বাবা, তোমার অবাধ্য হয়ে আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি—আমি মহাপাপী! বাবা গো—অধম সন্তানকে ক্ষমা কর।

বলেন্দ্র। (স্বগত) আহা, এই কি সেই ভবেশ! এখন ভবেশ অনুতাপের গঙ্গাজলে দিবারাত্র স্নান করছে! ভগবান, ভবেশের অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চন কর—আর ওকে শাস্তি দিও না প্রভু!

ভবেশ। আচ্ছা—আমায় মা, বাবা ক্ষমা করবেন কি?

বলেন্দ্র। কেন করবেন না? সন্তানকে তাঁরা সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই ক্ষমা করেন। অনেক রাত হয়ে গেল, এঁরা সব গেলেন কোথায়?

ভবেশ। আমি একবার দেখি।

বলেন্দ্র। না না, তোমায় আর দেখতে হবে না; ঐ যে ওঁরা আসছেন। (স্বগত) আমার সামনে ভবেশের কাছে আসতে কমলার লজ্জা হচ্ছে, আমি বাইরে যাই।

[ভবেশের অজ্ঞাতসারে বলেন্দ্রের প্রস্থান]

ভবেশ। (একদৃষ্টে নেপথ্যে কমলাকে নিরীক্ষণ) এঁ্যা !—ও—কে—

(লীলা ও ফুলসাজে সজ্জিত কমলার প্রবেশ)

ভবেশ। (পশ্চাতে ফিরিয়া) বলুদা, এঁ্যা—বলুদা নেই ? কোথায় গেলেন ? যাই দেখি——

লীলা। না ঠাকুরপো, তোমায় যেতে হবে না—দাঁড়াও। একবার দেখ দেখি—তুমি এতদিন যাকে অবহেলা করেছ—এই সেই কমলা ! আর একবার দেখ দেখি, এই দেবীপ্রতিমা তোমার মনে ধরে কি না ! এখন তো পছন্দ হয়েছে ? এই নেও ঠাকুরপো, আর কখন অমন ভুল করো না। আমি এখন যাই—উনি ডাকছেন। (কমলার লীলাকে প্রণাম ; লীলার সস্নেহে কমলাকে আলিঙ্গন) আমি এখনি বাড়ী যাচ্ছি নে ভাই, তোমাদের ফুলশয্যায় না দেখে বাড়ী যাব না। দেখিস্ লো—কথার জবাব দিতে আর কখন যেন মাথা ঘুরে না যায়—বুঝলি তো ? [লীলার প্রস্থান]

ভবেশ। কমলা ! মা বাবা আমায় ক্ষমা করবেন—কিন্তু তুমি ? তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে ?

কমলা। প্রভু, তুমি আমার দেবতা, তোমায় যে আমি প্রতিদিন পূজা করি ; তুমি তোমার সেবিকার কাছে ক্ষমা চাইছ কেন প্রভু ?

ভবেশ। (অশ্রুমার্জনান্তে) কমলা, চিরকালটাই তোমায় কষ্ট দিয়েছি, একদিনের জন্যেও তোমায় সুখী করতে পাল্লুম না !

কমলা। প্রভু, তুমি কেন আমায় ও কথা বলছো ? এই তো আমায় আদর যত্ন করছো ; তুমি তো আমায় একদিনও অযত্ন কর নি।

ভবেশ। ওঃ—কমলা, তোমার অলঙ্কারগুলি প্রতারণা করে নিয়ে গিয়ে—মদ খেয়েছি ! এখন সে কথা মনে হলে প্রাণ ফেটে যায় ! কমলা, আমি যে কত মহাপাপ করেছি ! (রোদন)

কমলা। প্রভু, তোমার দ্রব্য তুমি নিয়েছ—তাতে দুঃখ কি? তুমি সেগুলি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলে বলে আমার কত আনন্দ হয়েছিল!

ভবেশ। কিন্তু কমলা, আমার যে এখন কিছুই নেই; শুনছি, আমার বিষয় সম্পত্তি—যা সমস্তই বন্ধক আছে—সে সবই নিলেম হয়ে যাচ্ছে; আমার যে কিছু রইল না কমলা! আমি তো আর তোমায় অলঙ্কার গড়িয়ে দিতে পারবো না!

কমলা। অলঙ্কার আমার কি হবে প্রভু? তুমিই তো আমার অলঙ্কার, তুমিই তো আমার ভূষণ, তুমি যে আমার জীবন সর্ব্বস্ব!

ভবেশ। হায়—কমলা, তুমি মানুষ নও—তুমি দেবী! এতদিন আমার অন্ধ নয়ন তোমায় চিনতে পারে নি; কিন্তু এখন যে, আবার বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে; কমলা, আর কি বাঁচবো—আর কি ভাল হব?

কমলা। কেন তুমি ও কথা বলছো?

ভবেশ। উঃ—কমলা, আমি কি করেছি! নতুন যৌবনের একটা তরুণ ভুল সংশোধন করতে আর একটা কঠিন ভুল করেছি, আবার সে ভুল সারতে আরও কত মহাভুল করে বসেছি! হায়—এমন সুন্দর জীবন ভুলে ভুলেই নষ্ট করেছি! ভুল করেছি; কিন্তু সেই অটল নিয়তির কঠোর নিয়মে ভুলের ক্ষমা নেই! আহা—কমলা, তোমার হৃদয় এত কোমল—এত মহৎ! হায়—আমি কি ভুল করেছি; এমন কাঞ্চন পরিত্যাগ করে, জঘন্য কাঁচের আদর করেছি! কিন্তু আর কি তোমায় আদর যত্ন করতে পারবো? আমি এখন বিকলাঙ্গ, ভাল করে কথাও কইতে পারি না; এখন আমার কিছুই নেই, আমি পথের ভিখারীরও অধম! তাদের তো কিছুই নেই—যার কিছু নেই সে তো সুখী—কিন্তু আমার? আমার যে কিছু নেই—এ কথাও

আমি বলতে পারি না! আমার আছে—সর্ব্বগ্রাসী দেনা! আজ বাদে কাল সমস্তই নিলেম হয়ে যাবে! আমার আছে—বিকলাঙ্গ স্বাস্থ্য! দুদিন বাদে দেহটাও নিলেম হয়ে যাবে! আর আছে—দুষ্কৃত কর্ম্মের মূল্য—ভীষণ পাপরাশি! দেহান্তে পরলোকে অনন্ত নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে!

কমলা। ওগো, কেন তুমি এ সকল কথা ভাবছো?

ভবেশ। কমলা, তুমি আমাকে এত ভালবাস? হায়, যদি এত ভাল না বাসতে তাহলে বোধ হয় এত যাতনা পেতুম না! আজ মনে পড়ে সেই সেদিনের কথা; ওঃ—আমি না বুঝে তোমাকে সেদিন কি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলুম! প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ আশায় তুমি উৎসুক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তোমায় প্রণয়ের পরিবর্ত্তে যে সকল অপ্রিয় কথা শুনিয়েছিলুম—সহ্য করতে না পেরে—তুমি চলে গিয়েছিলে! তখন মনে করেছিলুম, তুমি বুঝি আমায় উপেক্ষা করে চলে গেলে; কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি—আমি ভুল বুঝেছিলুম; সেই আমার বিষম ভুল!

কমলা। সে সব কথা কেন মনে করছো!

ভবেশ। হায়—কমলা, জীবনটাকে কি করেছি! এমন মধুর জীবন, গরল দিয়ে নষ্ট করেছি!—তরল অনল ঢেলে দগ্ধ করেছি! হায়—এখন বুঝতে পারছি, জীবনটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিকণার ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে; অস্থির হয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে আশ্রয় নিয়েছে, সেইখানেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও আজ সুখ খুঁজে পেয়েছি; কমলা—সে সুখ একমাত্র তুমি! কিন্তু, আর কি আমি বাঁচবো? মরণান্তেও আমার নিস্তার নেই! সেখানেও অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে!—সেখানেও আমায় তরল

অনল-স্রোতে দাউ দাউ করে দগ্ধ হতে হবে! না না, আমি মরতে পারবো না!—আমি নরকের সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবো না! (যুক্তকরে) বাবা—বাবা, আমায় ক্ষমা কর, তোমার এই হতভাগা ভবেশকে ক্ষমা কর; আজ দেখ—তার কি দুরবস্থা একবার দেখ! এই যে—এই যে—(শূন্যে দৃষ্টি) এই তো সেই দুটো দূত! (পুনঃ পুনঃ কপালে করস্পর্শ করিয়া প্রণাম)

(বলেন্দ্রের কতকগুলি কাগজ লইয়া লীলার সহিত প্রবেশ)

লীলা। কমলা, অনেক রাত হয়ে গেছে—এখন বাড়ী যাই।

কমলা। এখনি বাড়ী যাবে দিদি?

লীলা। ও কি ভাই কাঁদছো কেন? ছিঃ—কেঁদ না।

ভবেশ। এই যে বলুদা—তুমি এসেছ? দেখ, বাবা আজ আমায় ক্ষমা করেছেন, কিন্তু বলুদা—তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে?

বলেন্দ্র। কেন ভবেশ, আবার ক্ষমা চাইছ কেন?

ভবেশ। কি জানি বলুদা, যদি কখন কোন দোষ করে থাকি; আমার মনে হয়—আমি জগতের সকলের কাছেই অপরাধী! বলুদা, সেদিন রাস্তা থেকে তুমি আমায় তুলে না আনলে—ভাল ডাক্তার না দেখালে—আর যে রকম যত্ন করেছিলে, তেমন যত্ন না পেলে—আমি আর তো বাঁচতুম না! কমলা যে এত সুন্দর—এত কোমল—এত পবিত্র; আর তুমি যে এত উদার—এত উচ্চ—এত মহৎ; জগৎ যে এত মধুর—তাতো দেখতে পেতুম না! বলুদা, তুমি আমার জীবনদাতা, তুমি আমায় নূতন জীবন দিয়েছ; তুমি আমার গুরু, আমার অন্ধ চোখ ফুটিয়ে দিয়ে—জগতের স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর জ্যোতি দেখালে! দেও বলুদা, তোমার পায়ের ধূল নিয়ে জীবন ধন্য করি।

(কম্পিত কলেবরে অবনত মস্তকে বলেন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ)

বলেন্দ্র। ভবেশ, কমলাকে তুমি চিনেছ জেনে যে কত আনন্দ পেলুম! আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা সুখী হও। এই নেও ভবেশ, তোমার সমুদয় সম্পত্তি—যা মর্টগেজ রেখেছিলে—আমি সমস্তই উদ্ধার করে তোমায় দেবার জন্যে এনেছি—এই নেও। (হস্তস্থিত কাগজ অগ্রসর করা)

ভবেশ। এঁ্যা—বলুদা!—তুমি—তুমি? আমার বাবা যার সর্ব্বস্ব হরণ করে—যাকে ভিটেছাড়া করিয়ে নিঃসম্বলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—সেই তুমি—আজ স্বোপার্জ্জিত অর্থে—সেই সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে—স্বেচ্ছায় আবার আমায় দিচ্ছ? বলুদা, তুমি মানুষ নও—তুমি দেবতা! কিন্তু, ও সব আমায় দিচ্ছ কেন? ও সব তোমার।

বলেন্দ্র। না ভবেশ, তোমাকে নিতেই হবে, যদি না নেও তবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।

ভবেশ। একদিন নিতুম বলুদা, কিন্তু এখন আমার মনের অবস্থা সে রকম নয়; বলুদা, আমায় ক্ষমা কর।

বলেন্দ্র। ভবেশ, আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না? তোমায় নিতেই হবে, যদি না নেও তবে বুঝবো—তুমি আমায় পর ভাব। বেশ, যদি বিনামূল্যে আমার কাছ থেকে নিতে সঙ্কোচ মনে কর, তবে যত টাকা দিয়ে আমি মুক্ত করেছি, সেই টাকাটা আপাততঃ আমার কাছ থেকে ধার নিতে পার; পরে বিষয়ের আয় থেকে ক্রমশঃ আমায় শোধ করো।

ভবেশ। কিন্তু বলুদা, আর কেন?—আর কতদিন ভবেশ বাঁচবে?

বলেন্দ্র। কেন ভবেশ—জীবনে হতাশ হচ্ছ কেন? তুমি শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

ভবেশ। বলুদা, এখন ইচ্ছে হয় যে, আরও কিছুদিন বাঁচি—কিন্তু আর কি বাঁচবো?

বলেন্দ্র। কেন বাঁচবে না? তোমার হয়েছে কি?—ও সব কথা ভেব না; নেও—এই তোমার দলীলপত্র নেও।

ভবেশ। (অশ্রুমার্জনা করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে অগ্রসর হইয়া) এস বলুদা—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না—এই আলোর দিকে এস।

বলেন্দ্র। হ্যাঁ—ওখানটা একটু অন্ধকার। এই দেখ—এই তোমার সমস্ত সম্পত্তির documents—এই নেও।

ভবেশ। (দলীলগুলি লইয়া বলেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন) বলুদা—বলুদা—তুমি এত মহৎ! জগতটা যে এখন আর একরকম দেখছি!

বলেন্দ্র। অনেক রাত হয়েছে, এখন তবে আমরা যাই।

ভবেশ। চল—তোমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি।

বলেন্দ্র। না না, তোমার এই শরীরে এখন আর অতটা করতে হবে না—যাও শোওগে যাও।

ভবেশ। না বলুদা—চল।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণেন্দ্রের উপনয়ন উপলক্ষে—

নানা সাজে সজ্জিত বলেন্দ্রের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(দীননাথ, ভাট্টাচার্য্য, দেশস্থ কৃষকগণ ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসীন)

দীননাথ। ভট্‌চায্‌, বুড়বয়েসে নাতির পৈতে দেখবো—সে আশা কখন করিনি!

ভট্টাচার্য্য। কেন—সেটা কি বড় বেশী হলো? নাতির নাতি দেখবে তবে তো স্বর্গে বাতি!

দীননাথ। তোমার যে দেখছি খাঁই আর মেটে না! কিন্তু আমি ভট্‌চায্‌, ভগবানের কৃপায় খুব সুখী হয়েছি, আমার আর কিছুই চাইনেঁ; লীলা আমার রাজরাণীর মত হয়েছে; তার ছেলের আবার আজ পৈতে! এখন—এদের ভালয় ভালয় রেখে যেতে পারলেই আমাদের সুখ! কিন্তু ভট্‌চায্‌, মাধব যে এখনও এসে পৌঁছতে পারলে না? ট্রেণের সময় তো অনেক্ষণ হয়ে গেছে!

ভট্টাচার্য্য। ঐ দেখ—তোমার মাধব হাজির!

(বোঁচকা বুচকি লইয়া মাধবের প্রবেশ)

দীননাথ। মাধব, তোমার দেরি হলো?

মাধব। (সাষ্টাঙ্গে) প্যাবা নেন্‌। (উঠিয়া) দেরি ওলো ক্যানো তা কবো ক্যাম্‌নেরে?—আমি তো ঠিক আইছি! তবে গাড়ীতি সব ক'য়াবোলা করতিলো যে—টেরেণ নাহি লাট্‌ হয়ছে! তা আমি তো লাট্‌ফাট্‌ দেখলাম না।

দীননাথ। ও-ও—ট্রেন্ বোধ হয় লেট্ হয়েছে!

ভট্টাচার্য্য। হ্যাঁ তাই হবে; আর মাধবও তো এখন বুড় হয়েছে, হাঁটতে পারে না, তাই ষ্টেশন্ থেকে আসতে এত দেরি হলো!

মাধব। কি কও ঠাহুর? হাট্‌তি পারবো না ক্যানো? আমার হয়ছে কি? তবে দিদিমণি ইষ্টিসেনে সরকার পাঠায়ে দিলো, সেইতি একখান ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া এরে আমারে নিয়ে আয়ছে। আমি তারে পৈ পৈ করে কলাম যেন্—গাড়ীটাড়ী আবার ক্যানরে বাপু, তা সে নাছোড়বান্দা ক'লে—তোমারে গাড়ী এরে নিয়ে যাবার মায়ের হুকুম আছে। আহা—দিদিমনিরে, এহোনো সেই ছালেবেলাডার মত আমার উপর তোর মায়া আছে! জামাইবাবুর আজ এত ধন দৌলত—ক্যাবোল তোর মত লক্ষ্মী ঘরে পা'য়ে!

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এই যে মাধবদা, কেমন আছ? এত দেরি করে এলে? বলি তুদিন আগে এলে তোমার ছাগোলমুখো গরুগুলোকে কি আর কেউ খেতে দিত না?

মাধব। না গো বাবু—তার জন্যি না। স্যাবা নেন্—(প্রণাম) তবে কি জানেন—ঐ যেন্ সেই তোমার লক্ষ্মী গাইডের বাছুর, সেডা ভারি তুরন্ত হয়ছে, সেডারে ধরে কোন্ সুমুন্দির ভাই, সেই হাজীগঞ্জের খোয়াড়ে দিলো—তাই খুঁজ্‌দি খুঁজ্‌দি দেরি হয়ে গেল। তা জামাই-বাবু, এ যেন আপনার দিব্যি বাড়ী হয়ছে! কাঠা দু'তিন খালি জমিও বাড়ীর সুমখি আছে; তা ওহেনে গোডা কতক গুয়ো নাহেলের চারা লাগাতি পার নি? তা'লি বাড়ীর বাহারও খুলতো, আর সোম বচ্ছোরের সোংসারের গুয়োনাহেলও হোতো; তা না ক্যাবোল পাতাবাহারের গাছ লাগাইছো—উওতে কি হয়?

বলেন্দ্র। ঠিক বলেছ মাধবদা, এবার তাই করবো।

মাধব। রাস্তায় আস্‌তি, আস্‌তি কত যেন্ বাড়ী দেখলাম, কিন্তু এমনডা আর চোহি পড়লো না! কিন্তু, তাও কই জামাইবাবু, এ সবই আমার দিদিমণির মত লক্ষ্মী ঘরে পাইলে বুলে— (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) কি কন্ ঠাহুরমশায়?

বলেন্দ্র। মাধবদা, সে কথা ঠিক বলেছ; শুধু তাই না, তার সঙ্গে দয়ালু শ্বশুর পেয়েছিলুম বলে; তা না হলে হয় তো এতদিন চুরি করে জেলে পচে মরতে হতো!

মাধব। সে আবার কি কও?—তুমি জেলে যাতি যাবা কেনো? নেও—এ্যাহোন্ আমি, আমার এ বোক্‌চা বুকৃচি রাহি কনে?

বলেন্দ্র। ওতে কি আছে মাধবদা?

মাধব। উওতে আর আছে কি?—কোদার জন্যি খানকতক ফেণী-বাতোশা আর গোডাকতক কদ্‌মা আনেলাম।

বলেন্দ্র। তা বেশ তো, দপ্তীঘরথেকে বের হলে দিও, খোকা পেয়ে ভারি খুসি হবে। এখন চল—একবার অন্দর মহলে চল।

মাধব। তা তুমি আগোও—আমি তো চিনিনে।

[বলেন্দ্রের ও মাধবের প্রস্থান]

(মালতী-কীর্ত্তনগায়িকার দলবল সহ প্রবেশ ও আসরে সকলের উপবেশন)

দীননাথ। ঐ স্ত্রীলোকটী বুঝি কীর্ত্তন গাইবে?

ভট্টাচার্য্য। কি রকম মনে হচ্ছে?

(একজন কীর্ত্তনীয়া দীননাথের নিকট আসিয়া)

কীর্ত্তনীয়া। তবে যদি অনুমতি হয়, আমরা গান আরম্ভ করে দেই।

ভট্টাচার্য্য। বেশ তো—আপত্তি কি? একটা মাথুর ধর না হে।

কীর্ত্তনীয়া। যে আজ্ঞে। (কীর্ত্তনীয়ার পুনঃ আসরে গিয়া উপবেশন)

দীননাথ। ভট্‌চায্‌, তুমি দেখছি বিরহটাকে ভুলতে পারলে না?

ভট্টাচার্য্য। কি জান ভাই, বিরহটা বরং ভাল, কোন রকমে কেটে যায়, কিন্তু ঐ একঘেয়ে মিলনটা আমি মোটেই পছন্দ করি না!

মালতীর—গীত।

"বলনা রে সখি, কহনা রে সখি, হামারি পিয়া কোন দেশ।
মদন শরানলে এতনু জর জর, কুশল শুনিতে সন্দেশ॥
হামারি নাগর, তথাই বিভোর, কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া নাগর সুখী ভেল, হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ, করচূড়, ভূষণ কর দূর, তেজব গজমতি হার।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে, যমুনা সলিলে সব ডার॥
সীথার সিঁন্দূর মুছিয়া কর দূর, পিয়া বিনা সকলি নৈরাশ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী, দুঃখ ভেল অবশেষ॥"

অনেকে। বেশ, বেশ!

(মাধবের প্রবেশ ও একদিকে উপবেশন)

ভট্টাচার্য্য। আহা—বিদ্যাপতীর কি সুন্দর পদাবলী!

দীননাথ। গায়িকারও অতি সুমিষ্ট গলা! (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ যে ভবেশ আসছে!

ভট্টাচার্য্য। ঐ ভবেশ? উঃ—চেনবার যো নেই, কি পরিবর্ত্তন!

দীননাথ। হ্যাঁ—সকল বিষয়েই ওর পরিবর্ত্তন হয়েছে।

ভট্টাচার্য্য। আহা—দেখলে বড় কষ্ট হয়!

১ম কৃষক। (অন্য কৃষকের প্রতি) আরে—আমাদের জমিদারবাবু আসছেন! আ-হাহা—সে চেহারাই আর নেই! মদ খেয়ে শরীরও মাটি করলেন, জমিদারীও নষ্ট করেছেন!

২য় কৃষক। ওরে—সে কথা বুঝি শুনিস নি? আমাদের বাবু যে ওঁর সমস্ত সম্পত্তি খালাস করে দিয়েছেন!

১ম কৃষক। তাই নাকি?—কবে?

২য় কৃষক। তা প্রায় মাস খানেক হলো।

১ম কৃষক। সে কিরে! যাঁকে ওঁর বাপ ভিটে মাটি ছাড়া করালে—তিনিই আবার আজ—তারই ব্যাটাকে—বিষয় আসয় উদ্ধার করে দিলেন?—আশ্চয্যি!

২য় কৃষক। তা না হলে—আমরা চাষাভুষো মানুষ, আমাদের ছেলে-পিলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বাবুর এত যত্ন কেন? বাবুর সকলের উপরই সমান দয়া!

(বেহারীভৃত্যের স্কন্ধে ভর দিয়া কাগজ হস্তে ভবেশের প্রবেশ)

মুসলমান কৃষকগণ। সেলাম বাবু।

হিন্দু কৃষকগণ। প্রণাম হই বাবু।

ভবেশ। (কৃষকদের প্রতি) এই যে—তোমরা সব এসেছ—বেশ! সব ভাল আছ?

১ম কৃষক। আজ্ঞে হুজুর—আপনাদের দোয়ায় ভালই আছি।

ভবেশ। (দীননাথ ও ভট্টাচার্য্যকে নমস্কারান্তে) অনেকদিন আপনাদের দেখিনি; আজ আমার পরম সৌভাগ্য, তাই আপনাদের আজ দর্শন পেলুম! (দীননাথের প্রতি) আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আপনার প্রতি কোন সময়ে দুর্ব্যবহার করেছিলেন, আমি তাঁর অধম পুত্র, আজ সে জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

দীননাথ। সে কি বাবা!—সে কতদিনের কথা, সে সব কি আমার মনে আছে? তা সে জন্যে তুমি বাবা—কেন ক্ষমা চাইছ? আর তার জন্যে আমার মনে একটুও কষ্ট নেই।

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

বলেন্দ্র। এ কি ভবেশ, তুমি এ অবস্থায় আবার কেন আসতে গেলে ?—কি মুস্কিল! তোমার এই শরীর নিয়ে এরকম কল্লে আবার যে বিছানায় পড়তে হবে!

ভবেশ। বিছানায় তো একদিন পড়তেই হবে বলুদা; তবে যত দিন না পড়ি, একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিইনা। চল—খোকাকে দেখে আসি।

বলেন্দ্র। খোকাকে দেখবে? চল—এই ঘরেই আছে।

(ভবেশের ভৃত্যস্কন্ধে ভর করিয়া বলেন্দ্রের সহিত দণ্ডীগৃহের দ্বারের নিকট গমন; বলেন্দ্রের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করণ)

ভবেশ। কই—খোকা—দেখি, বাঃ—নেড়ামাথা করে দিব্যি দেখাচ্ছে তো! তোমার ঝুলি কই?

(নেপথ্যে) রণেন্দ্র। এই যে কাকাবাবু; ভবান্ ভিক্ষাং দেহি।

ভবেশ। বাঃ খোকা—তুমি তো বেশ সংস্কৃত বল্লে! তা বাবা, আমার আর কি আছে যে তোমায় দি! এই নেও বাবা, যা আমি পেয়ে রাখতে পারি নি—নষ্ট করে ফেলেছিলুম—যা তোমার বাবা উদ্ধার করে আবার আমায় দিয়েছেন, সেই তোমাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি আজ তোমাকে দিচ্ছি; আশীর্ব্বাদ করি এই নিয়ে আমার ন্যায় কুপথে না গিয়ে, সুপথে থেকে, দীনদরিদ্রের প্রতিপালক হয়ে, দীর্ঘ জীবন লাভ করে যশস্বী ও সুখী হও। (দানপত্র প্রদান)

বলেন্দ্র। ওঁ কি ভবেশ!—ও কি দিলে?—দেখি—(দানপত্র লইয়া পাঠান্তে) ভবেশ, তুমি কি সত্যি সত্যিই পাগল হয়েছ?—এ সমস্ত কি ছেলেমানুষি? তোমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তুমি রণেন্দ্রকে দান করছো? নাঃ—তোমার মাথা দস্তুরমত খারাপ হয়ে গেছে!

ভবেশ। না বলুদা, মাথা এখনও খারাপ হয় নি, তবে খারাপ হবারও আর বড় বেশী দেরি নেই! ঐ দেখ বলুদা—ঐ দেখ, আবার সেই দুটো মূর্ত্তি—দেখতে পাচ্ছ? বাবা আমায় কি বলছেন শুনতে পাচ্ছ? ও সম্পত্তি একদিন তোমাদের ছিল, নানা রকম প্রতারণায় ওর অধিকাংশ সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হয়েছিল, তাই তিনি বলছেন; "দে—দে—ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দিয়ে—আমাদের নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কর!" বলুদা, এ সমস্তই আমি রণেন্দ্রকে দিলুম, ও যেন গৌরীপুরে গিয়ে তোমাদের পৈতৃক বাড়ীতে বসবাস করে, এই আমার শেষ প্রার্থনা!

বলেন্দ্র। তা সমস্ত সম্পত্তি দিতে গেলে কেন? শুধু বাড়ীটা দিলেই তো হতো।

ভবেশ। সম্পত্তিতে আমার আর প্রয়োজন কি বলুদা? আমি তার চাইতে এখন খুব ভাল জিনিষ পেয়েছি; এত মদ খেতুম, কিন্তু এখন যে আনন্দ পাই, মদে তা কখন পাইনি। তখন কেবল নিতে চাইতুম, কিন্তু এখন আর নিয়ে সুখ নেই, এখন দিতে পারলেই আনন্দ পাই! কিন্তু বলুদা, তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পাল্লুম না—এ জন্মে শোধ করা অসাধ্য; আমায় ক্ষমা কর বলুদা। তোমাদেরই বিষয় সম্পত্তি তোমাদের দিলুম, তাতে ঋণের এককণাও তো শোধ হলো না।

ভট্টাচার্য্য। ধন্য ভবেশ! তোমার এমন সুমতি হয়েছে দেখে আজ বড় আনন্দ পেলুম; কে বলে তোমায় কুপুত্র?—তুমিই বাপের সুপুত্র! আশীর্ব্বাদ করি, যেন—তুমি তোমার শেষ জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করতে পার।

ভবেশ। না না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন পরলোকে শান্তি পাই।

ভট্টাচার্য্য। ভগবান তোমায় সে শাস্তিও নিশ্চয় দেবেন।

ভবেশ। হ্যাঁ—ভাল কথা বলুদা, দুচার দিনের মধ্যেই বোধ হয় কমলপুরে যাব; তোমরা একবার বাড়ী যাবে না? আমার বড় ইচ্ছে—তোমাদের একবার গৌরীপুরের বাড়ীতে দেখি; যাবে কি?

বলেন্দ্র। তা বেশতো—আমার এই কাজটা চুকলে যাওয়া যাবে। তুমি এখনি বাড়ী যাচ্ছ?—তাহলে ভিতরে গিয়ে কমলাকেও এই গাড়ীতে তোমার সঙ্গে যেতে বলি।

ভবেশ। হঁ্যা বলুদা—একবার খবর দেও। [বলেন্দ্রের প্রস্থান]

মাধব। (জনান্তিকে ভট্টাচার্য্যের প্রতি) ঠাহুর, একখান্ গান টান শুন্তি পালাম না?

ভট্টাচার্য্য। এখুনি হবে—শুনবে এখন।

ভবেশ! (দীননাথ ও ভট্টাচার্য্যের প্রতি) তবে চল্লুম—নমস্কার।

দীননাথ। এস বাবা, এস।

১ম কৃষক। (ভবেশের প্রতি) হুজুর, এখনি বাড়ী যাচ্ছেন?

(কৃষকগণের প্রণাম বা সেলাম)

ভবেশ। হঁ্যা, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কি না জানিনা; দেখ, আমার স্বর্গীয় পিতা তোমাদের প্রতি হয় তো অনেক অত্যাচার করেছিলেন; আমিও তোমাদের সুখ দুঃখে, অভাব অভিযোগে কাণ না দিয়ে কর্ত্তব্যের অবহেলা করেছি; আমি তোমাদের সকলের কাছেই সে জন্যে ক্ষমা চাইছি—আমায় তোমরা ক্ষমা কর।

১ম কৃষক। আজ্ঞে হুজুর, সে কি কথা! আপনারা জমিদার, গরীব প্রজার মা বাপ, প্রজাকে যেমন পালন করবেন—আবার আবশ্যক হলে তেমনি শাসনও করবেন; আমরা আপনাদের সন্তান আমাদের ও কথা কেন বলছেন?

ভবেশ। কিন্তু—আমি ও দুইয়ের একটাও করি নি; না করেছি পালন—না করেছি শাসন। আজ থেকে তোমরা আর আমার প্রজা নও; যিনি তোমাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, সেই উদার হৃদয়, মহৎ চরিত্র বলুদাদার একমাত্র পুত্র—আমার নাবালক ভাইপো শ্রীমান রণেন্দ্রকেই তোমাদের জমিদার বলে জানবে।

১ম কৃষক। হুজুর, আপনার জয় জয়কার হোক!

মাধব। (কীর্ত্তনীয়ার প্রতি) কই গো—এট্টা লাগাও।

কীর্ত্তনীয়া। আজ্ঞে—এই যে—

(মালতী গাহিতে গাহিতে দণ্ডায়মানা হইল)

মালতীর—গীত।

"পহিলে পিয়া মোর মুখে মুখ হেরল,
তিলেক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম পাশে এ তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি, হাম জীয়ব কথি লাগি"—

(হটাৎ ভবেশকে চিনিতে পারিয়া মালতীর মুখের গান মুখেই রহিল, একদৃষ্টে উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিল)

ভবেশ। (স্বগত) ও কে?—মালতী না? হ্যাঁ—সেই তো! ওঃ—সেই মালতী?—সেই মালতী? না না, আর দেখবো না—যাই! (প্রকাশ্যে বেহারীর প্রতি) চল গাড়ীতে উঠিগে। [ভবেশের প্রস্থান]

(বলেন্দ্রের প্রবেশ)

(মালতী আর দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল)

কীর্ত্তনীয়া। (মালতীর প্রতি) ও কি—গাইতে গাইতে হটাৎ অমন করে বসে পড়লে যে?

মালতী। উঃ—বুকে একটা ব্যথা ধরেছে, আমি আর গাইতে পারবো না, এখনি বাড়ী যাব—আমার গাড়ী ডাক।

বলেন্দ্র। (নিকটে গিয়া) কি হয়েছে?

মাধব। বুলি দো মণি—অত ভাব্ডি এত্তিছ কেন? পয়সা পাবা গান গাবা, তার আবার অত ভাব্ডি কেন রে বাপু?

মালতী। আমার পয়সা চাইনে, আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন; আমার বড় অসুখ করছে—আমি বাড়ী চল্লুম।

বলেন্দ্র। না না, তাহলে এখনি বাড়ী যাওয়া কর্ত্তব্য; টাকাটা আমার সরকারকে দিতে বলে দিচ্ছি। [মালতীর দলবলসহ প্রস্থান]

মাধব। তাইতো—মনে কর্‌লাম, ভাল এরে গানটা শোনবো, তা পোড়া অদেষ্টে আর ওলো না।

বলেন্দ্র। আচ্ছা কালকে তোমায় থিয়েটার দেখিয়ে আনবো মাধবদা; কত গান শুনবে—কত নাচ দেখবে—কালকে দেখো।

মাধব। তা'লি বেশ হয় জামাইবাবু, থিয়েটারের নামই শুনে আস্‌তিছি, কিন্তু কহনো দেহিনি!

বলেন্দ্র। (সকলের প্রতি যুক্তকরে) এখন, আপনারা যদি দয়া করে একবার ভিতরে আসেন, খাবার দাবার সব প্রস্তুত। (কৃষকদের প্রতি) এস ভাই—তোমরাও এস।

১ম কৃষক। আজ্ঞে, আমাদের পরে হবে।

বলেন্দ্র। না না, তোমাদের পৃথক স্থান হয়েছে—এস।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভবেশের কমলপুরস্থ বাটীর শয়ন কক্ষ।

(মৃত্যুশয্যায় ভবেশ; নিকটে বলেন্দ্র উপবিষ্ট; লীলা ঔষধপত্র গুছাইতেছে; কমলা ভবেশকে ব্যজন করিতেছে)

ভবেশ। এই যে—এই সেই তুটো 'সূত! এই দেখ—আমার আপাদ মস্তক জড়াচ্ছে; কিন্তু তাতে আমাব বেদনা লাগছে না, বড় কোমল স্পর্শ! এই জড়িয়ে জড়িয়ে আমায় বেঁধে—নিয়ে যাবে! না—আমি যাব না; কমলা, তুমি কেঁদ না; তোমায় ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না—তোমায় যে একদিনও সুখী করতে পারি নি! উঃ—সূত তুটো কি লম্বা—শেষ নেই! ঐ দেখ, আকাশের ভিতর দিয়ে—অনেক দূবে গিয়ে—কেমন এক হয়ে চলে গেছে; কোথায় চলে গেছে তা জানি নে—শেষ দেখা যায় না!

বলেন্দ্র। ভবেশ—ভাই, অত কথা কয়ো না, একটু চুপ করে থাক, এখনি ঘুম আসবে।

ভবেশ। ঘুমবো?—হ্যাঁ, এখনি ঘুমবো—একটু পরে একেবারে ঘুমবো! (কমলার ক্রন্দন) এ্যাঁ—ও কাঁদছে কে?—কমলা? কমলা, তুমি কাঁদছো?—কেঁদনা—কেঁদনা; আমি জীবনে শান্তি পাইনি, কেন জান? মদ খেতুম বলে! কিন্তু তুমিতো কখন মদ খাওনি— তুমি কাঁদছো কেন? তুমি আমার মত কষ্ট পাবে না কমলা—তুমি জীবনে শান্তি পাবে—কেঁদনা।

বলেন্দ্র। আবার বক্‌ছো ভবেশ?

ভবেশ। না, আর বক্‌বো না—এই চুপ কল্লুম।

(ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ঔষধে সিক্ত করিয়া ভবেশের ললাটে লীলার প্রলেপ প্রদান)

ভবেশ। আহা! কি শীতল—কি স্নিগ্ধ! (মস্তক ঈষৎ উন্নত করিয়া পশ্চাতে লীলাকে দেখিয়া) কে তুমি?

লীলা। আমি—ঠাকুরপো।

ভবেশ। কে তুমি?—লীলা—লীলা?

(অকস্মাৎ ভবেশের ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া বেগে শয্যা হইতে উত্থান ও ভূমে পতন; সত্বর ভবেশের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া লীলার এবং পদদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া কমলার উপবেশন; বলেন্দ্রের ভবেশের নিকটে গমন)

ভবেশ। (লীলার মুখের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে) দেখ, সকলের কাছে ক্ষমা পেয়েছি, কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে বাকি আছে; আজ আমার এই অন্তিম সময়ে—বল—তুমি বল—আমায় ক্ষমা করলে? একটা ভুল ভাল করতে—আর একটা ভুল করেছি, এই রকমে—ভুলে ভুলেই জীবনটা নষ্ট কল্লুম; কিন্তু আজ,—আজ এই চরম সময়ে—আর ভুলবো না; আজ প্রাণের সব কথা বলে যাব; তোমায় কোনদিন বৌদিদি বলে ডাকিনি—আজও ডাকবো না, বল—তার জন্যে আমায় ক্ষমা করলে? শৈশবে মাতৃহারা হয়ে—মাতার স্নেহ পাই নি, পিতার আদরে—উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিলুম; তাই—ভাল মন্দ বিচার না করে—জীবনে কত পাপ করেছি! তোমায় অন্যায় রূপে ভালবেসে হৃদয় কলুষিত করে—তার অসহ্য যন্ত্রণায়—প্রতি পলে পলে দগ্ধ হয়েছি! এখনও তোমায় ভালবাসি, কিন্তু সে—সন্তান মাকে যেমন ভালবাসে—সেই রকম। কখন তোমায় স্পর্শ

করিনি, আজ—তোমার কোলে মাথা রেখে, তোমায় স্পর্শ করে—আমি তোমায় কি দেখছি জান ?—তুমি আমার শৈশবের সেই জননী ! মাগো—জননী আমার—আজ তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারছি মা—আর আমার কোন পাপ নেই ; মাগো—আর আমার মরতে ভয় নেই ; জননী——

(ভবেশের মৃত্যু)

লীলা। উঃ——(দীর্ঘনিঃশ্বাস)

বলেন্দ্র। আহা—সব শেষ !

কমলা। মা গো——এ আমার কি হলো ! (ক্রন্দন)

পঞ্চম অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য।

পল্লী-পথ।

(জনৈক উদাসীনের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

উদাসীনের—গীত।

একি হলো আজ, কোথায় চলেছি,
দেহ ছাড়ি কোন নূতন পথে
বারেবার এ পথে করি আনাগোনা
মনে তো পড়ে না তবু কোন মতে ॥
আপনার যারা ছিল সংসারে
কাঁদিতেছে তারা, বুঝাব কি করে,
বিদেহী হয়েছি, কথা তো কহি না
পুন মিলন হবে বিরহ গতে ॥
কেন এত মায়া, কেন এত স্নেহ,
কিছুতো রবে না ছাড়িলে এ দেহ।
রায় কহে আজ, সাঙ্গ হলো কাজ,
যা ছিল লেখা নিয়তির খতে ॥

[উদাসীনের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

অষ্টম দৃশ্য।

নদী সৈকত ; শ্মশানের এক প্রান্ত

(ভিখারিণীর ও কমলার প্রবেশ)

কমলা। ভাই, এ আমার কি হলো ?

ভিখা। দুঃখ করে কি হবে ভাই ? সমস্তই নিয়তির খেলা !

কমলা। ভাই, অদৃষ্টে এমন হবে—তা স্বপ্নেও ভাবি নি !

ভিখা। ভাই, তুমি কেন—অদৃষ্টের কথা কি কেউ আগে ভাবতে পারে ? মানুষ চর্ম্মচক্ষে আর মানসনেত্রে সকলই দেখতে পায় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকান আছে একমাত্র তা'ই দেখতে পায় না ; ভগবান সেই খানেই মানুষকে অন্ধ রেখেছেন !

(ছুনির উন্মত্ত অবস্থায় প্রবেশ)

ছুনি। এঁ্যা !—তোমরা কারা ?—তোমরা কারা ?—ডাকিনী ?—ডাকিনী ?—শশ্মানে মড়া খাচ্ছ ?

কমলা। এ কি ! এ যে দাদা ! দাদা—দাদা—তুমি কি বলছো ?

ছুনি। কে রে তুই ?—কমলা ? ও—ভবেশ মরেছে তাই পোড়াতে এসেছিস ?—পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিস ?—আর নেই ?—চিহ্ন মাত্রও নেই ? আহা—একবার দেখতেও পেলুম না !—আমাকেও পোড়া—আমিও মরেছি—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—সত্যি সত্যি মরেছি ! আমার শব আর তো কেউ ছোঁবে না—তাই নিজের শব নিজেই কাঁধে করে এনেছি, এখন তুই দে—আগুন লাগিয়ে দে—আগুন লাগিয়ে দে—দিবিনে ?

কমলা। দাদা—ও সব কি পাগলের মত বক্‌ছো? স্থির হও——

ঢুনি। স্থির হব?—হাঃ—হাঃ—হাঃ—স্থির হতে পারবো না—ভবেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—কিন্তু আমি যে এখনও জ্বল্‌ছি! ভবেশ, কোথায় গেলি?—আমায় জ্বালিয়ে তুই কোথায় গেলি? কমলা, তুই তাকে ধরে রাখতে পারলি নে?—পারলি নে? তার জ্বালা সব আমায় দিয়ে গেল কেন?—উঃ—হুঃ—হুঃ—হুঃ—জ্বলে মলুম্—জ্বলে মলুম্! ঐ যে—ঐ তো ভবেশ! ভবেশ—ভবেশ—দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেও না, পালাচ্ছ?—পালাচ্ছ?—কোথায় পালাবে?—ঢুনির হাত থেকে নিস্তার নেই—— [বেগে প্রস্থান]

কমলা। ভাই, একি?—দাদা অমন কচ্চেন কেন?

ভিখা। উন্মাদ—সম্পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ!

কমলা। এ্যাঁ—দাদাও পাগল হয়ে গেলেন?

(জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড ঘুরাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে ঢুনির পুনঃ প্রবেশ)

ঢুনি। এই যে—এবার কোথায় পালাবে ভবেশ?—তোমায় খুন করবো—খুন করবো—বড়লোক হব—বড়লোক হব—আমি রাতারাতি বড়লোক হব! উঃ—এ কি? (কাষ্টখণ্ড দূরে নিক্ষেপ) ভবেশ, আগুন ধরিয়ে দিলে?—আমার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিলে?—উঃ—হুঃ-হুঃ—দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌লো!—পুড়ে মলুম—জ্বলে মলুম্! (কাপড় ঝাড়া দেওয়া ও ইতস্তত ছট্‌ফট্‌ করিয়া পরিক্রমণ) কে কোথায় আছ—আমায় এই অগ্নিদাহ থেকে বাঁচাও—বাঁচাও—জ্বলে মলুম্—পুড়ে মলুম্——

কমলা। (নিকটে গিয়া) কৈ দাদা, আগুন তো গায়ে লাগে নি?

ঢুনি। হ্যাঁ লেগেছে—দেখতে পাচ্ছিস্ না?—(মাথায় হাত দিয়া) চুল গুলো পুড়ে গেল—চচ্চড়্ করে পুড়ে গেল—চামড়া জ্বলে গেল—উঃ অসহ্য যন্ত্রণা—আর সহ্য হয় না—আর সহ্য হয় না—

কমলা। (ছুনির হাত ধরিয়া) না দাদা—স্থির হও—স্থির হও, আগুন তো লাগেনি।

ছুনি। ওরে—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—তোর গায়েও আগুন লাগবে—ছেড়ে দে—(হাত ছাড়াইয়া) চামড়া পোড়া গন্ধ পাচ্ছিস না? উঃ কি বিট্‌কেল্ গন্ধ!—জ্বলে গেলুম্—পুড়ে গেলুম্—কে কোথায় আছ—বাঁচাও—বাঁচাও—

(সন্ন্যাসীরূপী তারিণীর প্রবেশ)

এ্যাঁ—কে তুমি?—কে তুমি?—দাওয়ানজী?—দাওয়ানজী?—তুমি কি সেই দাওয়ান্জী?—না না—তাকে যে আমি খুন করেছি—তুমি তার প্রেতাত্মা! তুমি বেহ্মদত্যি হয়ে এই শ্মশানে বুঝি আছ?—ও বাবারে—আমার ঘাড় মট্‌কাতে এসেছ? ওরে বাবারে—গেলুম রে—

তারিণী। ছুনি, স্থির হও—স্থির হও—

ছুনি। না না—আমায় ধরো না—আমায় মেরো না—আমি তোমায় খুন করে খুব শাস্তি পাচ্ছি—জ্বলে গেলুম—পুড়ে গেলুম—

তারিণী। না ছুনি, তুমি তো আমায় খুন কর নি, এই দেখ, আমি বেঁচে আছি; এস—আমার সঙ্গে এস—তোমার জ্বালা নিবারণ হবে—

ছুনি। তুমি যে বেহ্মদত্যি!

তারিণী। না ছুনি, আমি মরি নি; এস—আমার সঙ্গে এস—(ছুনির হস্ত ধারণ)

ছুনি। ওরে বাবা—বেহ্মদত্যি ধরে নিয়ে গেল—ধরে নিয়ে গেল—

[উভয়ের প্রস্থান]

কমলা। উনি কে ভাই?—দাদাকে কোথায় নিয়ে গেলেন?

ভিখা। উনি মহাপুরুষ; ভগবান তোমার দাদাকে দয়া করেছেন বোন; উনি এখন অতি উত্তম সঙ্গ লাভ করলেন।

কমলা। ভাই, আমি এখন কোথায় দাঁড়াই? ভগবান—তুমি আমার নিয়তে এত দুঃখ রেখেছিলে! স্বামি—দেবতা—তুমি তোমার দাসীকে ফেলে চিরদিনের মত চলে গেলে, তবে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন? প্রভু, তুমি যাবার সময় বলে গেলে—জীবনে আমি শান্তি পাব, কিন্তু—তুমি চলে গেলে তবে কে আর আমায় শান্তি দেবে?

ভিখা। এস বোন—আমার বুকে এস—তুমি তোমার বুক ভরা সমস্ত দুঃখ আমায় দেও— (কমলাকে আলিঙ্গন)

ভিখারিণীর—গীত।

এস এস হে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর না দিব ছাড়িয়া॥
তোমায় আমায় একই পরাণ ভাল সে জানিহে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া কি রূপে আছিলে তুমি॥
যা ছিল তোমার মরমের দুঃখ সকলি করিলে ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড় রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে ছাড়িব না তব দেহ।
আজিকে হইতে আমারি মত হউক বিশ্ব তোমার গেহ॥
প্রাণের প্রভু দূরে নহে কভু আছেন অন্তরে মিশাইয়া।
এস সখি এস শান্তি মিলিবে প্রাণে বিশ্ব-প্রেম পাইয়া॥

যবনিকা পতন

সমাপ্ত।